

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় ७७রবঈ সংবাদ

মুখ থুবড়ে মহাজোট

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন আপাতত আরও পাঁচ বছরের জন্য শিকেয় তুলে রাখতে হল আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের ছোট ছেলে তেজস্বী যাদবকে। মুখ থুবড়ে পড়ল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট। 🍑 মসনদে কি নীতীশ, ধন্দ জিইয়ে

বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে দশমবারের জন্য নীতীশ কুমার বসবেন কি না সেটা শুক্রবার জনাদেশ ঘোষণার পরও স্পষ্ট হল না।

২৯° ১৬° ۵٩° ২৯° _{শবোচ্চ} স্বনি শিলিগুড়ি

२१° ১৫° २৯° ১१° আলিপুরদুয়ার কোচবিহার

বাস্তবেই

'কিশোর' 🙀 🤇



২৮ কার্তিক ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 15 November 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 176

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভাতা নিয়ে ভোট দাও নারীর প্রাপ্তি অতটুকুহ

গৌতম সরকার



মাই-বহিন কি জয়! রাজনীতিতে না হোক, ভোটে ডিসাইডিং ফ্যাক্টর। কমারের সভায় মহিলাদের

উপচে পড়া ভিড়, বুথে বুথে শাড়ি পরা প্রমীলাবাহিনীর দীর্ঘ লাইন তার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিল। প্রদত্ত ভোটের হার সেই ইঙ্গিতকে জোরালো করেছিল। ভোটের হাবে এবার যে সর্বকালীন রেকর্ড হয়েছে, তাও তো সেই 'গাঁও কি অউরত'-এর সৌজন্যে।

চট করে পরিসংখ্যানটা দেখে নেওয়া যাক। নিবার্চন কমিশনের হিসাবে এবার বিহারে ভোট পড়েছে ৭১.৬ শতাংশ। এই রেকর্ডে মহিলাদের অংশীদারিও বেনজির। 'অনপড়' বলে যাঁদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হত, তাঁদের ভৌটের হার ৬৬.৯১। যা আগের ভোটের চেয়ে এক লাফে ১২ শতাংশ বেশি। দ্বিতীয় দফা ধরলে মহিলা ভোটের হার আরও বেশি, ৬৮.৭৬ শতাংশ। পুরুষদের তুলনায় গড়ে ৯ শতাংশ প্রমীলা ভোট। বিহারে এনডিএ'র এই বিপুল হিন্দত্বের রাজনীতিকে ছাপিয়ে গিয়েছে নারীশক্তির ভূমিকা। যে শক্তি কোনও রাজনীতির কারণে নয়, নিজের স্বার্থে নীতীশের পাশে দাঁড়িয়েছে।

সচেতনভাবেই নীতীশের পাশে। সেই সূত্রে জেডিইউ-এর পাশে, এনডিএ'র পাশে। বিহারের ভোটের বিশ্লেষণ এই লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং মা-বেটি-বহিনদের বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপট দেখে নেওয়া যাক। যা মহিলাদের এই আলোকোজ্জল দিকটির বিপরীতে নিছক ভোট-রাজনীতির সংকীর্ণ স্বার্থকে তুলে ধরবে। কেমন সেটা? আলোচনায় আসা যাক। নারীকে এমনিতে খেলার শেষ নেই। অভুত বৈপরীত্যের সেই খেলা!

একদিকে বলো দুগা মাই বলে মাতশক্তির আরাধনা ! শির ফুলিয়ে ভারতমাতা কি জয় চিৎকার। অন্যদিকে, নারী ধর্ষণ-খুনের জন্য কুখ্যাত হাথরস। ওডিশা- যেখানে ধর্মক্ষেত্র পুরীও নিস্তার পায় না এই পাপকর্ম থেকে। পশ্চিমবঙ্গে আরজি কর মেডিকেলে সম্ভাবনাময় হবু চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুন থেকে শুরু করে কসবার আইন কলেজ কিংবা দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের যৌন নিগ্রহ। নারী নির্যাতনের মিছিল চারদিকে।

ভোটেও সেই বৈপরীত্য। বিহার বিধানসভা নিবাচনের কথাই ধরুন। নীতীশ কুমারের ভোটব্যাংক মহিলারা। কীভাবে তৈরি হল এই ব্যাংক? স্থনির্ভর গোষ্ঠীর ধাঁচে গড়ে দেওয়া 'জীবিকা দিদি'রা নীতীশের ভোটবাহিনী। মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনার নামে বিধানসভা নিবাচনের কয়েক মাস আগে মহিলা প্রতি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নীতীশ ১০ হাজার টাকা ঢুকিয়ে দিলেন স্বনির্ভরতার লক্ষ্যের নাম করে। টাকা পেলেন বিহারের ৩.৬ কোটি মহিলা ভোটদাতার মধ্যে ১.২১ এরপর দশের পাতায়



বিহার মোট আসন ২৪৩

ম্যাজিক ফিগার ১২২

এনডিএ ২০২ ইভিয়া ৩৫

অন্যান্য ৬

नयात



নভেম্বর : ব-এ বিহার। ব-এ বাংলাও। মহাগঠবন্ধনের ধরাশায়ী হওয়ার লক্ষণ বিহারে স্পষ্ট হতেই সে রাজ্যের নেতা তথা কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং প্রথম জানিয়ে দিয়েছিলেন এবার লক্ষ্য বাংলা। শুক্রবার দিনভর উচ্ছাস চলে বঙ্গ বিজেপিতে। সন্ধ্যায় সেই লক্ষ্যে সিলমোহর দিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সাংগঠনিক পদে না থাকলেও যাঁর অনুমোদন ছাড়া বিজেপিতে একটি পদক্ষেপও

বিহারের ভোটের সাফল্য উদযাপন অনুষ্ঠানে সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে মোদি স্পষ্ট করেই বলেন, 'গঙ্গা विश्व पिराइ वाश्नाय वर्ष याय। বাংলা জয়ের পথ চওড়া করে দিল বিহার। বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্য থেকে জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলব। লালুপ্রসাদের জমানাকে জঙ্গলরাজ

গঙ্গা বিহার দিয়েই বাংলায় ৭য়ে থায়। বাংলা জয়ের পথ চওড়া করে দিল বিহার। বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্য থেকে জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলব।

নরেন্দ্র মোদি



বিজেপি নেতারা দিবাস্বপ্ন দেখছেন। দেখতে পারেন, কিন্তু বাংলায় ভোট হয় উন্নয়ন দেখে। মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে পরিষেবা

> পৌঁছে দিয়েছেন। শশী পাঁজা

(কাট্টা জমানা) বলে বিহারে জোর

প্রচার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অস্ত্রে বিজেপি প্রচার করবে, সেই

রোডম্যাপ যেন ঠিক করে দিলেন তিনি। নয়াদিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে বিজেপির সদর দপ্তরে বিহারের ঐতিহ্যবাহী গামছা নেড়ে বিজয় উদযাপন করেন মোদি, যা আসলে রাজনৈতিক প্রতীকী বার্তা। বাংলা ও বিহার সহ বহু রাজ্যে শ্রমজীবী মানুষ, কৃষকসমাজ ও পরিশ্রমী জনতার পরিচয়ের প্রতীক গামছা। প্রচারের সময়ও বিহারে গিয়ে গামছা নেড়ে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেন।

বিজয়ের মুহূর্তে ফের গামছা नाष्ट्रित्य (यन भरने कृतित्य पिल्नन, তিনি বিহারের শ্রমজীবী, কৃষকের পরিশ্রমী প্রতীকী সংস্কৃতির অংশীদার। সকালে গিরিরাজের মন্তব্যের পর ধুয়ো ধরেছিলেন বাংলার বিজেপি নেতারা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দ 'ইতিহাসের বলেন, পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। ১৯০৫ সালের আগে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এক ছিল। কলিঙ্গ অর্থাৎ ওডিশা আগেই বিজেপি দখল করেছে। এবার অঙ্গ অর্থাৎ বিহার বিজেপি দখল করল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ আমরা দখল করব।

তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের নাম বাদ গেলেই পশ্চিমবঙ্গেও যে জঙ্গলরাজ তৃণমূলের জেতার জায়গা থাকবে এরপর দশের পাতায়

ধৃত বঙ্গের ডাজার

দিল্লির বিস্ফোরণে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই আস্টেপ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছে বাংলার নাম। মুর্শিদাবাদের পর এবার ডালখোলা। জঙ্গি-যোগের সন্দেহে গ্রেপ্তার বিহার লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দা। নেপথ্যে সেই আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়।



বিস্ফোরণে ধূলিসাৎ উমর উন নবি'র বাড়ি। পুলওয়ামায় শুক্রবার।

নয়াদিল্লির নাশকতায় ডালখোলা-যোগ

বরুণ মজুমদার

ডালখোলা, ১৪ নভেম্বর : দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে এবারে ডালখোলার নাম জুড়ে গেল। রাজধানীতে নাশকতার ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ শুক্রবার সকালে ডালখোলা থানার স্যাপ্র-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কোনাল গ্রামের বাসিন্দা এক চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করে। মহম্মদ জানিসার আলম নামে ওই তরুণ ১৪ মাস আগে হরিয়ানার আল ফালাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। বর্তমানে তিনি লুধিয়ানাতেই প্র্যাকটিস করছেন বলে পরিবার জানিয়েছে। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন চিকিৎসক গ্রেপ্তার হয়েছেন। এবারে এই তালিকায় ডালখোলা যুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে প্রশাসনের কেউ এ বিষয়ে মুখ খুলতে চায়নি। এ বিষয়ে ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার ডেন্ডুপ শেরপার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'বিষয়টি আমার জানা নেই।

এদিন এনআইএ যেভাবে ওই চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করে তা যেন ঠিক হালের কোনও ওয়েব সিরিজের দৃশ্য। ওই চিকিৎসক এদিন স্কুটারে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। এনআইএ'র টিম সেই সময় স্যপ্রের হাইস্কলের মূল গেটের সামনে অপেক্ষা করছিল। সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ওই চিকিৎসক সেখানে একটি চায়ের দোকানের সামনে পৌঁছাতেই এনআইএ তাঁকে আটকায়। চলন্ত স্কুটার থামিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ'র টিম নিজেদের গাড়িতে তুলে নেয়। দলের এক সদস্য ওই চিকিৎসকের স্কুটারটি চালিয়ে ওই গাড়ির পিছন পিছন এলাকা ছাডেন। যেভাবে দ্রুতগতিতে ঘটনাটি ঘটে

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন.. IVF • IUI • ICSI ফার্টিলিটি সেন্টার © 740 740 0333 / 0444

উদ্বেগে পরিবার

- সূর্যাপুর হাইস্কুলের সামনে চলন্ত স্কুটার থামিয়ে এনআইএ এক তরুণ চিকিৎসককে
- 🔳 মহম্মদ জানিসার আলম নামে ওই তরুণ সূর্যাপুর–২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কোনাল
- ১৪ মাস আগে হরিয়ানার আল ফালাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ
- ঘটনার জেরে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যরা উদ্বেগে, মুখে কুলুপ এঁটেছে প্রশাসন

গিয়েছিল তাতে সবাই হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। তবে ওই চিকিৎসককে আগে এলাকায় তাঁরা দেখেননি বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, জানিসার গত মঙ্গলবার প্রিয়ানা থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে মা ও দিদিকে নিয়ে দিল্লি হয়ে বুধবার কোনালের বাড়িতে আসেন।

জানিসারের জ্যাঠা আবুল কাশিম বলেন, 'জানিসারের বাবা তৌহিদ আলম পেশায় হাতুড়ে। তিনি প্রায় ৪০ বছর ধরে লুধিয়ানায় থাকেন। দিল্লির বিস্ফোরণের পর একদল তদন্তকারী লুধিয়ানায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘ তল্লাশি এরপর দশের পাতায়

উমরের বাড়ি নিশ্চিহ্ন, কাশ্মীরে আটক ৫

নভেম্বর : দিল্লি বিস্ফোরণের চারদিন পর প্রধান অভিযুক্ত চিকিৎসক উন নবি'র পুলওয়ামার বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে দিল



নিরাপত্তাবাহিনী। কৈল গ্রামে ওই বাড়িটি শুক্রবার ভোরে বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করা হয়। বিস্ফোরণে জড়িত সন্দেহে বৃহস্পতিবার যে ৬ জনকে আটক করেছিল জম্ম ও কাশ্মীরের পুলিশ, তাঁদের মধ্যে তিনজন উমরের নিকটাত্মীয়।শুক্রবার আরও পাঁচজনকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কানপুরের কার্ডিওলজিস্ট মোহাম্মদ আরিফ মির এবং হাপুরের গাইনিকলজিস্ট ফারুখ। দজনেই কাশ্মীরি।

লালকৈল্লার কাছে মেট্রো স্টেশন চত্বরে বিস্ফোরণের তদন্ত যত এগোচ্ছে, তত স্পষ্ট হচ্ছে, হামলাটি বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়, বরং কাশ্মীর সহ একাধিক রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা সংগঠিত জঙ্গি নেটওয়ার্কের পরিকল্পিত অপারেশন। শুক্রবার ধৃতদের মধ্যে আরেক চিকিৎসক শাহিনা সইদের ঘনিষ্ঠ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। যে শাহিনাকে জইশের মহিলা শাখার ভারতের প্রধান বলে

বিস্ফোরণের সঙ্গে একের পর এক রাজ্যে নানা যোগ পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থেকে এনআইএ শুক্রবাব একজনকে গ্রেপ্থাব কবে নিয়ে গিয়েছে। ওই তরুণও পেশায় চিকিৎসক ও লধিয়ানার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*



উত্তরবঙ্গের কিছু নিবাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বাংলাদেশি জেনেও সরকারি ঘর

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নান্দিনায় গত পাঁচ বছর ধরে বসবাস করছিল ওই সন্দেহভাজন জঙ্গি। সে যে বাংলাদেশি, তা স্বীকার করে নিয়েছে পরিবারই। তারপরও কীভাবে ভোটার তালিকায় তার নাম উঠল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৪ নভেম্বর : বাংলাদেশ থেকে আসা সন্দেহভাজন জঙ্গির নাম রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকাতে। শুধু তাই নয়, এনআইএ'র তালিকায় থাকা সন্দেহভাজন জঙ্গি আরিফ হোসেনের রয়েছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ডও। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নান্দিনায় গত পাঁচ বছর ধরে বসবাস করছিল ওই সন্দেহভাজন জঙ্গি। একজন বাংলাদেশি নাগরিক হয়েও কীভাবে ভোটার তালিকায় ও আধার কার্ডে

এই গোটা ঘটনা নিয়ে কাঠগড়ায় পরিচালিত গোবরাছড়া

নাম তুলল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। আর নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত। স্থানীয় অন্ধকারে রাখা হল, উঠছে প্রশ্ন। পঞ্চায়েত সব জানার পরেও কেন পুলিশকে জানাননি, কেন প্রশাসনকে



এই বাড়িতেই হানা দিয়েছিল এনআইএ।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মনসুর আলি নিজে জানিয়েছেন, ওই তরুণ প্রায় ১০-১২ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসে। প্রথমে দিল্লি ও পরে গুজরাটে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছিল। পরবর্তীতে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে নান্দিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তার পরিবারের কেউ যে এখানে নেই তা পঞ্চায়েত সদস্য স্বীকার করে নিয়েছেন। অথচ মজিবুল মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তিকে তৈরি করে ফেলেছে আরিফ। পঞ্চায়েত এও স্বীকার করেছে, ওই

বাংলাদেশি আরিফ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছে। সবকিছু জানার পরেও পঞ্চায়েত সদস্য কেন পুলিশকে সবটা জানাননি তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সব জেনেও সন্দেহভাজন ওই জঙ্গির পরিচয় লুকানোর চেষ্টা করছিলেন কেন উঠছে সেই প্রশ্নও।

যদিও গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহেশচন্দ্র বর্মন বলেন, '২০১৭-'১৮ সালে বিডিও অফিসের লোক এসে সমীক্ষা করেছিল। তারা ওই তরুণের প্রথম পরিচয় হিসেবে ভোটার কার্ড ও বাবা বানিয়ে দিব্যি ভোটার কার্ড আধার কার্ড পেয়েছে, তা দেখে সমীক্ষা করেছে।

এরপর দশের পাতায়

একটি গমগমে, আরেকটি তালাবন্ধ

সমীর দাস

কালচিনি, ১৪ নভেম্বর : কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগানের একই মাঠে দুটি স্কুল। একটিতে শিক্ষক সংখ্যা কম, আরেকটিতে শিক্ষক সংখ্যা বেশি। শুক্রবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, যে স্কুলে শিক্ষক কম, সেই স্কুল গমগম করছে। আর যে স্কুলে শিক্ষক বেশি, তার দরজায় তালা ঝুলছে!

বন্ধ চা বাগানের বিরসু লাইনের যে স্কুলে ক্লাস হচ্ছিল, সেই স্কুলের নাম মধু নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়-২। আর যে স্কুলটি এদিন খোলেইনি, তার নাম মধু জনিয়ার বেসিক ইউনিট-১ স্কুল। সেই স্কুলের ১৬ জন পড়্য়া এদিন ক্লাস করেছে 'প্রতিবেঁশী স্কুল'-এর পড়্য়াদের সঙ্গে। নিম বুনিয়াদি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয় আচার্য নিজের স্কুলের পড়য়া ছাডাও পাশের স্কুলের পড়য়াদেরও পড়িয়েছেন এদিন।

বেসিক ইউনিট স্কুলের প্রধান

পেয়েছেন। সেই কাছে ব্যস্ত ছিলেন। সেই স্কুলের আরেক শিক্ষক অরূপ

যুক্তি, তিনি বিএলও'র দায়িত্ব বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) লক্ষ্মণা গোলেকে ফোন করলেও তিনি ধরেননি। তবে জেলা [ু] একইভাবে এসআইআর প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এদিন স্কুলে পরিতোষ বর্মন ঘটনার কথা শুনে আসতে পারেননি। আর স্কুলের অবাক। বললেন, 'এমনভাবে স্কুল



মধু জুনিয়ার বেসিক ইউনিট-১ স্কুলের দরজায় তালা। শুক্রবার।

শিক্ষিকা শম্পা মণ্ডল অসুস্থ থাকায় স্কুলে আসেননি। এদিন তাঁদের স্কুলের পড়য়াদেরও পডানোর আবেদন করেছিলেন।

তবে এভাবে কি এক 'ট্রান্সফার' করা যায়? এব্যাপারে

বন্ধ রাখাটা ঠিক হয়নি। অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।' সেই স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, নিম্ন এছাড়াও তিনি বলেন, 'বিএলওর বুনিয়াদি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে কাজে কোনও শিক্ষক ব্যস্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।'

বেসিক ইউনিট স্কল বন্ধ থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন চতুর্থ শ্রেণির স্কুলের পড়য়াদের আরেকটা স্কুল এক পড়য়ার বাবা লাইতুস খাড়িয়া। এরপর দশের পাতায়

সঙ্গে কাজও বাড়ল। সোমবার থেকে

জেলা পরিদর্শনে বেরোব। মণ্ডল

সভাপতি ও জেলা সভাপতিদের সঙ্গে

বৈঠক করব। সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে

কর্মখালি

শিলিগুড়ির ফ্যাক্টরিতে কাজের

জন্য হেল্পার প্রয়োজন। বেতন

১১৫০০ থেকে ১২০০০, থাকার

ব্যবস্থা বিনামূল্যে রয়েছে। Ph-

8389002783. (C/119307)

Urgent Requirement

Immediate requirements of PGT/

TGT -Chemistry, Mathematics,

English, Lady Counsellor and

in Islampur, U/D. Submit your

resume in greenvalleyisp@gmail.

com or in W/P 9679469375,

8670527177. (S/N)

আলোচনা হবে।'

इंडियन बैंक



Indian Bank

🕰 इलाहाबाद

ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-এ'' [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয়

দাধারণভাবে, জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইভিয়ান ব্যাংকের খয়েরবাড়ি শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৪/১২/২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাকাঃ উত্তরাধিকারী শ্রীমতী ইন্দিরা ছেত্রী, টম ছেত্রীর স্ত্রী, গ্রাম- সাগুরামপুর, মধ্য ছেকামারি, পোস্ট- মাদারিহাট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫২২০ তে বসবাসরত ব্যক্তির ১১.১১.২০২৫ তারিখের হিসেবে বকেয়া রয়েছে।

	ובט אין						
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনী	তি সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্মে তালিকাভুক্ত :-						
সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-	৮ ডেসিমেল পরিমাপের জমিটির এবং ভবনটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ মৌজা – মধ্য ছেকামারি, জে এল						
	নং ৪৪, এল.আর.খতিয়ান নং ২৭৮ (সাবেক ৭২/১), এল আর প্লট নং – ৭০/১২৭৪ (আর. এস ৭০)						
	জেলা- আলিপুরদুয়ার, মহকুমা আলিপুরদুয়ার, গ্রাম - সাগুরামপুর, মধ্য ছেকামারি, পার্ট নং - ১১৩,						
	খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।						
	সম্পত্তিটি শ্রী টম ছেত্রী দ্বারা অর্জিত উপহার প্রদত্ত আসল দলিল নং : I-০১৭২৫, ২২.০৮.২০১২						
	তারিখের হিসেবে, অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার ফালাকাটা দ্বারা নিবন্ধিত, নিবন্ধিত বই নং ০১, ভলিউম নং						
	০৪ এবং পৃষ্ঠা নং ১৮৮৭ থেকে ১৯০১।						
	भीभा ना						
	উত্তর – নিজস্ব জমি						
	দক্ষিণ – ৮ ফিট কাঁচা রাস্তা						
	পূর্ব – ৮ ফিট কাঁচা রাস্তা						
	পশ্চিম – নিজস্ব জমি						
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই						
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ২৩,৬০,০০০/- (টাকা তেইশ লক্ষ ষাট হাজার মাত্র)						
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ২,৩৬,০০০/- (টাকা দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার মাত্র)						
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ১০,০০০/- (টাকা দশ হাজার মাত্র)						
ই-অকশনের পরিষেবা প্রদানকারী	২৪.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা।						
প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com-এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময়							

সম্পত্তির আইডি নং -আইডিআইবি ৫০৪১৩৫২৯৩২০ দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt.Ltd.-এ মনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং

ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন support.baanknet@psballiance.com-এ। সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন- https://baanknet.com-এ। এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd.-এ. যোগাযোগের নং - ৮২৯১২২০২০-তে।

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://baanknet.com-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নং টি ব্যবহার করার জন্য

পরিশিষ্ট-IV-A" (রুল ৮(৬) এর অনুবিধি দেখুন)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যাত রিকনস্ট্রাকশন অফ

ফন্যানসিয়াল আসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেণ্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেন্ট অ্যাক্ট ২০০২ ধারা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রায়ের জন্য ই-অকশন বিক্রায় নোটিশ।

াখারণভাবে জনসাধারণকে এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগুহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) -কে এতথারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিয়বর্ণিত স্থাবর দেশন্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/ চার্জ দেওয়া সম্পত্তির প্রকৃতিগত দখল ইভিয়ান ব্যাংকের শিলিঞ্চতি প্রধান শাখার অনুমোদিত আহিকারিক

বছকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৪.১২.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিভিতে টা: ২৫.৬২.৩০৮.০০ (টাকা পঁচিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার তিনশত আট্রিশ মাত্র) পুনক্ষারের জন্য যা বছকী ঋণদাতা ইভিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি প্রধান

ণাণার কাছেন্সী নরেশ গুপ্তা (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা), রাজেশ গুপ্তার পুত্র, ডাকনীকাটা, চম্পাসারি, শিলিগুড়ি, জেলা: দার্জিলিং, পশ্চিমবদ-৭৩৪০০

২.০০ কাঠা অথবা ০.০০০ একরের জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ মৌজা-ভাব্যাম, প্রণণা-বৈকৃষ্ঠপুর, জে.এল

নং-০২, আর্এস প্রট নং-৮৪, এলআর-৯, খতিয়ান নং আর্এস ৮২, এলআর-৪৩৬ ব্যিমনগর (ভানীয় ভাষা

জ্যোতি নগর নামে পরিচিত), শিলিগুড়ি, কৃষ্ণ গার্ডেন অ্যাপার্টমেউ এবং বোটল কোম্পানি বাজার, শিলিগুড়ি পুর

নিগমের অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং-৪১, থানা-ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবন্ধ দলিল ক্ষুত্রা নং ০৭১১০১০১৭

২০২৫ সালের জন্য নিবন্ধিত বুক - ৷, সিভি ভলিউম নং ০৭১১, ৩৮০২৮ থেকে ৩৮০৫৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শ্রী নরেশ অপ্তার

সম্পত্তির অবস্থান

০,০৫৩০ একরের জমি এবং ভবনটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ শ্রীমতী অনামিকা সাহার স্বভাধিকরণে মৌজা-রন্তপাড়া,

জে এল, না-৫, প্রট না-আরএস ১০৮৮/৮৬২৮, এলআর ৫৬০৪, পরিয়ান না আরএস ৩১০৮, এলআর-১০৮৮/১, ৮১৩ পরবর্তীতে ৫০১৪, ৫০১৫, ৫০১৬ বর্তমান এলআর ৫৬০৪, নবর্ত্তীপ পুর নিগমের অন্তর্গত, ওয়ার্ভ না-৬, হোছিড দং ১/০, শিব চন্দ্র রায় সিংহ রোড, ধানা-নবরীপ এডিএসআরও নবরীপের অন্তর্গত, ডিএসআর-নদিয়া, জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবন্দ, দলিল স্বভা না-০২০৪৭ ২০১২ সালের জন্য, নিবজীত বই-১, সিটি ভলিউম না-৭, ১৮২ থেকে ২০২

পুঁৱা পূৰ্যন্ত এডিএসআর, নবদ্বীপ এবং দলিল স্বস্তা নং-১৬৯২ ২০১৩ সালের জন্য, নিবস্কীত বই-১, সিডি ভলিউম নং ৯ ১৯০ থেকে২১০ পুৱা পূৰ্যন্ত, এডিএসআর, নবদ্বীপে অবস্থিত। উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানাঃ-

বন্ধকী সম্পত্তিঃ- সম্পূর্ণ স্টক, বুক-ভেট এবং ফার্মের অন্যান্য সকল বর্তমান এবং ভবিশ্যতের সাম্প্রতিক সম্পত্তি।

সম্পত্তির অবস্থান

স্থান: খয়েরবাড়ি

इंडियन बैंक

স্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ

শশভির প্রতি দায়বদ্ধতা

-অকশনের তারিখ এবং সময়

তারিখ: ১৩.১১.২০২৫, স্থান: শিলিগুড়ি

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in

इंडियन बैंक

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ-

সম্পত্তির উপর দায়বছতা

ই-অকশনের তারিখ এবং সময

সংরক্ষিত অর্থমলা

সম্পত্তির আইভি নং

তারিখ: ১৩.১১.২০২৫

ব্যাংক ওয়েবসাইট

স্থান : শিলিগুড়ি

ইএমডি অর্থমূল

📤 इलाहाबाद

িঅকশন পদ্ধতিতে বিশ্রুয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভূক্ত ঃ

শংরক্তিত অর্থমূল

দর বৃদ্ধির পরিমাপ

স্পত্তির আইডি নং

ইএমডি পরিমাণ

📤 इलाहाबाद

্ত্র বসবাসরত ব্যক্তির ১০.১১.২০২৫ তারিখের হিসেবে বকেয়া রয়েছে। ই-অকশন পদ্ধতিতে বিদ্রুয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে তালিকাভুক্ত :-

স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত।

দক্ষিণ : কৃষ্ণ অ্যাপটিমেন্ট

পর্ব : ২০ ফিট চওডা পাকা রাস্ত

আইডিআইবি৭৯৬৮৮৫৮৬৪০

পশ্চিম : দেওরাজ রাই –এর জমি

উত্তর : অভিজিৎ কুমার সরকারের জমি,

টা: ৪৮,০০,০০০,০০ (আটচল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র)

ই-অকশন ওয়েবসাইট

টা: ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার টাকা মার)

টা: ৪,৮০,০০০,০০ (চার লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)

২৪.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা পর্যন্ত

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ই-অকশন প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt. Ltd. -এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য অংশগ্রহণ করন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করন ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্টেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ

করে ই-মেল করুন support.baanknet@psballiance.com=এ। সম্পত্তির বিত্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তিতির ছবি এবং নিলামের শতবিলির জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com =এ পরিদর্শন করুন এবং পোটা

সংক্রান্ত প্রতিবাস জন্য দায়া করে PSB Alliance Pvt. Ltd. -এ, যোগাযোগ করন, যোগাযোগ নম্বর - ৮২৯১২২০২২০। দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://baanknet.com -এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উলিখিত সম্পত্তি আইতি নম্বরটি

কিউআর কোড

যোগাযোগের ব্যক্তি : (অমরেন্দ্র কুমার ঝা, অনুমোদিত আধিকারিক এবং শাখা প্রধান, মোবাইল নং : ৮৪০০৫১১৯৮০

পরিশিস্ট - IV-A (রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন আন্ত বিবনস্টাকশন অফ ফিনাালিয়াল

আমেটস আছে এনতোসমেণ্ট অফ সিভিউরিটি ইণ্টারেস্ট আট্টি, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ। সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্বিস্কভাবে ক্ষণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনলাতা (গণ)-কে এতছারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিমে বর্ণিত সম্পত্তি বন্ধকী অণদাতাকে

বন্ধক দেওয়া চোর্জ দেওয়া সম্পান্তির গঠনমূলক দখল ইণ্ডিয়ান খ্যাংকের শিলিজত্তি প্রথান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী কালগতা নিয়েছেন ২৯.১২.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই গাকুক' ভিত্তিতে টাকাঃ ৩৩,৯২,৫০৯.০০ (টাকা তেরিশ লক্ষ বিরানকাই হাজার পীচশত

ন্য মাত্র) পুনক্তভারের জন্য যা বছকী কথাতা ইতিয়ান ব্যাকে, শিলিওড়ি প্রধান শাখার কাছে ১ মেলার্স এল আর, ডিস্ট্রিবিউটরেস (কথ্যাইছিল), এইচ/১৭/১৫, হিলকার্ট রোড, রক্তনী বাগান, শিলিওড়ি, পিন-৭৬৪০০১-এ ব্যবসা চালান, ২. শ্রীমতী মহানন্দা পোন্ধার (মালিক) রাজীব পোন্ধারের স্ত্রী ১২, তিলক রোড,

ছাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি, পিন-৭৩৪০০১ এবং ৩. শ্রীমন্ত্রী অনামিকা সাহা (জামিনদার) শ্রী অলোক সাহার স্ত্রী নবছীগ প্রচীন মায়াপুর, জাতীয় বিন্যাল লেন-১, পোস্ট ও খানা-নবছীপ, জেলা-নিদয়া, পশ্চিমবন্ধ-৭৪১৩০২-এ বসবাসরত ব্যক্তিবর্গের ০১.১১.২০২৫ তারিখের হিসেবে বকেয়া রয়েছে।

উত্তরঃ- শিব চন্দ্র রামানার উত্তরঃ- শিব চন্দ্র রার সিংহ রোভ এবং শামল কৃষ্ণ অধিকারী দক্ষিণঃ- দেবরঞ্জন দাস এবং ননীগোপাল দেবনাথ পূর্ব্য- হরিপদ মন্ত্রমদার এবং ননীগোপাল দেবনাথ

টাকাঃ ২৮,০৮,৯০০,০০ (টাকা আঠাশ লক্ষ আট হাজার নয়শত মাত্র)

লোভাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে আমাদের ই-অকশন পরিযোগ্য প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://banknet.com) PSB Alliance Pvt. Ltd. এ জনলাইনে দর দেওয়ার

জন্য পরিবর্শন করন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুহাহ করে যোগাযোগ করন ৮২৯১২২০০তে, রেজিস্টেশন স্থিতি এবং ইঞ্ছেডি স্থিতির জন্য অনুহাহ করে ইয়েল করন

support.banknet@pubiliance.com-ঝ সম্পত্তির বিপ্তরিক্ত বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত শার্কারি করে অনুহার করে https://banknet.com-এ গরিসর্থন কলম এবং পোর্টাগ সংক্রান্ত স্পষ্টিতার জন্ম দরা করে যোগাযোগ কলম PSB Alliance Pst. Ltd-এ, যোগাযোগের নং ৮২৯১২২২২ । দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://banknet.com-এ সম্পত্তিটি পুঁজে পাওয়ার জন্ম উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইতি নং টি ব্যবহার করার জন্য।

২,৮০,৮৯০ (টাকা দুই লক আশি হাজার অটশত নকাই মাত্র)

২৯.১২,২০২৫ সকাল ১১.০০ টাকা খেকে বিকেল ০৫ :০০ টাক

টাকাঃ ১০,০০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)

ই-অকশন ওয়েবসাইট

াগাযোগের ব্যক্তি : (অমরেজ কুমার কা, অনুমোদিত আধিকারিক এবং শাখা প্রধান, মোবাইল নং -৮৪০০৫১১৯৮০)

আইডি আইবি ৩০২৩৫৬১৭৮৩১

সীয়ানা :

জানা নেই

যোগাযোগের ব্যক্তি : কমলা নার্জিনারি, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং - ৯০০৭০০৩৮৬০

Tender Notice Block Development Officer,

Alipurduar-I Dev. Block invite Alipurduar-I Dev. Block Invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T No. WB/APD-I/BDO-ET/08/2025-2026. Dt. 14.11.2025 Details may be obtained from website www. wbtenders.gov.in. and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-Block Development Officer Alipurduar- I Dev. Block

দ্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন

টেভার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১৩-কিউডব্রিউএস এসজিইউজে-২৫; তারিখ: ১০-১১-২০২৫; নিম্নস্বাহ্দকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেডর মাহান করছেন; **কাজের নাম**ঃ শিলিগুড়ি জংশনে -টার্নকি ভিভিতে দ্রুত জল সরস্কাহ ব্যবস্থা স্থাপন (মোট হাইড্রেন্ট লাইন-০৩)। বিজ্ঞাপিত টেডার মলা: ১.৭৬.১৯.৮৩৬.৫৩/- টাকা: বিভ সিবিউরিটি ৫ ২.৩৮.১০০/- টাকা: টেভার বক্ষের তারিখ ও সময় ০৩-১২-২০২৫ তারিখে হার্য ০৫-৬৫ হয়ের চালাল ২০৮ হার্য ০০-৬৫ আবও তথোৰ জনা অন্থত কৰে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কোকরাঝাড়ে অফিস ভবন সহ বিশ্রামাগার নির্মাণ

টেভার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সিওএন/২০২৫/

অনুমোদিত আধিকারিক

Indian Bank

অনুমোদিত আধিকারিক

সম্পত্তির ছবি

অনুমোদিত আধিকাবিক

সম্পত্তির ছবি

Indian Bank

ALLAHABAD

ALLAHABAD

ওসিটি/০৬; তারিখ ঃ ৩১-১০-২০২৫ নিমস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন -টেভার আহান করা হচছে। টেভার নং. : সিই/সিওএন/কেজেজি/বিএলভি/২০২৫/০২ কাজের নাম : কোকরাঝাড়ে-গেলেফু নতুন লাইন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত কোকরাঝাড়ে অফিস চবন সহ বিশ্রামাগার নির্মাণ। আনুমানিক মূল্য : ,২৬,৮৮,৮৩১,৩৭/- টাকা-, টেভার বচ্ছের তারিখ ও সময় ০৪-১২-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায় এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায় ই-টেভারের টেভার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ www.ireps.gov.in ওয়েৰসাইটে পাওয়া

সিই/সিঙএন/মেঘালয় প্রজেষ্ট্র/মালিগাঁও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুফো সেবায়

NOTICE FOR INVITING **SEALED QUOTATION**

quotations are Sealed invited reputed from suppliers for supplying of 50 sets of Improved Toolkits in Cane & Bamboo Craft under the scheme NHDP (SDHS) of O/o the Development Commissioner

(Handicrafts), Ministry of Textiles, Govt. of India. The last date of quotation submission is 30-11-2025. For details list of tools may contact to the office of M/s Tufangani Block-1 Patishilpa Samabay Samity Limited, Village & PO. Ghogarkuthi, District. 736159 Tufanganj, Coochbehar-Phone no. 9382043762

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tenders are hereby invited vide Tender Reference e-NIT No. DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-001(3" Call)/2025-26, DHUPGURI/APAS/ BDO/NIT-02(3" Call)/2025-26, DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-003 (3" Call)/2025-26. DHUPGURI/ APAS/ BDO/NIT-015 (2"4 Call)/ 2025-26 and time extension for Reference e-NIT No. DHUPGURI/ APAS/BDO/NIT-016/2025-26 DHUPGURI/ APAS/ BDO/ NIT-017/ 2025-26, DHUPGURI/ APAS/ BDO/ NIT-018/2025-26. DHUPGURI/ APAS/BDO/NIT-019/2025-26 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours. visit www.wbtenders.gov.in and

Office Notice Board for further details. **Block Development Officer** Dhupguri Development Block

সিগন্যালিং সিষ্টেমের নির্ভরযোগ্যতার উল্লভকরণ

ই-টেগুর নোটিস নং, কেআইআর-এন ২০২৫-কে-৫২ তারিখঃ ১২-১১-২০২৫ নিগলিখিত কাজের জন্যে নিগপাক্তরকারী ঘারা ই-টেগুার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের** নামঃ কাটিহার মগুলের কায়োসান ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিষ্টেমের মেরামত, প্রতিস্থাপন এবং পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতার উল্লভকরণ টেণ্ডার রাশিঃ ৭,৯১,৫৫,৮১০/- টাকা। বায়লা রাশিঃ ৫.৪৫.৮০০/- টাকা। টেগুার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেভারের তেপৰ্ত তথ্য আগামী ০৪-১২-২০২৫ চারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps. gov.in গুৱাবসাইটে উপলৰ পাকৰে। ডিআর্থম//বস্কেগ্ডিটি/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সাময়িক নবীকরণের জন্যে প্রস্তাব

'প্ৰানমচিত্তে গ্ৰাহক পরিবেবায়''

হ-টেণ্ডার নোটিস নং, আরটি ইএন টিআরডি ১৫ ২৫-২৬ তারিখঃ ১২-১১-২০২৫। নিয়লিখিত কাজের ছলো নিগপাকরকারী খারা ই-টেণ্ডার আহান করা হরেছে: আইটেমের সংক্রিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার মন্তলের অটো টেনশনিং যন্তের সাময়িক নবীকরভার ভালো প্রভাব (কেজনা)। টেণ্ডার রাশিঃ ২,৩৫,৫৬,১৪২,৪৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬৭,৮০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-১২-২০২৫ তারিবের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেভারের দম্পূৰ্ণ ভগ্য আগামী ৩৫-১২-২০২৫ তারিশের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.

জ্যেষ্ঠ ভিইহ (জি এণ্ড সিএইচজি), কাটিহার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে "প্রসম্মতিতে গ্রাহক পরিবেরাম"

gov.in ভৱেবসাইটে উপলব্ধ থাকৰে।

NOTICE FOR INVITING SEALED QUOTATION

Sealed quotations are invited from reputed suppliers for supplying of 50 sets of Improved Toolkits in Wood Carving Craft under the scheme NHDP (SDHS) of O/o the **Development Commissioner** (Handicrafts), Ministry of Textiles, Govt. of India. The last date of quotation submission is 30-11-2025 For details list of tools may contact to the office of M/s Devipeeth India Foundation Village Madhya Parokata PO- Uttar Parokata, District Alipurduar- 736202 Phone

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ টেভার বিভাপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./

৬৫ অফ ২০২৫: তারিখ ঃ ১২-১১-২০২৫

no. 7407814312.

নিম্নস্থাক্ষরকারী কর্ত্তক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহান করা হচ্চে। টেন্ডার নংঃ 🗲 কাজের সংক্রিপ্ত বিবরণ : এসএসই ভবিউ ওআবকেএস/ওএমএলএফ -এব এপতিয়ারাধীন কুমেনপুর জংশন - একলান্ডির মধ্যে কিমি ১৯২/১-২ এ লেভেল ক্রসিং নং এনসি-৯৭ -এর পরিবর্তে আর্টটটরি/এজএইডএস -এর য়বস্থা। (২) একলাখি-বালুরঘাট সেকশনের মধে কিমি ২১/৮-৯ -এ ইবি -১৪ -এ আরইউবি -এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মৃল্য :** ৮,৬২,১১,১৮৩.৫৭/ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৫,৮১,১০০/- টাকা; ভিইএন/॥।/কাটিহান্তর এৎতিয়ারাধীন রাঙ্গাপানি বেংডুবি মিলিটারি প্রজেক্ট সাইভিংয়ের মধ্যে মোবাইল ফ্রাশ বাট ওয়েন্ডিং প্ল্যান্ট ব্যবহার করে যাইটে (ইন সিটু/সেস) সকল রেল সেকশনের নতুন/এসএইচ) ফ্রি রেল/২টি রেল প্যানেল /৩টি রেল প্যানেলের মুদাশ বাট ওয়েন্ডিং। **টেভার** মৃল্য : ২,৬০,৪৬,২৪০/- টাকা: বিভ সিকিউরিটি ২,৮১,৭০০/- টাকা; টেভার নংঃ ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ কাটিহার ডিভিশনে- গ্রুড জয়েন্টের ইনসিটু ফ্যাব্রিকেশন দারা ভিন্ন স্থানে ক্রটিপূর্ণ গ্রন্ড জয়েন্টের ক্যাজুয়াল পুন্দবীকরণ টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৯৬,৯৩,০৩০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২,৪৮,৫০০/- টাকা; উপরোভ টেভারওলি **বন্ধের** তারিখ ও সময ১১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবা খোলা ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেভারের টেভার নথির সম্পর্ণ তথ্য ১১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in থ্যয়রমাইটো পাশ্বয়া যাবে।

ভিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্ৰসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দায়িত্ব বাড়ল বাপির

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : দলে গুরুত্ব বাড়ল জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বাপি গোস্বামীর। শুক্রবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার সাংগঠনিক ইনচার্জ করা হয়েছে। সংঘ ও জেলার শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ হিসেবেই বাপি পরিচিত। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নিবর্চন। তার আগে জেলা নেতৃত্বের বাইরে বিশেষ একজনকে বাড়তি গুরুত্ব দিল পদ্ম শিবির। বাপি যদিও বলছেন, 'দায়িত্বের

e-Tender

Sealed tender are hereby invited by the Block Dev. Officer, H.C.Pur-I Dev. Block under APAS Schemes eNIT-28H1DB202526 vide Memo No. 2922/HIDB/APAS/2025-Date: 10/11/2025. Interested persons may visit https://wbtenders.gov.in for

Block Dev. Officer H.C.Pur-I, Dev Block H.C.Pur-I Malda

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/BDO-ET/15/2025-26 (APAS), DATED: 13/11/2025

ast date and time for bid submission- 08/12/2025 at 13.00 hours.

For more information please visit wbetenders.gov.in Sd/-

Block Development Officer Kumargram Development Block Kumargram :: Alipurduar

Government of West Bengal Department of Health & **Family Welfare** Malda Medical College & Hospital, Malda

NOTICE INVITING E-TENDER MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E-Tender Notice No- MSVP/E-NIT- 03/ MLDMCH 25-26 Dated- 18/111/2025 03 Housekeeping & Scavenging MSVP/eNIT-11/MLD/MCH-23-24 8th CALL. 01 nos office vehicles at the O/o the MSVP, Malda MCH & MSVP O/o the MSVP, Malda MCH-8 MSVP, E-NIT- 13/MLD/MCH-23-24 Dated 15/03/2024, Supply of Pest Contro Service at Malda Medical College & Hospital, Malda. www.wbhealth.gov.in/www. maldamedicalcollege.com/www.

maldamedicalcollege.com/www. malda.gov.in Or office of the Unde

MSVP, Malda MCH

Tender Notice

Development Office Alipurduar-I Dev. Block invites Allpurdual - Dev. Block linkles tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T No. WB/APD-I/BDO-ET/07/2025-2026. Dt. 12.11.2025 Details may be obtained from website www. wbtenders.gov.in. and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper. Sd/-

Block Development Officer Alipurduar- I Dev. Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনাব বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

পাকা খচরো সোনা ১২৬৩০০

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) হলমার্ক সোনার গয়না \$20060

(৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

রুপোর বাট (প্রতি কেজি)

খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)

* দব টাকায়. জ্ঞিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পিঃবঃ বলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জয়েলার্স

অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

মতান্তের শুদ্রবর্ণ, রাত্রি ২।১৪

গতে দেবগণ অস্টোত্তরী বুধের ও

ওয়ারিশ, সন্ধে ৭.৩০ সুন্দরী कालार्म वाःला : मूপूत २.०० কর্তব্য

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার ভালোলাগা আমার

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৫ ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হুঁ, দুপুর ২.১৭ চোরি চোরি চুপকে চুপকে,

বিকেল ৫.২৪ মিশন রানিগঞ্জ, সন্ধে ৭.৩০ গেম চেঞ্জার, রাত ১০.১১ রাধে **স্টার গোল্ড সিলেক্ট** : সকাল ১০.৩০ গোবিন্দা নাম মেরা,

দুপুর ১২.৪৫ অংরেজি মিডিয়ম. বিকেল ৩.১৫ নীরজা, ৫.১৫ কিউ কি ম্যায় ঝুট নেহি বোলতা, সন্ধে ৭.৫৯ বরফি, রাত ১০.৩০ মস্তি

বিক্ৰয়

Land for sale 425000/- per katha at Sahudangi Baruyapara, Siliguri. 9832014897, 9832060869

পাগলু পাড়া নিয়ার সাউ ডাঙ্গী হাট মেইন রোড থেকে একটু ভিতরে 12 ফিটের রাস্তা ৪ কাঠা ওয়াল করা জমি বিক্রয় হবে। দাম প্রতিকাঠা লাখ 8250066241/ পাঁচ 9239615744. (C/119098)

আফিডেভিট

আমি অনুকুল দাস আমার আধার কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত 12/11/25 তারিখে জলপাইগুড়ি Receptionist for a CBSE School JM Court আফিডেভিট বলে Sl no. 4406 অনুকুল দাস এবং চিত্ত দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম অনুকুল দাস দোমহানী জলপাইগুড়ি। (C/118585)

e-Tender

Abridge Copy of e-Tender for Corrigendum-I being invited by the Executive Engineer, WBSRDA Alipurduar Division vide e-NIT No- 12/ APD/WBSRDA/RR/2025-26. Dated-25-10-2025. Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders. gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

পূর্ব রেলওয়ে ওপেন ই–টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৬৯, ১৪০, ১৪২ এবং ১৪৩, তারিখঃ ১৬.১১.২০২৫ ।

ভিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ভিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব বেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিশ্ডিং, ডাক্যরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ২৬২১০২ (পশ্চিমবন্ধ) নিমুলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেভার আহান করছেন। **ক্রমিক** নং.১. টেভার নং.ঃ ১৩৯-এমএলডিটি-২৫-২৬. স্থান সহ কাজের নামঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-॥/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহেবগঞ্জের অধিকারক্ষেত্রে মহারাজপর, সকরিগলি, করমটোলা, মির্জাটোকি, আন্মাপালি হন্ট, লন্ধীপর ভোরাং হন্ট এবং বিক্রমশীলা স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়া, স্টেশন বিশ্তিং, প্ল্যাটফর্ম সারকেসের উন্নয়ন কাজের জন্য গ্রপেন ই-টেভার। টেভার মূল্যঃ ৭,৬৭,১১,৯৫২.৯৩ টাকা। ক্রমিক নং.২, টেভার নং.ঃ ১৪০-এমএলভিটি-২৫-২৬, কাজের নামঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-Ⅲ/মালদার অধিকারক্ষেত্রে আসিস্ট্যাণ্ট ইন্ত্রিনিয়ার/সাহেবগঞ্জের অধীনে সাহেবগঞ্জ–ভাগলপুর শাখায় সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নং. ১ এবং ৫–তে সাম্প সাইজ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন গ্রাউটিং ইনজেকটিং করে ড্রনেজ সিস্টেমের উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেভার।**টেভার মূল্যঃ** ১,৭৬,১১,৯৬৯.৮৫ টাকা। ক্রমিক নং.৩, টেকার নং.: ১৪২-এমএলভিটি-২৫-২৬, কাজের নামঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/।/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফরাক্তার মধীনে নোয়াপাড়া, মহীপাল, মহীপাল রোড, পোড়াডালা, বারহারওয়া, ডিনপাহাড়ে জল সরবরাহ এবং ড্রেনেজ সুবিধা সহ স্টেশন বিভিং, গ্ল্যাটফর্ম সারফেস ওয়াটার বুগের উন্নয়ন কাজের জন্য প্রপেন ই–টেডার। টেডার মূল্যঃ ২,৩৫,৪৯,৬১৮.৭৮ টাকা। ক্রমিক নং.৪, টেডার নং.ঃ ১৪৩– **এমএলডিটি-২৫-২৬, কাজের নাম:** ভিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/।/মালদার অধিকারক্ষেত্রে আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফরাক্রার অধীনে ধুলিয়ান গঙ্গা-তে স্টেশন আপ্রোচ রোড উন্নয়ন কাজের জন্য ওপেন ই-টেভার। টেভার মূল্যঃ ১,৬৬,০১,৮৩৫.৮৩ টাকা। টেভার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০৫.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১, ২, ৩ ও ৪–এর জনা)। **ওয়েবসাইট** এবং নোটিস বোর্ড: www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলভিটি (প্রতিটির জন্য)। টেভারদাতাদের বিস্তারিত টেভার বিজ্ঞস্থি এবং নথিপত্র প্রয়েবসাইটে ভালোভাবে দেখে নিতে MLD-227/2025-26

পূৰ্ব বেলভয়ে ভাত্তৰসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেভাৰ বিন্ধন্তি পাওয়া যাবে

बागाप्तर बनुत्ररंष रुद्धन: 🔀 @EasternRailway 🚹 @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে



সিনেমা

জলসা মভিজ : সকাল ১০.১৫ मामा, पुश्रेत **১.১৫** भिंश कल, বিকেল ৪.১৫ কি করে তোকে বলবো, সন্ধে ৭.১৫ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.১৫ বলো না তুমি আমার

कालार्भ वाःला भित्नमा : भकाल ৯.৪৫ বাদশা দ্য ডন, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৩.৪৫ আক্রোশ, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ চোরে চোরে মাসততো ভাই

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ তুমি যে আমার, দুপুর ১২.০০ প্রজাপতি, ২.৩০ নাগিন কন্যা, বিকেল ৫.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, রাত ১০.৩০ সোনার যাত্রা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০

ভালোবাসা

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩৫

রমেডি নাউ বদলা নাগ কা-খ্রি, দুপুর ১.৪৫ কাতিল সায়া, বিকেল ৪.১৫ আই, সন্ধে ৭.২৮ জনতা কি অদালত, রাত ৯.৪৫ শিবা দ্য সুপার হিরো-টু জি সিনেমা : দুপুর ১২.২৭ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া. বিকেল ৩.২৫ জু, ৫.২২ ভীমা, সন্ধে ৭.৫৫ সিকন্দর, রাত ১০.৩৮

মিউন বিকেল ৪.২০

বাদশা দ্য ডন সকাল ৯.৪৫

কালার্স বাংলা সিনেমা



দবং-টু

গেম চেঞ্জার সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি শ্রীদেবাচার্য্য

১৪৩৪৩১৭৩৯১

ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থিক

উন্নতির যোগ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। বৃষ : চাকরির সূত্রে বাইরে যেতে হতে পারে। পরিবারে বয়স্ক কোনও ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। মিথুন : সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওঁয়ার চেষ্টা করলে সমস্যা আরও বাড়তে বাডবে। কর্কট : কঠোর পরিশ্রমের চলুন। মধ্যে দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য মিলবে। সিংহ : লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ১৫ নভেম্বর, ২০২৫, ২৮ কাতি, সমাধান করে প্রশংসিত হবেন। সংবৎ ১১ মার্গশীর্ষ বদি, ২৩ জমাঃ (উৎপন্না)। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ কন্যা : জমি কেনাবেচায় বিপুল পরিমাণ লাভ করতে পারবেন। ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য দিনটি খুব ভালো। তুলা : সাংসারিক খরচ বাড়বে। রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে যুক্তরা সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় বন্ধুর সহায়তায় কর্মচারী সমস্যা মিটবে। বৃশ্চিক : বহুদিনের কোনও

কাটবে। বহুজাতিক কোম্পানিতে ৭।২৩ গতে কন্যরাশি বৈশ্যবর্ণ চাকরির সুযোগ পাবেন। ধনু: বাড়ির সংস্কার নিয়ে পারিবারিক আলোচনায় নিজেকে শামিল করুন। প্রিয় বন্ধর সঙ্গে সামান্য কারণে মনোমালিন্য। মকর : স্থনিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্তরা বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুতাপ করতে হতে পারে। কুম্ব : বিজ্ঞান গবেষণায় যুক্তদের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পথে। মীন : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে সামান্য সমস্যা হতে পারে। ভ্রমণে শেষরাত্রি ৪।১৬ গতে পনঃ যাত্রা পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও সুনাম গিয়ে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গ এড়িয়ে

দিনপঞ্জি কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ কার্তিক, আউঃ। সৃঃ উঃ ৫।৫৪, অঃ ৪।৫০। শনিবার, একাদশী শেষরাত্রি শ্রীনিবারণচন্দ্র ৪।২২। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ২।১৪। বৈধৃতিযোগ দিবা ১০।২৪। কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অস্টোত্তরী মঙ্গেলর গতে ২।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-স্বপ্নপূরণ হওয়ায় সারাদিন আনন্দে ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা রাত্রি ২।৩৬ গতে ৩।৩০ মধ্যে।

বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ২।১৪ গতে একপাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।২২ গতে দ্বিপাদদোষ। কালবেলাদি ৭।১৬ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৬ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৪।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ মধ্যে ও ৪।১৬ গতে ৫।৫৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই. রাত্রি ২।১৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে উত্তরে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, নাই। শুভকর্ম- দিবা ১২।২৪ গতে ৩।২৮ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৬।৫৩ গতে ১১।২২ মধ্যে মিথুন ও কর্কটলগ্নে পুনঃ রাত্রি ৩।৪৪ গতে শেষরাত্রি ৪।১৬ মধ্যে তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস মহারাজের জন্মতিথি। ঠাকর বন্দোপাধ্যায়ের আগরপাড়ায় তিরোভাব উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৩ মধ্যে ও ববকরণ অপরাহ ৪।৪ গতে ৭।৩৫ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১১।৫১ বালবকরণ শেষরাত্রি ৪।২২ গতে গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫০

সভর্কীকরণ ঃ উত্তর্রস সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তিন





REDUCED *
PRICES *

Copy BACHAT UTSP

লাখপতি* হতে পারেন, 999 টাকার শপিং করলেই

উইন্টার ফ্যাশন এখন স্টোরে, ₹199 থেকে শুরু



₹199-এ জয় উইন্টার কিট ₹499 শপিং করলেই MRP 442



₹199-এ ডাফেল ব্যাগ ₹1499 শপিং করলেই



₹299-এ ডিনার সেট ₹2499 শগিং করলেই



₹**1299-এ** হার্ড ট্রলি ₹3499 শগিং করলেই MRP 6999











মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার Helpline: 18004102244 | f ② ■ *শর্ডবর্লী প্রফেজ্য। ছবি অসন প্রেডার্কের থেক জনাল ছতে পরে।

উত্তরবঙ্গঃ আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাঁচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধুপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ • সুকান্ত মোড়ে)। রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড় • বিধাননগর মোড়)। রতুয়া। শিলিগুড়ী দক্ষিপবঙ্গঃ আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। কলকাতা (আ্যাক্রিয়া মল • গড়িয়াহাট • বাগুইআটি • বেহালা • মেটিয়াবুকজ • মেট্রো সিনেমা হল • লিন্ডসে স্থিট • ঠাকুরপুকুর • হাতিবাগান)। খড়গপুর। গুসকরা। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর। বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর। বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙঘ ক্লাবের নিকটে • কুলপি রোড, শিবানী পীঠ)। বিসরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার • পারকাস রোড মোড়)। বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বাখরাহাট। বরানগর। মেমারী। মালঞ্ক। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সালক্যা সিস্কুর। গাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাবড়া ময়দান (545, জি. টি. রোড, হিন্দু আপোটামেন্ট মারেটের পাশে • 545/1, জি. টি. রোড)

নিঃসঙ্গতা কাটাতে ফের বিবাহ বন্ধনে বারলা

নাগরাকাটা, ১৪ নভেম্বর : ফের বিয়ে করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা। স্ত্রীর নাম মঞ্জু তিরকি। তাঁর বাড়ি দলগাঁও চা বাগানের দলমোনি ডিভিশনে। তিনি ডিমডিমার মারিয়া গোরেথি হাইস্কুলের হিন্দি বিষয়ের শিক্ষিকা।

গত ১১ বানারহাটের একটি রিসর্টে রেজিস্ট্রি করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে বিষয়টি চাউর হয় শুক্রবার। এরপরই নানা জল্পনা ও কৌতৃহল ছড়াতে থাকে ডুয়ার্সে। পরে বারলা নিজেই জানান, তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। এতে কেউ কোনও

আপত্তি করেনি। আত্মীয়পরিজনরা আশীবদি ও শুভেচ্ছা জানাতে আসছেন। এবারে তিনি পূর্ণ উদ্যমে রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়বেন।

গত ২৩ এপ্রিল বারলার প্রথম স্ত্রী মহিমাদেবীর মৃত্যু হয়। সাতপাকে বাঁধা পড়ার পর মঞ্জকে নিয়ে বারলা তাঁর লক্ষ্মীপাড়া চা বাঁগানের বাড়িতেই উঠেছেন। বিয়ের খবর দু'দিন কেউ জানতে না পারলেও এদিন জানাজানি হতেই দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেন বহু মানুষ। আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কটাক্ষ করতে দেখা গিয়েছে কাউকে। কেউ কেউ পার্থ-অর্পিতা বা শোভন-বৈশাখীর প্রসঙ্গ টেনেছেন।

যদিও বারলা এসবে পাত্তা দিচ্ছেন না। তিনি বলেন, 'বাড়িতে

বংশীধরপুরের নবম শ্রেণির শিখাও

এদিন মাঠে চলে আসে। তার কথায়,

'এখন ভালোভাবে অনুশীলন করব।

হাইস্কুলের মাঠে হকির অনুশীলন

করে খদে পডয়ারা। প্রশিক্ষক

সহদেব বিশ্বাস নিখরচায় তাদের

খেলা শেখান। কোচের কথায়,

'কয়েকবছর আগে পলাশবাড়িতে

পলিশের তরফে স্টিক দেওয়া

হয়েছিল। তাই রাইচেঙ্গার জন্য

আমি আবেদন করি। জেলা পুলিশ

সহযোগিতা করেছে।' খেলাধুলোয়

রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের

সুনাম আছে। সম্প্রতি স্কুল গৈমস

অ্যান্ড স্পোর্টসে কলকাতায় হকি

খেলে আসে এই স্কুলের পড়য়ারা

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ধনঞ্জয়

পড়য়াদের সব রকমের সহযৌগিতা

করা হয়। পুলিশ হকি স্টিক দেওয়ায়

পড়য়ারা আরও খুশি হয়েছে। গত

বহস্পতিবার ফালাকাটা টাউন ক্লাবে

পড়য়াদের ২৫টি হকির স্টিক, ১২টি

হকি বল দেওয়া হয়।'

কথায়,

প্রতিযোগিতায়

বিদ্যানিকেতন

আগামীতে বড়

রাইচেঙ্গা

খেলতে চাই।'

পুলিশের দেওয়া স্টিকে হকির অনুশীলনে পড়য়ারা। শুক্রবার রাইচেঙ্গায়।

ফালাকাটা, ১৪ নভেম্বর : গত

চার-পাঁচ বছর হকির চর্চায় জোয়ার

এসেছে আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের

পলাশবাড়ি এলাকায়। প্রান্তিক এই

গ্রামে এখন শতাধিক ছাত্রছাত্রী হকি

খেলার সঙ্গে যুক্ত। তিন বছর আগে

এই পলাশবাড়ির খেলোয়াড়দের হকি

স্টিক উপহার দেওয়া হয়েছিল জেলা

পুলিশের তরফে। এবার ফালাকাটার

রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের

পড়য়াদের হকির প্রতি আগ্রহ দেখে

জেলা পুলিশের তরফে হকির স্টিক

উপহার দেওয়া হয়েছে। আর 'পুলিশ

কাকু'-দের দেওয়া সেই স্টিক হাতে

নিয়ে শুক্রবার দু'বেলা অনুশীলন

করল শিখা ছেত্রী, অনুষ্কা বিশ্বাসরা।

এতদিন দারিদ্যের কারণে এরা

সরঞ্জাম কিনতে পারছিল না। এবার

পুলিশের দেওয়া স্টিকেই খেলায় যেন

বাঁড়তি উদ্দীপনা শুরু হল শিখাদের।

শ্রেণির ছাত্রী অনুষ্কার। তার কথায়,

'এতদিন স্কুলের পুরোনো কিছু স্টিক

এদিন পুলিশ কাকুদের দেওয়া স্টিক

হাতে পেয়েই মাঠে চলে এসেছি।'

দিয়ে হকির অনুশীলন করতাম। জেলা পুলিশের তরফে এই স্কুলের

কোচবিহার সেন্ট্রাল ব্যাংকের তরফে চেক বিলি।

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : কৃষকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি ও কৃষি

উন্নয়নে ব্যাংকিং সহায়তা জোরদার করার লক্ষ্যে 'কৃষিঋণ আউটরিচ'

কর্মসূচি হল কোচবিহারে। শুক্রবার সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহার

ক্ষেত্রীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার সর্বত্র এই

কর্মসূচি হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে ব্যাপক প্রচারের পাশাপাশি প্রায় ৩০

কোটি টাকার কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে প্রস্তুত মোবাইল

ভ্যান দ্বারা জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ ও উপ-শহর এলাকায় প্রচার কর্মসূচি পালিত হয়। পাশাপাশি ব্যাংকের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কৃষিঋণ প্রকল্প ও বিভিন্ন

সুবিধার বিষয়ে জনগণকে অবহিত করেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আশা করছে, এই

উদ্যোগ কৃষকদের মধ্যে ঋণ সচেতনতা বাড়াবে এবং কৃষিক্ষেত্রে ইতিবাচক

প্রভাব ফেলবে। সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ডিজিএম (রিকভারি) বীরেন্দ্র

মেহতা এবং ক্ষেত্রীয় প্রমুখ কৃষ্ণ মাধবের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে।



এক গ্লাস জল দেওয়ার লোকও ছিল বিয়ের ব্যাপারে রাজি হয়ে যান।' না। ক্রমশ নিঃসঙ্গতাও গ্রাস করছিল। মঞ্জর বাড়ির সঙ্গে কথা বলতেই তাঁরা নাম জর্ডন। তিনি কলাবাড়ির রিসর্ট

বারলার এক ছেলে রয়েছে।

দেখাশোনা করেন। প্রাক্তন মন্ত্রী নিয়ে বলেন, ছেলে নতুন মাকে সাদরে করা হবে। বারলা যেমন সরাসরি বরণ করেছে। পরিবার সূত্রে জানা চা বাগানের শ্রমিক ছিলেন তেমন গিয়েছে, বারলার সঙ্গে মঞ্জর মন মঞ্জর সঙ্গেও চা বাগানের যোগ দেওয়া-নেওয়ার পর্ব শুরু কিছুদিন ওতপ্রোতভাবে। তাঁর বাবা নিকোলাস আগেই। আলিপুরদুয়ারের বিজেপি তিরকি দলমোড় চা বাগানের বড়বাবু সাংসদ মনোজ টিগ্লা বলেন, 'এটা তাঁর ছিলেন। প্রয়াত হয়েছেন। মা-ও নেই। তবে বাড়িতে ভাইবোন রয়েছেন। একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। আমাদের কিছু বলার নেই।' তৃণমূল কংগ্রেসের ডুয়ার্সের অন্যতম আদিবাসী নেতা

ও নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কজুরের প্রতিক্রিয়া, 'নবদস্পতির প্রতি শুভেচ্ছা রইল।' বারলার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী মার্চ মাসে বিন্নাগুড়ির চার্চে তাঁরা ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে পরিণয়ে আবদ্ধ হবেন। তারপর আত্মীয়স্বজন ও কাছের মানুষদের

> বর্মন বলেন, 'আমাদের শিক্ষক নিয়োগের কাজ শুরু হয়েছে। আশা

করছি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই

রূপবাড় জুনিয়ার বেসিক স্কুল সহ

অন্য শিক্ষক-স্বল্প বিদ্যালয়গুলো

প্রয়োজনীয় শিক্ষক পেয়ে যাবে।

এছাড়াও 'আমাদের পাড়া, আমাদের

নেই-এর

তালিকা

🛮 পর্যাপ্ত শিক্ষক

🔳 পর্যাপ্ত সংখ্যায়

💶 ডাইনিং শেড

সীমানা প্রাচীর

বিভিন্ন স্কলের জরাজীর্ণ ভবনগুলোর

সংস্কারের কাজও ধাপে ধাপে শুরু

বিদ্যালয় অভিযান'-এর মতো প্রকল্প

চাল করছে, সেখানে রূপবাড জনিয়ার

বেসিক স্কুল যেন সেই উদ্যোগগুলির

যেখানে

শ্রেণিকক্ষ



নজর।। শিলিগুড়ির বাঘা যতীন কলোনিতে ছবিটি তুলেছেন বিট্টু রায়।

8597258697



picforubs@gmail.com

অসম থেকে এসে ভয়

ফালাকাটা. ১৪ নভেম্বর ফালাকাটার কাঁঠালবাড়ির অঞ্জলি শীলকে মনে আছে তো? অসম ট্রাইবিউনাল তাঁর নামে এনআরসি'র নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। চলতি বছরের ১৯ অগাস্ট তাঁকে সেখানে গিয়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে বলা হয়। অসমে জন্মানো এই মহিলা এখন অবশ্য ফালাকাটার বাসিন্দা। কিন্তু তাঁকে যখন এনআরসি'র নোটিশ ধরানো হয় তখন অসম থেকে আসা বাসিন্দা। তাঁর কথায়, 'প্রায় ১৮ বছর ফালাকাটার অনেক বাসিন্দার মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে এসআইআর আবহে সেই আতঙ্ক ফের মাথাচাডা দিয়ে উঠল। যদিও বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নাগরিকদের পাশে দাঁডিয়েছে। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের বক্তব্য, 'কোনও হিন্দুর নাম যাতে বাদ না পড়ে সেজন্য আমরা সিএএ ক্যাম্প চালু করেছি। অসম থেকে যেসব হিন্দু এসেছেন তাঁরা আমাদের নাগরিক। তাই অযথা আতঙ্কিত

স্থানীয় সূত্রে খবর, ফালাকাটার বিভিন্ন পাড়ায় গত ১৫-২০ বছরে অসংখ্য নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকটি এলাকায় নতুন পাড়া গজিয়ে উঠেছে। অভিযোগ, এই এলাকাগুলির বেশিরভাগ মানুষ ১০-১৫ বছর আগে অসম থেকে ফালাকাটায় এসেছেন। এখানে এসে তাঁরা আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ যাবতীয় কাগজপত্র তৈরি করে নিয়েছেন। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে তাঁদের নাম নেই। অনেকের আবার অসমের পরোনো ভোটার তালিকায় নাম নেই। শহরের বাসিন্দা শ্যামলী বিশ্বাস 'আমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই বাংলাদেশের। পরে আমরা অসমে এসে বসবাস শুরু করি। এখন ফালাকাটায় থাকছি। সব কাগজপত্র আছে। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় কারও নাম নেই। জানি না

কীভাবে কী করতে হবে।'

হওয়ার কারণ নেই।'

জানিয়েছেন, বাসিন্দারা সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম না থাকার অন্যতম কারণ বাংলাদেশ। অসমে আসার আগে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তাঁদের বাড়ি ছিল। সেখান থেকে কেউ ভয়ে, বিতাড়িত হয়ে, আবার কেউ স্বেচ্ছায় অসমে ঢুকে পড়েন। অসমেও নাকি তাঁদের নানা নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছিল ফলে অনেকে ফালাকাটায় এসে জমি কেনে বসবাস শুরু করেন। এখানকার ভোটার হন। অসম থেকে আগত প্রতাপ সাহা বর্তমানে ফালাকাটার

চিন্তার কারণ

 ফালাকাটার বিভিন্ন পাড়ায় গত ১৫-২০ বছরে অসংখ্য নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে

■ এই এলাকাগুলির বেশিরভাগ মানুষ ১০-১৫ বছর আগে অসম থেকে ফালাকাঢায় এসেছেন

■ এখানে এসে তাঁরা আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ যাবতীয় কাগজপত্র তৈরি করেছেন

■ কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে তাঁদের নাম নেই

আগে ফালাকাটায় এসেছি। এখন আমরা এখানকার ভোটার। কিন্তু ২০০২ সালের সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই। এনুমারেশন ফর্ম কীভাবে ফিলআপ করব বুঝতে পারছি না। এই অবস্থায় তাঁরা এক ধরনের আতক্ষের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

তৃণমূলের জেলা শুভব্রত দৈ'র প্রতিক্রিয়া. 'বিজেপি নানা কায়দায় সিএএ করতে চাইছে। কিন্তু আমরা সেটা হতে দেব না। আমরা চাই এসআইআর করলেও বৈধ ভোটারদের নাম যেন ভোটার তালিকায় থাকে।'

শিশু দিবস

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

নভেম্বর শুক্রবার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে শিশু দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মঙ্গলসিং মেমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা নাচ,

গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। প্রমোদনগর নেহরু স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।বেলা ১২টা নাগাদ এলাকার পড়ুয়াদের নিয়ে একটি পদযাত্রা হয়। ফালাকাটা লায়ন্স ক্লাবের তরফে শিশু দিবস উপলক্ষ্যে কাদম্বিনী জুনিয়ার বেসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়য়াদের খেলার সামগ্রী প্রদান করা হয়। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লুকের নতুনপাড়া নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। লাল্টুরাম হাইস্কুলেও

চক্ষু পরীক্ষা

পলাশবাড়ি, ১৪ নভেম্বর শুক্রবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্রকের স্বপ্ন পরিচালিত বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের স্কুলে চক্ষু প্রীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির পরিচালনা করে আলিপুরদুয়ারের লায়ন্স হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শিবিরে ১৫৬ জনের চোখের পরীক্ষা করা হয়। তারমধ্যে ১২ জনের চোখে ছানি ধরা পড়ে। পরে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করবে লায়ন্স হাসপাতাল। এছাড়া রোগীদের ডায়াবিটিস, রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের হাতে চকোলেট ও ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। সমাজসেবী মাঙ্গিলাল ভোদ্রা. এলাকার ৪০ জন দরিদ্র বাসিন্দার

ডায়াবিটিস দিবস

কামাখ্যাগুড়ি, ১৪ নভেম্বর শুক্রবার বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবস উপলক্ষ্যে লায়ন্স ক্লাব কাসাখাপঞ্জাদির টেনেনকা ক হল ডায়াবিটিস সচেতনতা পদযাত্রা। কর্মসচিতে অংশ নেন বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ যোগ শিবির সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার আরও দুটি যোগ শিবিরের সদস্যরা। কামাখ্যাগুড়ির রাস্তায় সচেতনতার বার্তা নিয়ে এদিন অংশগ্রহণকাবীবা পদযানায প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও স্ল্লোগানের মাধ্যমে ডায়াবিটিস প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেন। পদযাত্রার পাশাপাশি লায়ন্স ক্লাবের তরফে বিনামূল্যে ব্লাড সুগার পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়।

জন্মজয়ন্তী

কালচিনি, ১৪ নভেম্বর শুক্রবার দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মজয়ন্তী পালন করা হল আদিবাসী সাদরি ভাষা সাহিত্য বিকাশ সমিতির তরফে। এদিন সংগঠনের সহ সচিব প্রকাশ লোহার মধু বাগানের ২ নম্বর নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলে জওহরলাল নেহরুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন। স্কুলের শিক্ষক ও পড়য়ারা প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। প্রকাশ পড়য়াদের কাছে নেহরুর জীবন ও ইতিহাস তুলে ধরেন।

ঢ্যাবলোয় প্রচার

ফালাকাটা, ১৪ নভেম্বর আগামী ১৬ নভেম্বর জাতীয় মরগি দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার ফালাকাটা শহরে ট্যাবলোর মাধ্যমে প্রচার হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের সহযোগিতায় এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ফেডারেশনের পরিচালনায় সুসজ্জিত ট্যাবলোর মাধ্যমে মুরগির মাংস খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রচার চলে।

আহত

রূপবাড় জুনিয়ার বেসিক স্কুল

শক্ষক কম, অভাব শ্রেণিকক্ষের

'আমরা বারবার স্থানীয় শিক্ষা দপ্তর

ও পঞ্চায়েতকে অনুরোধ করেছি

যাতে স্কুলের সংস্কারকাজ দ্রুত করা

হয়। শুধু শ্রেণিকক্ষ নয়, কিচেন শেড,

ডাইনিং শেড ও বাউন্ডারি ওয়ালেরও

মিনা দেবনাথের মেয়ে এই স্কুলের

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার

ক্ম। প্রতিটি ক্লাস্

আমাদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব।

কিন্তু অসুবিধার মধ্যেও আমরা

সৌম্যদীপ ঘোষ প্রধান শিক্ষক

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

একসঙ্গে সামলানো

তুলনায় শিক্ষক খুবই

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : চাপরেরপার এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রূপবাড় জুনিয়ার বেসিক স্কুল গ্রামীণ শিক্ষার অন্যতম ভরসা। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুল দীর্ঘ সাত দশক ধরে এলাকার শত শত শিশুর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু সেই ঐতিহ্যবাহী স্কুলটিই আজ অবহেলা ও পরিকাঠামোগত সংকটে কার্যত ভেঙে পডছে।

বর্তমানে এই স্কুলের পড়য়া সংখ্যা ১২৫। অথচ সেই তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা মাত্র তিন, যার মধ্যে দুজন স্থায়ী এবং একজন অস্থায়ী। প্রধান শিক্ষক সৌম্যদীপ ঘোষের কথায়, 'ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক খুবই কম। প্রতিটি ক্লাস একসঙ্গে সামলানো আমাদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব। কিন্তু অসুবিধার মধ্যেও আমরা চেষ্টা **চালিয়ে योक्टि**।

আসলে এই স্কুলে শ্রেণিকক্ষ একটাই। তার মধ্যেই টিনের বেড়া দিয়ে পার্টিশন করে তিনটে ঘর বানানো হয়েছে। সেই টিনের চালে এখন বিভিন্ন জায়গায় ফুটো দিয়ে বৃষ্টির জল ঢোকে। এছাড়া স্কুলের কিচেন শেডটি বহুদিন ধরে অকেজো। তাছাড়া ডাইনিং শেড না থাকায় পড়য়ারা বারান্দায় মাদুর পেতে বসে খাবার খায়। সবচেয়ে থাকা। এর ফলে বাইরের লোকজন ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে শান্তি নেই। বা পশুপাখি সহজেই স্কুল চত্বরে ঢুকে পড়ে। প্রধান শিক্ষক বলেন,

পড়য়া। তাঁর কথায়, 'ক্লাসরুমের ছাদ আর টিনের অবস্থা এতটাই খারাপ যে, বৃষ্টির দিনে ভয় হয়, কখন যে কী ভেঙ্ছে পড়ে। শিক্ষকও খুব কম, তাই বাচ্চারা ঠিকমতো পড়াশোনা শিখছে িকি না সেই চিন্তায় থাকি সবসময়। বড় সমস্যা সীমানা প্রাচীর না আরেক অভিভাবক রিংকু দেবনাথের

আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ

অভিযোগ, 'লাগেজ টেনে এই বয়সে প্রশান্তকমার জানাও। ৪০০ মিটার পথ হেঁটে আসতে হল। আগে জানলে আসতাম না। শুনলাম বন দপ্তরের গাড়ি চলাচলে নাকি কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তাহলে সাধারণ মানুষ কেন গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন না? এই বয়সে কি এতটা পথ

এক বেদনাদায়ক ব্যতিক্রম।

করা হবে।'

বর্তমানে

'বিদ্যালয় পরিদর্শন'

জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহাকে বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, ডাইভারশনের জন্য পর্যটকদের কাছে তাঁদের গালাগাল শুনতে হয়। দুনিয়ার কৈফিয়ত দিতে হয়। বললেন, 'কবে যে সেতু তৈরি হবে, বলা মুশকিল। যদিও আমাদের স্টাফ পর্যটকদের লাগেজ আনা-নেওয়ার কাজ করছেন। কিন্তু এটা কতদিন চলবে ?' জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নবিকান্ত ওঝা অবশ্য আশ্বাসের বাণী শোনালেন। তাঁর কথায়, 'পূর্ত দপ্তরের একটি প্রতিনিধিদল সেত্ তৈরির ব্যাপারে পরিদর্শন করে গিয়েছে। আর যেহেতু ডাইভারশনটি দুর্বল, সেজন্য

মাদারিহাট, ১৪ নভেম্বর : ডাইভারশন দিয়ে বন দপ্তরের গাড়ি যাবে। কিন্তু সাধারণ মান্যকে হবে। শুক্রবার এই লজে উঠেছেন ছয়জন 'সিনিয়ার সিটিজেন'। লাগেজ নিয়ে ৪০০ মিটার হেঁটে লজে

হাঁটা সম্ভব?' ৫ অক্টোবর জলের তোড়ে উড়ে গিয়েছিল জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের কাছে থাকা হলং নদীর কাঠের সেতৃটি। এরপর সেখানে ডাইভারশন জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছাতে তৈরি করা হয়। কিন্তু বন দপ্তরের গেলে হেঁটে ডাইভারশন পার করতে তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলা হয়. ওই ডাইভারশন দিয়ে শুধু বন দপ্তরের চার চাকার গাড়ি চলাচল করতে পারবে। বন দপ্তরের এমন পৌঁছান তাঁরা। পর্যটকদের মধ্যে ৭২ উটকো নিয়মে ক্ষোভ উগরে দিলেন বছর বয়সের অনিলকুমার মিশ্রর ওই দলেরই সদস্য ৬৯ বছরের বৃদ্ধ সতর্ক হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

রাসমেলার টানে মেজবিলে পুনর্মিলন

পলাশবাড়ি, ১৪ নভেম্বর : এ যেন শিকড়ের টানে বাড়ি ফেরা।

বর্ষা বর্মনের বিয়ে হয়েছে কোচবিহার জেলার প্রেমেরডাঙ্গায়। জনজাতি ও বিলকে কেন্দ্র করেই বিয়ের পর একদিন হলেও কোচবিহার এলাকার নাম হয় মেচবিল। এখন রাসমেলায় যান। তবে শৈশব, যৌবন কেটেছে মেজবিলের রাসমেলা দেখে। জলপাইগুড়িতে সাতপাকে বাঁধা পড়েছেন প্রিয়াংকা বর্মন। আবার বিয়ের পর থেকে কলকাতায় 'সেটেল্ড' শর্মিষ্ঠা সরকার। সবার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কেটেছে মেজবিলেই। রাসমেলার স্মৃতির যেন শেষ নেই। এভাবে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মেজবিলে এখন বাড়ি বাড়ি স্বজনদের সমাগম। তাঁদের ভালোমন্দ খাওয়াতে বাজারে বাড়ছে ভিড়। বিক্রি যোগেন্দ্রনগর, পশ্চিম বেডেছে মাছমাংসের দোকানেও। এলাকার এমন কোনও বাডি নেই কোচবিহারের রাসমেলাকে দেখে পাঁচ যেখানে আত্মীয়পরিজন আসেননি। দশক আগে মেজবিলে রাসমেলা শুরু মেজবিলে বাড়ি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি হয়। এবারের মেলা ৫৬তম। তবে কর্মী মৃদুল সরকারের। তাঁর মেয়ে

বসবাস ছিল। এখন অবশ্য সেই জনজাতির একটি পরিবারও নেই। মেচদের বসবাসের সময় ছিল বিশাল একটি বিল বা জলাশয়। আর মেচ এই মৌজার নাম মেজবিল। এখানে এই মেজবিল নামে লোকদেবতাও রয়েছেন। আর মেলার সঙ্গে এই লোকদেবতার সম্পর্কও নিবিড়। তাই রাসপূর্ণিমায় রাসপূজোর আগে

মেলাব টানে জন্মভমিতে ফিবে আসছেন পরিজনরা। পূর্ব কাঁঠালবাড়ি পঞ্চায়েতের কাঁঠালবাড়ি

এবারও মেজবিল লোকদেবতার পজো

হয়েছে। গত রবিবার থেকে মেলা

চলছে। শেষ হবে আগামী রবিবার।

বাড়ি বাড়ি ভিড় আত্মীয়দের



মেজবিল রাসমেলার মাঠে ভিড়।

এবারও মেলা শেষ করে বাড়ি ফিরব। মুদুলবাবু বলেন, মেয়ের পাশাপাশি গিয়েছি। তবে মেজবিলের মেলার উৎসবের আমেজ।

শর্মিষ্ঠা গ্রামে ফিরেছেন। শর্মিষ্ঠার অনেক দূরের আত্মীয়রাও বাড়িতে কথায়, সারাবছর বাপের বাড়ি না এসেছেন। বাড়ি এখন জমজমাট। এলেও রাসমেলার সময় আসি। রাতে মেলায় যাচ্ছি। বর্ষা বর্মনও মেলার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। বাপের বাড়িতে এসেছেন। তাঁর কথায়, 'কোচবিহারের মেলায় একদিন

থেকে বাড়ি ফিরেছেন মেজবিলের অনেক পরিযায়ী শ্রমিক। বিকাশ বর্মনের কথায়, 'দুর্গাপুজোতেও বাড়ি আসা হয় না। কারণ, আমার জন্মস্থানে রাসমেলাই বিখ্যাত। মেলা শেষ হলে কেরলে ফিরে যাব। এভাবে বাডি বাডি আত্মীয় স্থানীয়দের। তবে

এই মেলার টানে সুদুর কেরল

সমাগমে পকেটে চাপ পড়ছে খাওয়ানোর সেই চাপ মেনেও নিচ্ছেন সবাই। স্থানীয় মাংস বিক্রেতা গৌতম সরকারের কথায় মেলা উপলক্ষ্যে প্রতি বাড়িতেই স্বজনদের ভিড। সবাই মাছ বা মাংস কিনছেন। আমার বাড়িতেও তো আত্মীয় এসেছেন। মেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বাবু দে এবং বাপি রায় বলেন, মেজবিলের রাসমেলার এটাই পুরোনো ঐতিহ্য। স্বজনরা ফিরে আসায় সব বাড়িতে এখন

জয়োল্লাসে পদ্ম লাড্ডু বিলি করা হয়। এদিন সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

আলিপুরদুয়ার

বীরপাড়ার দলীয় অফিস এবং ১৪ নভেম্বর : বিহারে এনডিএ পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে উল্লাসে জোটের জয়ের পর উল্লাসে মাতল মাতেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। আলিপুরদুয়ারের পদ্ম শিবির। বাজি ফাটানোর পাশাপাশি একে শুক্রবার বিজেপির নেতা-কর্মীরা অপরকে মিষ্টিমুখ করান। এরপর বিভিন্ন জায়গায় মিষ্টি বিলি করেন। বীরপাড়া চৌপথিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর জেলা বিজেপির কার্যালয়ে বাইরে উল্লাস মুন্ডার মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন নজরে আসে বিজেপির নেতা-তাঁরা। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের কর্মীদের। বিজেপি কার্যালয়ের পাতলাখাওয়া এলাকায় বাইরে গেরুয়া আবির খেলায় করা হয়। সন্ধ্যায় বিজেপির ৩ নম্বর মেতে ওঠেন বিজেপির নেতারা। মণ্ডলের তরফে হ্যামিল্টনগঞ্জে এছাড়াও বাজি ফাটানো হয় এবং বিজয় মিছিল বের করা হয়।

শামুকতলা, ১৪ নভেম্বর : দুই প্রতিবেশীর মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে হাতের আঙুল কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। এ নিয়ে শামুকতলা রোড ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন আহত ব্যক্তি। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

আট বছরের নাবালক উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে বছরের এক নাবালককে উদ্ধার করল আরপিএফ। শুক্রবার চাইল্ড হেল্পলাইন ওই নাবালককে সিডব্লিউসি-র হাতে তুলে দেয়। এদিকে এভাবে একের পর এক নাবালক ও নাবালিকা উদ্ধারের ঘটনায় চিন্তা বাড়ছে শিশু সুরক্ষা দপ্তরের। বিশেষ করে রেলপথে নিউ আলিপুরদুয়ার ও আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনৈ রেকর্ড পরিমাণ নাবালক ও নাবালিকা উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। গত এক মাসে উদ্ধারের সংখ্যা প্রায় দশজনেরও বেশি। চাইল্ড হেল্পলাইন-এর কোঅর্ডিনেটর রিয়া ছেত্রী বলেন, 'নাবালক-নাবালিকারা এখন আর কড়া শাসন মানতে পারে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবকরা

সামান্য বকাঝকা করলেই ট্রেনে বা

বাসে চড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। চাইল্ড হেল্পলাইন, সিডব্লিউসি ও আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই নাবালক-নাবালিকারা কোনও কারণ ছাড়াই ঘর ছাড়ছে। চলতি সপ্তাহে অসমের দুই স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছিল। বাড়ির লোকজনের সন্দেহ এড়াতে তারা স্কুলের পোশাক পরে বাড়ি থেকে বের হয়। স্কুলের সামনে সাইকেল রেখে অসমের হোজাই থেকে ট্রেনে চডে। তবে শেষমেশ মোবাইল খোয়া যেতেই নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নেমে পড়ে। অভিভাবক না থাকায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ঘর ছাড়ার বিষয়ে জানতে পারে চাইল্ড হেল্পলাইন ও আরপিএফ। এরপর বৃহস্পতিবার ফের এক নাবালক উদ্ধার হল।

একুইভাবে গত ২৯ অক্টোবর শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে পথ হারিয়েছিল এক নাবালক। রাস্তায় কাঁদতে দেখে তাকে পুলিশ উদ্ধার করে। পরে সিডব্লিউসি-র মাধ্যমে নাবালককে জলপাইগুড়ি হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আবার ৩০ অক্টোবর টিউশনে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল এক নাবালিকা। অভিভাবকদের সম্মতিতে ওই নাবালিকাকে হোমে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

ব্রাউন সুগার উদ্ধার, ধৃত ২

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর ব্রাউন সুগার সহ ২ অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। তপসিখাতায় তাঁরা মাদকের কারবার চালাতেন বলে মনে করছে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকায় হানা দিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয় প্রায় ৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃতদের নাম শিবু কার্জি এবং সমীর রায়। তাঁদের শুক্রবার আলিপুরদুয়ার আদালতে ীপুলিশ হেপাজত হলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। থানার আইসি অনিবাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'মাদক বিক্রির অভিযোগে ২ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়।'

পরিমাণে মাদক বিক্রি করতেন এই দুজন। বিশেষ করে এক গ্রাম মাদক কয়েকভাগে বিক্রি করা হত। খুচরো ব্যবসার পরিসর বাড়াতে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকার মাদক বিক্রি করতেন তাঁরা। এতে গ্রামীণ এলাকা ছাড়াও শহরের ছেলেদের ভিড় লেগেই থাকত। কোচবিহার থেকে বাইকে করে মাদক তপসিখাতায় সরবরাহ

যৌন নিযাতনে ধৃত বাবা

আট বছর বয়সি শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে বাবাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার শামুকতলা থানার। ধত পেশায় প্রাথমিক স্কলের শিক্ষক। শুক্রবার তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। শামুকতলা থানার ওসি অসীম মজুমদার জানান, তদন্ত চলছে। ওই শিশুর মা ও বাবার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্যকলহ চলছে। কয়েকবার বিষয়টি নিয়ে গ্রামে সালিশি সভা হয়েছে। তদন্তে শিশুকন্যার বয়ান অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সে এখনও পুলিশের কাছে মুখ খোলেনি।

শুভদের শৈশবের অর্ধেক স্কুলে, অর্ধেক ইটভাটায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : বলো তো আজ কার জন্মদিন? উত্তর এল. 'জানি না'। বলো তো দেশের প্রধানমন্ত্রী কে? এবার উত্তর এল। কেউ বলল, মমতা। কেউ বলল মোদি। আচ্ছা এ থেকে জেড পর্যন্ত বলো তো? পরপর এতগুলো প্রশ্ন শুনে রীতিমতো মনমরা গৌর. তনরা এবার মনে হয় সহজ প্রশ্ন পেল। তনু বলতে শুরু করল, 'এ, বি, সি, ডি, আই...তারপর কী যেন? এইচ?' তনুর বয়স বছর আস্টেক। অর্থাৎ, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার বয়স।

পড়াশোনায় যে তনু বা গৌর, কেউই খুব একটা সড়োগড়ো নয় সেকথা স্পষ্ট। কারণ মাত্র বছরের অর্ধেকটা তারা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়। বাকি অর্ধেক তো কেটে যায় বাবা-মায়ের সঙ্গে। ইটভাটায়।

আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয় বীরপাড়ায় বেশ কয়েকটা ইটভাটা রয়েছে। তারই মধ্যে একটায় কথা হল গৌরদের সঙ্গে। পাশের ভাটায় গিয়ে আবার কয়েকটি বাচ্চাকেও একই প্রশ্ন করা গেল। শিশু দিবস কী বলো তো? প্রশ্নটা করতেই উলটো প্রশ্ন, 'সেটা আবার কী?'

আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন জায়গায় যখন আড়ম্বরে শিশু দিবস পালন করা হচ্ছে, তখনই বীরপাড়ার ইটভাটায় শিশু দিবস নিয়ে কথা হচ্ছিল বছর দশের পিয়ালির সঙ্গে। বাবা-মা ইট বানাতে ব্যস্ত। ভাটার পাশের ঝুপড়িগুলোর সামনে একাই বসে খেলছিল সে। কথা বলে জানা গেল, ওদের বাড়ি দিনহাটায়। স্কুলেও নাকি ভর্তি হয়েছিল। তবে স্কুলের নামই ভুলে গিয়েছে। ছয় মাস বাবা-মায়ের সঙ্গে ইটভাটায় থাকতে হয়। আর বাকি ছয় মাস বাড়িতে। সেই সময়ই ওরা



স্কলে যাওয়ার সযোগ পায়। এইরকম অনেক বাচ্চাকে দেখা গেল যাদের জীবনযাপনের রুটিন

এইরকম। ৪ থেকে ১২ বছর বয়সি কীসের ছুটি? সামনের মাসেই ইটভাটায় কাজ চলে। সেই সময় প্রচুর ছেলেমেয়ে শীত পড়তে তো বার্ষিক পরীক্ষা হওয়ার কথা! স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় সেইসব না পড়তেই বাবা-মায়ের সঙ্গে ইটভাটায় চলে আসে। বীরপাড়ায় যারা এসেছে তাদের কারও বাড়ি কারও মাথাভাঙ্গা, সিতাই বা শীতলকুচিতে।

ইটভাটায় ছয় মাস কাজ করেন এইসব বাচ্চার অভিভাবকরা। বাবা-মায়েরা দিনভর কাজ করছেন আর ছেলেমেয়েরা ছুটে বেড়াচ্ছে ভাটার একদিক থেকে আরেকদিক। এমনই এক ভাটায় গিয়ে দেখা হল শুভম, সুর ও শুভর সঙ্গে। গায়ে ধুলোমাখা। দুজনের পরনে প্যান্ট। আরেকজনের ফুল প্যান্ট। এখন বেশ শীত থাকলেও তাদের গায়ে কোনও পোশাক নেই। বস্তা হাতে তারা বিড়াল ধরতে ব্যস্ত। স্কুলের কথা জানতে চাইলেই হেসে ফেলল। তিনজনের তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল. ্রএকই উত্তর, এখন স্কুল ছুটি। সেপ্টেম্বর মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সেটাই হবে', বলছিলেন কবিতা।

তাহলে কি তোমরা পরীক্ষা দেবে পাশেই ঝুপড়িতে গিয়ে বাচ্চাদের পড়াশোনা নিয়ে অভিভাবকদের কাছে জানতে চাইলে, একেকজন একেকরকম বললেন।

মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা অনন্ত

বর্মনেব সাফ কথা 'বাচ্চাদেব

পড়াব কী? আগে তো পেটের ভাত জোগাড় করতে হবে। ভাটায় কাজ করি। বাচ্চাকে বাড়িতে দেখার কেউ নেই। তাই সঙ্গে নিয়ে আসতে সেটাও হয়। এখানে যেটুকু পড়াশোনা হয়, সেটাই অনেক।'

পড়াশোনা নিয়ে গরজ নেই, তেমনই বাবা-মায়েদের মধ্যেও এব্যাপারে খুব একটা দুশ্চিন্তা দেখা গেল না।

ইটভাটার শ্রমিকদের সন্তানদের। নাং শুভদের কাছে জবাব নেই। কেউ কেউ চেষ্টা করেন সন্তান যেন পরীক্ষাটুকু দিতে পারে। স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে দেয়। সেইমতো বাচ্চাকে নিয়ে বাড়ি যান মায়েরা। পরীক্ষা শেষ হলেই আবার ভাটায়। আর যদি বাড়িতে কোনও পরিজন থাকে. তবে তাঁর কাছেই পরীক্ষার কয়েকদিন থাকে ছোটরা। এভাবে যে সন্তানদের পড়াশোনায় খুব মানছেন এক মহিলা শ্রমিক কবিতা রায়ের কথায়, 'ইচ্ছে থাকলেও বাচ্চাদের তো ভালো করে পড়াশোনা করাতে পারি না।' তবে তাঁদের 'যুক্তি', ছয় মাস স্কুল গিয়েই তো কাজ হচ্ছে এত বছর ধরে। যতটুকু শেখার এভাবেই শিখবে। 'ওদের ভাগ্যে যা আছে

ফের ছিনতাইয়ে কিশোর গ্যাং

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় নতুন করে নাবালক ছিনতাই গ্যাংয়ের দৌরাষ্ম্য বাড়ার অভিযোগ উঠল। শুক্রবার এক রেলযাত্রীর ব্যাগ ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠে। তবে ব্যাগে কিছু না থাকায় পরে সেটি রাস্তায় ফেলৈ দেয় তিন নাবালক। স্থানীয়রা পিছু নিয়ে একজনকে আটক করা করলেও বাকি দুজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পুলিশ অবশ্য তিন নাবালককে চিহ্নিত করতে পেরেছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের অভিভাবকদের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি সোনা লামা বলেন, 'এনিয়ে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে ওই নাবালকদের বিষয়ে আরও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে নামা এক যাত্রী প্ল্যাটফর্মের বাইরে বের হয়ে হেঁটে রাস্তার দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে একটি ব্যাগে জিনিসপত্র ছিল। সেই সময় তিন নাবালক সযোগ বঝে ওই ব্যক্তির হাত থেকে ব্যাগ টেনে প্রধান সড়ক ধরে দৌড়াতে থাকে। ঘটনায় ওই যাত্ৰী হতভম্ব হয়ে যান। শেষে তিনি চিৎকার শুরু করলে লোকজন জডো হয়ে যান। ব্যাগ ছিনতাইয়ের কথা শুনে স্থানীয়দের কয়েকজন ওই তিন নাবালকের পিছু নেন। সেই সময় জিআরপি অফিসে কর্মরত বিকাশ রায়ও রাস্তায় ছিলেন। বিষয়টি নজরে আসতেই পিছু নিয়ে এক অভিযুক্তকে আটক করতে সক্ষম হন বিকাশ ও স্থানীয়রা। তবে বাকি দুজন পালিয়ে যায়। আটক নাবালককে আলিপুরদুয়ার জংশন থানায় নিয়ে যান স্থানীয়রা। বিকাশ বলেন, 'প্রথমে আমি কিছু বুঝতে পারিনি। ব্যাগ ছিনতাইয়ের কথা শুনে তিন নাবালকের পিছু নিলে একজনকে আটক করা গিয়েছে।'

আটক নাবালক গ্যাংয়ের নতন সদস্য বলে জানা গিয়েছে।ফলে ছিনতাই করে কোথায়, কীভাবে পালাতে হবে তা সে বঝতে পারেনি বলে মনে করছে পুলিশ। এক বছর আগেও আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার একাধিক জায়গায় মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছিল। স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ফের এমন ছিনতাইয়ের অভিযোগে শোরগোল তৈরি হয়েছে। তবে এভাবে ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনাও প্রথম নয়। এর আগেও একই কায়দায় আরেক যাত্রীর ব্যাগ নিয়ে চম্পট দিয়েছিল কয়েকজন।সেই সময় অবশ্য কাউকে ধরা যায়নি। এবার লোকজন থাকায় একজন অন্তত পালানোর সুযোগ পায়নি। নেশা করার টাকা জোগাড করতেই এই ধরনের ছিনতাই বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। তবে এদিন ওই যাত্রীর ব্যাগে টাকাপয়সা বা মোবাইলের মতো জিনিস ছিল না।



দিনের শেষে।।

কালচিনি ব্লকের ভাটপাড়া চা বাগানে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

খুলছে চনচুলা

প্রায় দ'মাস বন্ধ থাকার পর খলবে তবে শ্রমিকরা যতক্ষণ হাতে টাকা আগে বকেয়া না মেটানো হলে কালচিনি ব্লকের চিনচলা চা বাগান। আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস জানিয়েছেন, শুক্রবার বাগান খোলা নিয়ে আলিপুরদুয়ারের শ্রম দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠিক হয়। সেখানে আগামী ৫ ডিসেম্বর বাগান খোলার মালিকপক্ষের সম্মতি জানানো হয়েছে। এদিনের বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত বাগানের ম্যানেজার সুব্রত সরকারও। বাগান খোলার সিদ্ধান্তকে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের তরফে

জানানো হয়েছে। নিয়ে বোনাস দগপিজোর শ্রমিক-মালিক বিবাদের জেরে পুজোর মাত্র ৪ দিন আগে, গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কালচিনি ব্লকের চিনচুলা চা বাগান। এদিন বৈঠকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ২০ শতাংশ হিসেবে পুজোর একবারে দেওয়ার ব্যাপারে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে মালিকপক্ষ। এছাড়াও শ্রমিকদের বকেয়া ২টি পাক্ষিক মজুরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্টাফ ও সাব-স্টাফদের বকেয়া এক মাসের বেতন দেওয়া হবে বাগান খোলার আগেই।

ভারতীয় টি ওয়াকর্সি ইউনিয়নের

আসবীর লামা বলেন,



আশার আলো

৩০ নভেম্বরের মধ্যে ২০ শতাংশ হিসেবে পুজোর বোনাস একবারে দেওয়া হবে

শ্রমিকদের বকেয়া ২টি পাক্ষিক মজুরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত

স্টাফ ও সাব-স্টাফদের বকেয়া এক মাসের বেতন দেওয়া হবে বাগান খোলার আগেই

না পাচ্ছেন ততক্ষণ আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ওমদাস লোহরা বলেন, 'আমাদের যা দাবি ছিল, বাগান কমিটির তা মালিকপক্ষ মেনে নেওয়ায়

'বাগান কমিটির সম্পাদক তুফান ইয়ালমো <mark>কালচিনি, ১৪ নভেম্বর :</mark> খোলার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আবার জানিয়েছেন, বাগান খোলার খলতে দেওয়া হবে না তিনি বলেন, 'আরও কিছু দাবি রয়েছে। তবে বাগান খোলার পর সেই দাবি নিয়ে আলোচনা হবে

কর্তপক্ষের সঙ্গে।

পুজোর ঠিক আগ মুহূর্তে বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বাগানের শ্রমিকরা মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। দাবিতে শ্রমিকরা বোনাসের বাগানের ম্যানেজারকে তাঁর দপ্তরে ঘেরাও করে লাগাতার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে বিনা নোটিশে বাগান ছেড়ে চলে যান ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজাররা। এখন বাগান খোলার খবরে স্বাভাবিকভাবেই বাগানের শ্রমিকরা।

এদিকে, প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে বাগানের ফ্যাক্টরিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। ইতিমধ্যে ওই বিষয়ে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাগানের শ্রমিক নেতা

তুফান ইয়ালমো। বাগান সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) নর্থবেঙ্গল শাখার সম্পাদক সুমিত ঘোষ বলেন, 'খুব পরিবৈশে বৈঠক হয়েছে। সুষ্ঠ বাগান খোলার সিদ্ধান্ত চা বাগানের জন্য ভালো বাৰ্তা।'

ফাওলই সমস্যার সমাধান দলসিংপাড়ায়

ফাওলই সমস্যা মিটল দলসিংপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের। আগামী সপ্তাহ থেকে শ্রমিকদের কাছ থেকে ফর্ম সংগ্রহ শুরু করে দেওয়া হবে বকেয়া ফাওলই-এর টাকা। দাবি পরণ হওয়ায় শ্রমিকদের মুখে ফুটেছে চওড়া হাসি। তবে বাগান খোলার বিষয় নিয়ে জেলা শ্রম দপ্তরের ডাকা বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি।

গত আট মাস ধরে এই বন্ধ বাগানের শ্রমিকরা পাচ্ছিলেন না ফাওলই। যার ফলে অনাহার, অধাহারে দিন কাটাতে হয়েছিল তাঁদের। চলতি মাসে ফাওলই চালু এবং বন্ধ বাগান খোলার দাবিতে একসঙ্গে আন্দোলন শুরু করেছিল তৃণমূল ও বিজেপি। এশিয়ান শ্রমিকদের নেমেছিল দুই ফুলের চা শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব। এরপরেই বাগানে এসেছিলেন জেলা শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা। বন্ধ বাগানের শ্রমিক ও নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। অধিকারিকরা আশ্বাস দিয়েছিলেন, ফাওলই চালু করা হবে। মিলবে ফাওলইয়ের বকেয়া টাকা। সিলমোহর দিয়েছে শ্রম দপ্তর। ফাওলই যখন চালু হচ্ছে তখন বাগান বন্ধ। বাগান খোলা রয়েছে, তা কিছ মাস আগেই শ্রম দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জেলা শ্রম আধিকারিক গোপাল বিশ্বাসের বক্তব্য, 'বাগান বন্ধ, আমরা বাগানে গিয়ে দেখেছি। আমরা ফাওলই চালুর সব প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছি। শ্রমিকরা পেয়ে যাবেন তাঁদের

বকেয়া টাকা।' এই বাগানে রয়েছে ১২০০ শ্রমিক। সকলেই পাবেন ফাওলই। তবে বাগান খোলা নিয়ে জট খোলেনি। শ্রম দপ্তরে ডাকা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে দলসিংপাড়া চা বাগানের মালিকপক্ষ হাজির ছিল। শ্রমিক নেতত্ত্বের একটাই দাবি. আগামী সাতদিনের মধ্যে বাগান না হলে তাঁরা আর বাগান চাল করতে দেবেন না। বাগানের তৃণমূল নেওয়া হবে।

সাজু জানালেন, ফাওলই চালু হচ্ছে, যা সুখবর। বাগান ৭ দিনের মধ্যে খলতে হবে। মালিকপক্ষ যদি তা না পারে, তাহলে তার লিজ বাতিল করতে হবে।

একই সুর শোনা গেল বিজেপি শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাজেশ বারলার কথাতেও তাঁর বক্তব্য, 'মালিকপক্ষ আগামী জানুয়ারিতে বাগান খুলতে চাইছে। আমরা তাতে রাজি হইনি। এক সপ্তাহ পর ফের বৈঠক হবে।'

দলসিংপাড়া চা বাগানের



মালিকপক্ষ এক সপ্তাহের সময় নিয়েছে। সপ্তাহ শেষে ফের একবার বৈঠক হবে। সেখানে বাগান খোলা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

> বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ সভাপতি,

বিটিডব্লিউইউ-এর নেতা জয়বাহাদুর রাই-এর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল. আড়াই বছর ধরে বাগান বন্ধ থাকায় কাজ বন্ধ রয়েছে। ২০২৩ সালে পজো বোনাস নিয়ে মনক্ষাক্ষির জেরে বন্ধ করে চলে যায় দলসিংপাড়া চা বাগান মালিকপক্ষ। তারপর থেকে বাগানে দেখা দিয়েছে চরম দুর্দশা। এই দুৰ্দশা থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন শ্রমিকরা। এবিষয়ে তুণমূল চা শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বলছেন, 'মালিকপক্ষ এক সপ্তাহের সময় নিয়েছে। সপ্তাহ শেষে খুলতে হবে পুরোনো মালিককে। ফের একবার বৈঠক হবে। সেখানে বাগান খোলা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত



দলসিংপাড়া চা বাগানের কারখানা। -ফাইল চিত্র

উৎসবের অনুষ্ঠানে বাঙালি অস্মিতার ছোঁয়া

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : বাংলা ও বাঙালি। বিগত কয়েক মাসে রাজ্যের রাজনীতিতে এই শব্দ দুটি অনেকটাই গুরুত্ব পেয়েছে। ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ওপর আক্রমণের একের পর এক ঘটনা, আর তা নিয়ে রাজনীতির ঘটনাও ঘটেছে। এবার ২০তম ডয়ার্স উৎসবেও সেই বাঙালি অস্মিতার রং লাগতে চলেছে। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের মহকমা শাসকের দপ্তরে ডুয়ার্স উৎসব কমিটির বৈঠকে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ক্ষেত্রে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া থাকবে। নিয়ে আসার প্রসঙ্গেও এদিনের বিশেষ করে উৎসবের সজ্জায় ও বৈঠকে আলোচনা হয়। শিল্পী তালিকায় বাঙালিয়ানা ও বাঙালিদের গুরুত্ব দেওয়া হবে।

উৎসব এবিষয়ে চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালিয়ানার উপর আমাদের বিশেষ জোর দেওয়া হবে। তবে শুধু সেটাই নয়। ডুয়ার্সে যেহেতু নানান জনজাতির বসবাস। তাই মূল মঞ্চে বিভিন্ন জনজাতির অন্ঠানের জন্য আলাদা স্লুট ভাগ করা থাকবে।

এবছরের ডুয়ার্স উৎসবের বিভিন্ন মানুষের জন্য সাদরি সংগীতশিল্পী

গত বছর ১১ দিন ধরে উৎসব হয়েছিল। এবছর উৎসব ১২ দিনের। আগামী ১৮ নভেম্বর উৎসব কমিটির কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ অফিস চালু হবে। আর অনুষ্ঠানের শিল্পী তালিকা কয়েকদিনের মধ্যেই ঠিক হবে। আগামী সপ্তাহে আবার উৎসবের খৃঁটিপুজোও হবে।

এদিন সিদ্ধান্ত হয়েছে, এবছর এক্সপো মেলার জন্য টেবিল টেন্ডার করে নিলাম করা হবে। এত বছর কিন্তু বন্ধ খামে এই টেন্ডার প্রক্রিয়া এবার অনুষ্ঠানে বাঙালি শিল্পীদের হয়েছে। উৎসব কমিটির সদস্যরা আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১০ পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকার জানাচ্ছেন, আয় বাড়াতেই এই জানুয়ারি পর্যন্ত উৎসব চলবে। আর আদিবাসী ও নেপালি জনজাতির রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

শুরু ৩০ ডিসেম্বর, চলবে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত



মহকুমা শাসকের দপ্তরে ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে বৈঠক। শুক্রবার।

বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালিয়ানার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। তবে শুধু সেটাই নয়। ডুয়ার্সে যেহেতু নানান জনজাতির বসবাস, তাই মূল মঞ্চে বিভিন্ন জনজাতির অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা স্লুট ভাগ করা থাকবে।

> সৌরভ চক্রবর্তী সাধারণ সম্পাদক. ডুয়ার্স উৎসব কমিটি

এবছর। বিগত বছর উৎসব কমিটির হাতে ৩০ লক্ষের বেশি টাকা থাকলেও এবছর রয়েছে ১৬ লক্ষ টাকা। আর উৎসবের বাজেট করা হয়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকা। এত টাকা তোলার জন্য বিভিন্ন আয়ের রাস্তা খোঁজা হচ্ছে। একদিকে যেমন স্পনসরশিপের দিকে জোর দেওয়া হবে, তেমনই আয়ের অন্য রাস্তাও দেখা হবে। উৎসব কমিটির এগজিকিউটিভ সদস্যদের চাঁদা ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করা হতে পারে। তবে সাধারণ সদস্য চাঁদা ও টিকিট খরচ বাড়ানো হবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। উৎসবে এবছর বাংলাদেশের স্টল থাকবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বৃদ্ধের ঝুলন্ড দেহ উদ্ধার, এসআইআর যোগে আতঙ্ক

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৪ **নভেম্বর** : এক ব্যক্তির ঝলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল আমবাড়িতে। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই ব্যক্তি। মৃতের নাম ভুবনচন্দ্র রায় (৬২)। ভোটার তালিকা থেকে তাঁর মেয়ের নাম বাদ পড়ায় বেশ কয়েকদিন ধরে চিন্তিত ছিলেন তিনি। এই ঘটনায় ভোরের আলো থানা থেকে ৫০০ মিটারের দূরত্বে আমবাড়ির কামারভিটা এলাকায় হইচই পড়ে যায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ির কাছেই একটি পেট্রোল পাম্পের পেছনে থাকা গাছ থেকে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ভোরের আলো থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এদিন বিকেলে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হলে স্থানীয় শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বিষয়টি নিয়ে

রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। ঘটনার পর মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান স্থানীয় বিধায়ক খগেশ্বর রায় সহ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। খগেশ্বরের বক্তব্য, 'শুধু এই ঘটনা নয়, জলপাইগুড়ি তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকজন এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন। ওই পরিবারের মেয়েটির নাম ভোটার তালিকায় তোলার জন্য সবরকম সহযোগিতা করা হবে।'

চলতি মাসের ৭ তারি জলপাইগুড়ির খড়িয়া এলাকায়

আমবাডি

এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ রায় নামে এক ব্যক্তি। শুক্রবার তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঋতব্রত বলেন, 'এই ঘটনা রাজ্যের সর্বত্র ঘটছে। রাজগঞ্জেও আজ এমনই কিছ ঘটেছে। কেন্দ্রের এসআইআর সিদ্ধান্তের জন্যেই এই পরিস্থিতি।'

যদিও তৃণমূলকে দায়ী করে বিজেপির জলপাইগুডি জেলা কমিটির সম্পাদক নিতাই মণ্ডল বলছেন, 'এই দলটি এসআইআর নিয়ে এমন সব প্রচার করেছে যার ফলে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। মানুষের কাছে আবেদন করছি, তাঁরা যেন আতঙ্কগ্রস্ত না হন। এদেশে বসবাসকারী কোনও নাগরিকের কোনও সমস্যা হবে না। কিছুদিন আগেই ভুবনের বাড়িতে এসআইআর-এর জন্যে এনামুরেশন ফর্ম দিয়ে গিয়েছিলেন বিলও। ওই সময় তিনি জানতে পারেন, মেয়ে শিবানী রায়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। তাঁর মেয়ের জলপাইগুড়িতে বিয়ে হয়েছে। এরপর থেকে তিনি চিন্তায় ছিলেন। মানসিক অবসাদেও ভুগছিলেন বলে দাবি করেছেন পরিজনরা। স্থানীয় বিএলও রতন ধর বলেন, 'ভুবনকে বলেছিলাম শিবানী যেহেতু মাধ্যমিক পাশ করেছেন এবং তাঁর নিজের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে কাজেই কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু তারপরেও এমন মমান্তিক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমি মর্মাহত।'

শুক্রবার হঠাৎ করে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যান ওই ব্যক্তি। সন্ধ্যায় পরিজনরা আশপাশের এলাকায় খোঁজ করতে গিয়ে দেখতে পান একটি গাছে তাঁর মতদেহ ঝলছে। খবর পেয়ে ভোরের আলো থানার পলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। শিবানীর বক্তব্য, 'কোনও কারণে ভোটার তালিকা থেকে আমার নাম বাদ যাওয়ায় বাবা চিন্তিত ছিল। সকালে খবর পাই বাবা আর নেই। এসআইআর-এর কারণেই এসব হচ্ছে।'

দিনে প্রয়াত

গঙ্গা কিন্তু বিহার থেকেই বাংলায় যায়। বাংলা জয়ের রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে বিহার। বাংলার মান্যকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে নিয়েই রাজ্য থেকে জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলব। বিহারের মানুষ বিরোধীদের গর্দান উড়িয়ে দিয়েছে। ঘরে ঘরে মাখনার ক্ষীর

- নরেন্দ্র মোদি



বাঞ্জি জাম্পিং করার সময় দড়ি ছিঁড়ে পরলেন এক তরুণ। বন্ধুদের সঙ্গে

ভাইরাল/২



বেঙ্গালুরুর বান্নারঘাটা পার্কে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিহার নির্বাচনে নীতীশ-মোদি জুটির বিশাল জয় আবার বোঝাল ইন্ডিয়া জোটের দুর্বলতা।

নীতীশেই ভরসা

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭৬ সংখ্যা, শনিবার, ২৮ কার্তিক ১৪৩২

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ব্বতীয় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়াকে উড়িয়ে দিয়ে নীতীশ কুমারকে সামনে রেখে বিহারে বিপুল জয় পেল এনডিএ। ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের মহাজোট। এনডিএ-র পাল্লা ভারীর ইঙ্গিত প্রায় সমস্ত বৃথফেরত সমীক্ষাতে ছিল। কিন্তু কোনও সমীক্ষক সংস্থা এনডিএ-কে নিরক্ষশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেয়নি। বরং মহাজোট যথেষ্ট টক্কর দেবে বলে আভাস দেওয়া হয়েছিল সমীক্ষাগুলিতে।

বাস্তবে বিজেপি-জেডিইউ-এলজেপি (রামবিলাস)-র এনডিএ বিহারের ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০৮টি দখলে নেবে বলে মনে হচ্ছে। উলটোদিকে মহাজোটের ঝুলিতে মেরেকেটে হয়তো ২৮টি আসন। অথচ ২০২০ সালে আরজেডি ছিল বিহারের একক বৃহত্তম দল। এবার সেই মর্যাদা দূরস্থান, বিরোধী দলনেতার পদ পাওয়া নিয়েও গভীর সংশয় রয়েছে আরজেডি'র।

মগধভূমে ভোটের দামামা বাজার বহু আগে থেকে ভোট চুরির অভিযোগে সরব ছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বিহারে প্রথমে 'পলায়ন রোকো নকরি দো' পদ্যাত্রা, তারপর ভোটার অধিকার যাত্রা করেন তিনি। ভোট চুরি এবং ওই দুটি পদযাত্রা বিহারে কংগ্রেসের মরা গাঙে খানিকটা বান আনবে বলে আশা করেছিলেন রাহুল সহ দলের অন্য নেতা-কর্মীরা। সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছেন বিহারের মানুষ। একই অবস্থা বামেদের।

সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটের ফলাফলৈ এনডিএ'র এই দাপট এককথায় অভূতপূর্ব। কেননা, একটানা ক্ষমতায় থাকলে যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া থাকা স্বাভাবিক, তার লেশমাত্র অনুভব হল না। অথচ এই হাওয়ার সঙ্গে বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, কাজের সুযোগ না থাকায় ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, ২০ বছর এন্ডিএ ক্ষমতায় থাকলেও অনগ্রসর রাজ্যের পরিচিতি না ঘোচার মতো ফ্যাক্টরগুলিও ছিল।

ছিল এসআইআর নিয়ে বিতর্কও। তা সত্ত্বেও এনডিএ-র প্রত্যাবর্তনে স্পষ্ট, বিরোধীদের বিশ্বাস করেনি মানুষ। নিজেদের মধ্যে সমন্বয় এবং সঠিক সময়ে সঠিক রণকৌশলের অভাবও ছিল 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের মধ্যে। আসনরফা চডান্ড করতে অহেতক বিলম্বে তা স্পষ্ট। মখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী, আসন বণ্টনের সমস্যা নিয়ে শেষমুহর্ত পর্যন্ত টালবাহানা চলেছে। কংগ্রেস ও ভিআইপি নিজেদের সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে আসন নিয়ে অহেতুক দরকষাকষি করেছে।

কিন্তু এনডিএ'র অন্দরে আসনরফা নিয়ে অসন্ডোষ থাকলেও তা প্রকাশ্যে আসেনি। নীতীশ কুমারকে সামনে রেখে ভোটে জিতল এনডিএ। তাঁকে দশমবার মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কি না, তা ভোটপর্বে ধোঁয়াশাতেই রেখেছিল বিজেপি। যদিও বিহার জয়ের কারিগর যে নীতীশই, ফলাফল প্রকাশের পর সেটা একবাক্যে মেনে নিয়েছে পদ্ম শিবির। তারা জানে, মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনায় ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়ার অনেকটাই এনডিএ'র দিকে ঘুরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন নীতীশ। মহিলাদের সমর্থন বরাবরই তাঁর দিকে থাকে।

এবার সবথেকে অনগ্রসর ভোটব্যাংকেও নিজের দখল অক্ষুণ্ণ রেখেছেন বিহারের দীর্ঘদিনের মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেস অবশ্য ইতিমধ্যে অভিযোগ তুলেছে, এসআইআর-এ ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দিয়ে ভোট চুরি করেছে নির্বাচন কমিশন। একই অভিযোগ সপা'রও। বিহারের ফলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আগামী বছর এরাজ্যে বিধানসভা ভোট। ইতিমধ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী শুরু হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ১২টি রাজ্যে।

গিরিরাজ সিংয়ের মতো হিন্দি বলয়ের বিজেপি নেতারা বলতে শুরু করেছেন, বিহার দখলের পর বাংলার পালা। বিহারের ধাঁচে বাংলায় এসআইআর-এ বুথ থেকে ধরে ধরে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার আশস্কা করছেন কেউ কেউ। আধার কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ৩৪ লক্ষ মৃত বাসিন্দার আধার নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে কীসের ভিত্তিতে আধার কর্তৃপক্ষ এই তথ্য কমিশনকে দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তলেছে তণমল।

মগধভমের এই ফলাফল পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলে, সেদিকেই আপাতত নজর থাকবে সকলের।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দরত হয়ে ওঠে. অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

– শ্রীঅরবিন্দ

সুপার সিইও মুন্নাভাই ইঞ্জিনিয়ার



কলকাতায় উবর বা ট্যাক্সিতে উঠলেই এখন আশি ভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন বিহার বা ঝাড়খণ্ডের ড্রাইভার। বিহারেরই বেশি। মধুবনি, ছাপরা, গয়া, সমস্তিপর,

নিব্যচনের মাসদুয়েক আগে থেকে গাড়িতে উঠলে তাঁদের সঙ্গে অবধারিত কথা হত বিহার নিয়ে। কারা জিতবে, জানতে চাইলে দেখতাম, কলকাতাপ্রবাসীদের বিহারিদের কৌতৃহলের কেন্দ্রে ছিলেন দুজন। রামবিলাস পাসোয়ানের

ছেলে চিরাগ এবং প্রশান্ত কিশোর। এই নির্বাচনের ফল আবার জানিয়ে গেল, মূলস্রোতের মধ্যে না থাকলে ব্যক্তিগত ক্যারিশমা দিয়ে এখন আমাদের দেশে নির্বাচনে জেতা মুশকিল। একটা দুটো কেন্দ্র ঠিক আছে। বড় যুদ্ধে জেতা যাবে না।

তামিলনাডুতে নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি গড়ে কমল হাসানের মতো মহাতারকা যে জন্য চড়ান্ত বার্থ। প্রত্যেক মহারথীকে ভোটে জেতানো অঙ্কের কারিগর পিকে নিজের রাজ্যেই তাই অস্তিত্বহীন। কিছুদিন পরে বোঝা যাবে, তাঁর ভোটে লড়ার অঙ্কটা ছিল ঠিক কাকে খুশি করতে। কার সুবিধে করতে। সন্দেহ নেই, ভোট মার্কেটিংয়ে প্রচুর অর্থ কামানো পিকের বাজারদর কমবে অন্য রাজ্যে। যিনি নিজের রাজ্যে নিজের দলকেই আসন দিতে পারেন না, তিনি অন্য রাজ্যে কী করতে পারেন?

অনেকেই জানতে চাইছেন, এই জয়টা আসলে কার ? নীতীশ কমার ? না নরেন্দ্র মোদির ? অবশ্যই সামগ্রিকভাবে জয়টা দুজনেরই। দু'পক্ষের জন্যই বিহারে ভোটের চিরাচরিত অঙ্ক

এবার পালটে গিয়েছে অনেকটা। যাদব মানেই লালুপ্রসাদের ভোটার, আর বলা যাবে না। বিজেপির কৃতিত্ব, তাদের সবচেয়ে বেশি সিট। তবে একটু বেশি সাফল্য হয়তো ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নীতীশ কুমারেরই। বিজেপি বিহারের 'সুশাসনবাবু'-কে শুরুতে এত পাত্তা দিতে চায়নি, ল্যাজে খেলাচ্ছিল।

মাসকয়েক আগেও এই নীতীশের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা নিয়েই প্রচুর চর্চা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। মোদির সামনেই এক এক সময় অসংলগ্ন আচরণ করেছেন নীতীশ। বোঝাই যাচ্ছিল, বিহারের মুন্নাভাইয়ের শরীর বশে নেই। বিহারের জনতা দেখিয়ে দিল, তাঁরা এসবের তোয়াক্কা করেননি। রাজ্যের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রীর ওপর তাঁদের ভরসা অটুট। যে কারণে পাটনার রাস্তায় সকাল থেকে পোস্টার— টাইগার আভি জিন্দা হ্যায়। সলমন খানের সিনেমা যেন। এবং এখানেই কুর্মি কুলপতি নীতীশ কালের বিচারে অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছেন যাদব অধিপতি লালুপ্রসাদ যাদবকে। মুন্নাভাই ইঞ্জিনিয়ার বিহারের ইতিহাসে থেকে গেলেন।

নীতীশের গ্রাম নালন্দার কল্যাণ বিঘা আর লালুপ্রসাদের গ্রাম গোপালগঞ্জের ফুলওয়ারিয়ার

বছর ছয়েক আগে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাংবাদিক দুটো জায়গায় গিয়ে আবিষ্কার করেন, লালর গ্রামে রেলস্টেশন আর হেলিপ্যাড রয়েছে। নীতীশের গ্রামে সেখানে হয়েছে আইটিআই, হাসপাতাল, পাওয়ার সাব-স্টেশন, সরকারি মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, পাকা রাস্তা ও ড্রেন, একটা পার্কে ওপেন এয়ার জিম। আর একটা পার্কে নীতীশের বাবা-মা ও স্ত্রীর স্মৃতিতে তৈরি। সেখানে ২৪ ঘণ্টা আলো। প্রায় প্রত্যৈকেরই পাকাবাড়ি। নীতীশের পরিবারের ২২ একর জমি ছিল, সবই গ্রামের উন্নতিতে



দিয়ে দিয়েছেন নীতীশ। বাবা-মা-স্ত্রীর স্মৃতিতে পার্কও পাবিবাবিক জমিতে।

নীতীশের বাবা কবিরাজ রামলখন সিং ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক। সামাজিক কাজকর্মও করতেন। স্বপ্ন দেখতেন, ভোটে দাঁড়ানোর। সফল হয়নি। আজ কার্যত কংগ্রেস-শূন্য বিহারে সেই স্বপ্ন পূর্ণ করলেন তাঁর ছেলে। একইসঙ্গে শেষ হল লালু-জমানার প্রত্যাবর্তনের শেষ সুযোগ।

লালু এবং নীতীশ দুজনেই একসঙ্গে রাজনীতিতে উঠে এসেছেন। সোশ্যালিস্ট প্রথম থেকে। এঁরা বিহারের তিন শ্রহ্মেয় রাজনীতিক জয়প্রকাশ নারায়ণ, কর্পুরী ঠাকুর এবং সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহের অনুগামী ছিলেন। লাল-নীতীশের মধ্যে ফারাক ছিল, প্রথম জন ছিলেন ক্রাউড পুলার, দ্বিতীয়জন ভালো বোঝাতে পারতেন পরিস্থিতি। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নীতীশ লড়াইটা প্রথমদিকে করেছেন একা।

লালুর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সাহাবুদ্দিনের মতো বাহুবলীদের নিয়ে ঘোরেন, পরিবার জড়িয়ে পড়ে নানা বেআইনি কীর্তিকলাপে। রাজনীতিতে আবার নীতীশ পাল্টিরাম, যখন-তখন সহযোগী পালটেছেন। লালু একটা ব্যাপারেই স্থির— আমি সোশ্যালিস্ট, বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে থাকব না।

অন্তত পনেরো বছর আগের ঘটনা। পাটনার বস্তি এলাকার ভুলভালাইয়া দিয়ে যাওয়ার সময় নীতীশের ড্রাইভার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন। বিভ্রান্ত। নীতীশ তাঁকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, 'চিন্তা কোরো না। এইসব রাস্তা দিয়ে অন্তত হাজারবার সাইকেল চালিয়েছি তরুণ বয়সে। সব রাস্তা আমার চেনা। শেষপর্যন্ত নীতীশের জন্যই ঠিক রাস্তায় ফেরে গাড়ি।

নীতীশের বিহার যে উন্নতি করেছে. তা অন্তত বাংলার মান্যদের অজানা থাকার কথা নয়। আজকাল কলকাতার মেটো রেল থেকে শহরতলির অধিকাংশ স্টেশনে স্টেশনমাস্টার বিহারের। মাসকয়েক আগে উটিতে ঘরতে

গিয়ে দেখে এলাম, বিহারি তরুণ অন্তত তিরিশ শতাংশ স্টেশনের দায়িত্ব। সেখানে রেলস্টেশনে কোচিং ক্লাস হয় আইএএস, আইপিএস হওয়ার জন্য। আমাদের রাজ্যের নতুন প্রজন্ম কিন্তু এসব দেখে উদ্দীপ্ত হয়নি। তাঁদের সরকারি তরফে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টাও হয়নি। বছর কয়েক আগে কলকাতার বহু প্রাচীন মেরিন ক্লাবে গিয়ে দেখেছিলাম, সার দেওয়া ঘর কার্যত পরিত্যক্ত পড়ে। একটা ঘর খোলা। সেখানে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পবীক্ষার পাশ করার জন্য ভরদুপুরে পড়ে চলেছে দুই ছাত্র। দুজনেই বিহারের।

নীতীশের জমানাই বিহারকে বুঝিয়েছে, পারিবারিক উত্তরণ দরকার। কৃষক বা শ্রমিক বাবার ছেলে আইপিএস, ইঞ্জিনিয়ার, রেলের অফিসার হতে পারে।

একটা সময় পাটনার একটা ঘরে বন্ধুর সঙ্গে রুম শেয়ার করে থাকতেন নীতীশ। সেই তিনিই পনেরো বছর আগে হয়ে ওঠেন সুপার সিইও। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে রাজ্যের অর্থনীতি ৩.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১১.৩৫ শতাংশ। ক্রাইম, খুন, কিডন্যাপ কমে অনেক। নীতীশের প্রথম পাঁচ বছরে ধরা হয়েছিল ৫৪ হাজার ক্রিমিন্যাল। যে বিহারে ২০০৪ সালে মাত্র ৪১৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছিল, সেটা ২০০৯ সালে হয় ২৪০০ কিলোমিটার। লালুর আমলে গ্রামবাসীরা বিশ্রী রাস্তার কথা বলতে গেলে শুনতেন, রাস্তা ভালো করে কী হবে? তাতে তো বডলোকদের লাভ। শিক্ষার আলো না পাওয়া গ্রামবাসীরা তা শুনে মেনে নিতেন। সেই ভুলটা ইঞ্জিনিয়ার মুন্নাভাই করেননি।

বিহার নিবাচনের সময় প্রচুর নারী ভোটারকে দেখে বিশেষজ্ঞরা দু'ভাগ ছিলেন. এই ভোটাররা কার। ফল বলছে, নারীবাহিনীও নীতীশকে ঢেলে ভোট দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজস্বের ক্ষতি হবে বলে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করতে পারেনি। নীতীশ সরকার কিন্তু

সুবিধে মোদি সরকার দেবে না। তবে এটাও ঠিক, মদ বন্ধ করার সুফল সবচেয়ে পেয়েছে নারীবাহিনী। লালুর আমলে মদের দোকানের সামনে খাটিয়া পেতে বসে থাকত, আর মদ্যপ অবস্থায় অশ্লীল ইঙ্গিত করত পুরুষরা। আজ সব এর সঙ্গে যোগ করুন রাজ্যের ১ কোটি ২১ লক্ষ মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১০ হাজার টাকা ফেলার অঙ্ক। মমতার লক্ষ্মীর

করেছে। বলতে পারেন, বিজেপি জোটসঙ্গী

ভাণ্ডারের কনসেপ্টকে মাঝে মাঝেই আক্রমণ করেন বাংলার বিজেপি নেতারা। বিহারে তাদের সরকার গড়ার পিছনে কিন্তু নীতীশের ওই সিদ্ধান্ত অনেকটাই কাজ করেছে। এসব দেখেশুনে মাসকয়েকের মধ্যে বাংলাতেও মহিলাদের টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হলে অবাক হবেন না।

মমতার প্রকল্প কাজে লাগানোর কথাটা ভুল। তা হলে বলতে হয়, মমতার ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়ার সবুজ সাথী প্রকল্প অনেক আগেই দেখিয়েছিলেন নীতীশ। ক্ষমতায় এসে তিনি ৮ লক্ষ মেয়েকে দিয়েছিলেন সাইকেল, মুখ্যমন্ত্ৰী বালিকা সাইকেল যোজনায়।

কাল থেকে অবশ্যই বিহারে সাফল্যের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি চলবে বিজেপি এবং জেডিইউয়ের। তবে এক নম্বর পার্টি হলেও নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরানোর জায়গায় আর নেই বিজেপি। গত লোকসভা নির্বাচনের পরে অনেকের ধারণা ছিল, নীতীশ এবং চন্দ্রবাবুর মতো নিয়মিত সঙ্গী বদলিয়ারা পদ্ম শিবিরকে আতঙ্কে রাখবে। সেরকম কিছু

বরং ইন্ডিয়া জোটের প্রধান অংশীদার

কংগ্রেস এবং বাম দলগুলোর চডান্ত বেহাল দশা আবার স্পষ্ট করে দিল বিহার। এরা এতটাই অযোগ্য, নিজেদের মধ্যে অনেক আসনে লড়েছে। সমঝোতা করতে পারেনি নিজেরাই। কংগ্রেসে একটাও পরিচিত মুখ নেই বিহারে, তুবু ইগো বিসর্জন দিতে পারেনি তারা। কমিউনিস্টরাও গতবারের তুলনায় আরও কম। লিবারেশনের দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা প্রথমদিকে রাহুলকে নিয়ে যে জনতার ঝড তুলেছিলেন সভায়, তার কোনও প্রতিফলনই নেই ভোটে। প্রধান কারণ, সেই রেশ তাঁরা ধরে রাখতে পারেননি। রাহুল তাঁর অভ্যাস অনুযায়ীই আবার মাঝপথে উধাও যে! মমতা-স্টালিন-অখিলেশ-পাওয়াররা বলতে গেলে ঘেঁষেনইনি বিহারে। শেষদিকে দেখলাম, রাহুল বেগুসরাইয়ে এসে জেলেদের সঙ্গে জাল নিয়ে পুকুরে নেমে পড়লেন সেই সাদা টি-শার্ট পরে। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মাছ ধরেছেন, ভোটার ধরতে পারেননি।

আমাদের দেশে গোদি মিডিয়ার দাপিয়ে বেড়ানোর পাশে তৈরি হয়ে গিয়েছে অ্যান্টি গোদি মিডিয়া। তারা তুলতে শুরু করেছে এসআইআর-এ ভোট৳ৢরির ছকবাজি, ইভিএমের 'খেলা'র প্রসঙ্গ। তবে বিরোধীদের ওপর এমন চরম অনাস্থা না থাকলে কি এত বড় ব্যবধানে জেতা যায়? যায় না, কোনওভাবেই যায় না। বিহার দেখাল, ভোটের অঙ্কে কাঁচা রাহুল বা ভোটের অঙ্কে 'আজকের আর্যভট্ট' প্রশান্ত কিশোর বাস্তবে আসল নির্বাচনে একজায়গায়। বিগ জিরো।

তার চেয়ে আপাতত মুন্নাভাই ইঞ্জিনিয়ার, সুপার সিইও সুশাসনবাবকে মন খুলে কতিত্ব

আলোচিত

বানানো চলছে।

ভাইরাল/১

হ্ববীকেশে গিয়েছিলেন গুরুগ্রামের ওই বাসিন্দা। জাম্প দেওয়ার সময় হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে ১৮০ ফুট নীচে একটি টিনের চালে গিয়ে পড়েন। আঘাত গুরুতর।



বাসে করে জঙ্গল সাফারিতে গিয়েছিলেন পর্যটকরা। বাসের লোহার জানলার ফাঁক দিয়ে এক মহিলা যাত্ৰীকে আক্ৰমণ করে চিতাবাঘ। চিৎকার করতে থাকেন মহিলা। অন্য যাত্রীরা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। ওই মহিলা আহত হয়েছেন।

১৩ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত তাপসরঞ্জন গিরির 'পরিবর্তনের একসময় বামেদের মুখে সেটিং তত্ত্ব শুনতাম। এখন বঙ্গে সাজা শুধু গরিবের' শীর্ষক প্রতিবেদনটি খুবই তো বিজেপির সাংসদের মুখেও সেটিং তত্ত্বের সুর প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তবসম্মত।

আমাদের ছোট থেকেই শেখানো হয়েছে, আইন ব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করা অপরাধ। কিন্তু সেই আইন ব্যবস্থা যদি সমালোচনার উপাদান তৈরি করে দেয় তাহলে তো সাধারণ মানুষ সমালোচনা করবেনই। আইনের ভয় দেখিয়ে আর কতদিন মানুষের মুখ বন্ধ রাখা যাবে? যখন মান্য চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, বড ধরনের অপরাধ করেও রাজনৈতিক ক্ষমতা আর অর্থের জোরে কিছু মানুষ পার পেয়ে যাচ্ছেন, ছোট্ট অপরাধে কিংবা মিথ্যা কেসে সাধারণ গরিব মানুষ সাজা ভোগ করছেন, তখন তো মানুষ আইন ব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করবেনই।

তাপসবাবু সঠিকভাবেই বলেছেন, ভারতের বিচার ব্যবস্থা প্রভাবশালীদের জন্য একরকম, সাধারণদের জন্য অন্যরকম। সন্দেহটা আমাদের তখনই হয় যখন দেখি, একজন সাধারণ মানুষের লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয় আর প্রভাবশালী গুরু পাপে লঘুদণ্ড পায়। যখন আমরা দেখি কোনও এক বিচারপতির বাড়ি থেকে অবৈধ অর্থ পাওয়া গিয়েছে, যখন আমরা দেখি অসুস্থ না হয়েও প্রভাবশালী অপরাধী ধরা পড়ার পর দিনের পর দিন বেসরকারি হাসপাতালে বিলাসবহুল জেল-জীবন কাটাচ্ছেন আর একজন সাধারণ গরিব অপরাধী গুরুতর অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ হাসপাতালে নিম্নমানের চিকিৎসা পাচ্ছেন, তখন সন্দেহটা আরও জোরালো হয়।

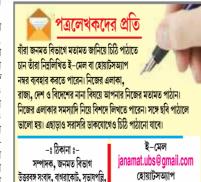
তাপসবাবু কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অলিখিত

'সেটিং তত্ত্ব' নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। শোনা যাচ্ছে।

আমরা শুধুই কথার কথা বলি, 'আইন, আইনের পথে চলছে'। হ্যাঁ, আমরা সাধারণ মানুষ তাই তো চাই। আইন তার সঠিক নিয়মেই চলবে। কিন্তু বর্তমান বাস্তব ঘটনাবলি দেখে মানুষের মনে সন্দেহ জাগাটা অমূলক নয়। আর সেটাই সাহসিকতার সহিত তাপসবাব তাঁর প্রতিবেদনে তলে ধরেছেন। বলিষ্ঠ ও বাস্তবসম্মত প্রতিবেদন লেখার জন্য সাংবাদিক তাপস গিরিকে ধন্যবাদ। প্রাণগোপাল সাহা

সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

मिनिखिं - १७८०० ১



9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সূহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস: থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন: ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস: সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন: ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নৈতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপটি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০।

৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabvasachi Talukdar

Website: http://www.uttarbangasambad.in

শিলিগুড়ি ফোন: সম্পাদক ও প্রকাশক: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail: uttarbanga@hotmail.com,

বাংলা সিনেমায় ফিরুক লোকজ ঐতিহ্য

নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরলে যে সহজে দর্শককে ছোঁয়া যায় সেটা দক্ষিণ ভারতের সিনেমাগুলি সহজে প্রমাণ করেছে।



ঘুটঘুটে অন্ধকার, পাখি ও ঝিঁঝিপোকার ডাক আর মশালের আলোয় ভেসে থাকা অসংখ্য মুখ। মাঝখানে মাটিতে পড়ে আছে শিবা— অচেতন, নিথর। হঠাৎ ঢাকঢোলের বাজনা, ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে তখন অস্থির শিবার কণ্ঠে বজ্রের ধ্বনি. চোখেমখে অলৌকিক শক্তির আবেশ.

থেকে থেকে বংশপরম্পরায় পাওয়া সেই দৈব-চিৎকার— 'হোয়াও...'। ২০২২ সালের কান্ডারা সিনেমার এই দৃশ্য শুধু দর্শকদের চমকে দেয়নি, করেছে মন্ত্রমুগ্ধ। দক্ষিণ ভারতের কণার্টক উপকলীয় অঞ্চলের প্রাচীন আধ্যাত্মিক উৎসব 'ভতা কলা'-কে কেন্দ্র করে নির্মিত সিনেমাটি প্রমাণ করেছে— নিজস্ব সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত গল্পই পারে দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করতে। একইভাবে, ধ্বংস ও পুনর্জন্মের দেবী অঙ্গালাম্মানের আরাধনায় তামিলনাডুর লোক উৎসব 'মায়না কল্লি'- আবহে নির্মিত ওয়েব সিরিজ সুঝাল: দ্য ভোর্টেক্স (২০২২) দর্শকদের মধ্যে এক অন্যন্য অনুভূতির সঞ্চার করে। পাশাপাশি তুম্বাড়, এজরা, ঈদা, আসুরান, কাইথি, পুষ্পা : দ্য রাইজ প্রভৃতি সিনেমাগুলি লোকবিশ্বাস, আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় প্রতিবাদের মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েও আধুনিক সময়ে আন্তর্জাতিক দর্শকদের স্বীকতি অর্জন করেছে।

বর্তমান সময়ে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা তাদের আঞ্চলিক কৃষ্টি, বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে উপস্থাপন করছে। পদায় ফুটিয়ে তুলছে তাদের দেবদেবীর আচার, উৎসব, ভাষা ও লোকজ ঐতিহ্য। এই প্রবণতা কেবল সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কে শক্তিশালী করছে না, বরং স্থানীয়

রথীন্দ্রনাথ সাহা



দর্শকদের মধ্যেও তৈরি করছে আত্মসম্মানবোধ। একসময় বাংলা চলচ্চিত্রই ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক মুখ। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মণাল সেন, তপন সিংহদের ছবিতে ফুটে উঠেছিল বাংলার মাটি, মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতি। পথের পাঁচালী, মেঘে ঢাকা তারা, আকালের সন্ধানে, চোরাবালি প্রভৃতি ছবিতে বাংলার জীবনের বাস্তবতা, লোকসংস্কৃতি এত সুক্ষ্মভাবে ধরা পড়েছিল যে সেগুলো আন্তজাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দৃষ্টান্তমূলক। যার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯২ সালে সত্যজিৎ রায় প্রথম ভারতীয় পরিচালক হিসেবে অস্কার পান— যা আজও আমাদের কাছে গর্বের বিষয়।

কিন্তু নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলা সিনেমায় শুরু

হয় বাজারনির্ভরতার যুগ। শহুরে জীবন, আধুনিক সম্পর্ক, রাজনীতি ও মানসিক সংকট-চচাই হয়ে ওঠে প্রধান। ফলস্বরূপ বাংলার গ্রামীণ সমাজ, প্রথা, লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক জীবনের সক্ষ্ম রূপ ধীরে ধীরে পদা থেকে হারিয়ে যেতে থাকে।

ফলত সিনেমা, ওয়েব কনটেন্ট দেখে বড় হওয়া বর্তমান প্রজন্মের কাছে গাজন, ভবতা, বিষহরি, মনসামঙ্গল কেবল পাঠ্যবইয়ের নামমাত্র বিষয়। টুসু, ভাদু, কারাম, উরুস, বনবুড়িপুজো, তিহা, বিষুয়া, ছৌনাচ কিংবা রাজবংশী সম্প্রদায়ের উৎসব— যা বাংলার সমাজজীবনের বলিষ্ঠ অংশ ও সম্পদ— আজ বাংলা চলচ্চিত্রের আলো থেকে বঞ্চিত।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সিনেমা ও ডিজিটালমাধ্যমের একম্খী নগরকেন্দ্রিকতার এই প্রবণতা ভবিষ্যতে বাংলার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য মুছে দিতে পারে। কারণ, যে কোনও সংস্কৃতির একরূপীকরণ তার সামাজিক পরিচয়ের বৈচিত্র্য নম্ব করে দেয়। বাংলা সিনেমা যদি সত্যিকার অর্থে 'জনমান্যের শিল্প' হয়ে থাকতে চায়, তবে তার নৈতিক দায়িত্ব এই লোকজ ঐতিহ্য ও আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলোকেও পুনরুজ্জীবিত করা। শহর ও গ্রাম, আধুনিকতা ও লোকসংস্কৃতি— এই দুই ধারার সমন্বয়ই পারে বাংলা সিনেমাকে আবার তার গৌরবময় আসন ফিরিয়ে দিতে।

(লেখক সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ 🔳 ৪২৯৩ প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ।

পাশাপাশি: ১। কাপড় বা কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি পুতুল ৩। প্রনপুত্র, হনুমান ৫। দৈহিক অমরতা লাভের যোগসাধনা ৭। নেকড়ে বাঘ, হায়েনা ৯। চকচকে, মসৃণ, উজ্জ্বল, কাপড়ে সুঁচের কাজ বা নকশা ১১। হাতের কৌশলে কঠিন কাজ সহজ করা, চুরির অভ্যাস ১৪। বন্ধু, বয়স্য ১৫। রামানন্দ

উপর-নীচ: ১। পায়রা ২। চণ্ডীদেবীর এক রূপ ৩। বড় বাটির মতো মাটির পাত্র ৪। শাস্ত্রীয় নৃত্যের অঙ্গবিশেষ ৬। ভর্ৎসনা, তিরস্কার, দাবড়ানি ৮।রুপো ১০। নবিরপদ, নবিরকাজ ১১। মিষ্টিখাবার ১২। সাগর, বৃহৎ জলাশয়, সরোবর ১৩। ভারতে এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, লক্ষ্মীদেবী।

সমাধান 🔲 ৪২৯২

পাশাপাশি: ১। মদত ৩। মাঘ ৫। দারু ৬। অকালি ৮। তিত্তির ১০। বন্দিশ ১২। ঠমক ১৪। ঢাক ১৫।বল্লা ১৬।বিরজা।

<mark>উপর-নীচ : ১। ম</mark>ধুরাতি ২। তদারক ৪। ঘণ্টিকা ৭। লিপি ৯।মঠ ১০।বসাকবি ১১।শক্তিপূজা ১৩।মচ্ছব।

বিন্দ্বিসর্গ





শিশু দিবসে খুন

শিশু দিবসে এক বালককে খুন করার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল হুগলির আরামবাগে। ১২ ঘণ্টা নিখোঁজের পর প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযুক্ত



ধনায় অনুমতি

শর্তসাপেক্ষে পার্শ্বশিক্ষকদের সেন্ট্রাল পার্ক লাগোয়া ফুটপাথে ১৭ থেকে ২৬ নভেম্বর সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত অবস্থানে অনুমতি দিল হাইকোর্ট। বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবি তাঁদের



দলের বিএলএ-২-দের নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে। এদিনই দলের রাজ্য

সভাপতি সুব্রত বক্সী প্রতিটি জেলা

সভাপতিকে এই ব্যাপারে সতর্ক

করে দিয়েছেন। বিহারের ফলাফলে

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্রায়

৪৭টি আসনে এনডিএ জোটের

প্রার্থী ৩০০ থেকে ২ হাজার ভোটের

ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। ফলে এই

রাজ্যেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হওয়া

কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের নাম বাদ

গেলে আখেরে যে তৃণমূলেরই ক্ষতি চলবে। এই ইস্যকে কাজে লাগিয়ে

'আমিও তো মা

শিয়ালদা আদালতে সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুললেন আরজি করের নিযাতিতার মা। আদালত থেকে বেরিয়ে কেঁদে ফেলেন ওই মহিলা আধিকারিক।

হবে, তা বুঝতে পেরেছেন দলের নেতারা। তাই ভোটার তালিকায়

বিশেষ নিবিড সংশোধনে বিশেষ

গুরুত্ব দিতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এর

আগে হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে ভোটার

তালিকায় কারচুপি করেই বিজেপি

ক্ষমতায় এসেছিল। বিহারেও তারা

সেই পদ্ধতি নিয়েছে। কিন্তু এই রাজ্যে

আমরা পুরো পদ্ধতির ওপর নজর

রাখছি। একজন প্রকৃত ভোটারের

নামও আমরা বাদ দিতে দেব না।

আমাদের দলের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি

নজর রাখছে। নির্বাচন কমিশনকে

ব্যবহার করে যেভাবে বিজেপি একের

পর এক রাজ্য দখল করার চেষ্টা

করছে, সেটা পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব হবে

হওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন,

প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার

এই চক্রান্ডের বিরুদ্ধে লড়াই

এসআইআর

পরিষদীয়

দিয়েছেন দলের শীর্ষনেতারা।

রাজ্যের



এর আগে হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে

এসেছিল। বিহারেও তারা সেই

ভোটার তালিকায় কারচুপি

করেই বিজেপি ক্ষমতায়

পদ্ধতি নিয়েছে। কিন্তু এই

রাজ্যে আমরা পুরো পদ্ধতির

ওপর নজর রাখছি। একজন

প্রকৃত ভোটারের নামও আমরা

দলের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি নজর

ব্যবহার করে যেভাবে বিজেপি

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

বাদ দিতে দেব না। আমাদের

রাখছে। নিবর্চন কমিশনকে

একের পর এক রাজ্য দখল

করার চেষ্টা করছে, সেটা

পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব হবে না।

যাবজ্জীবন

প্রতিবেশী মহিলাকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন ভাই-বোন। বনগাঁ মহকুমা আদালত ভাই বাকিবুল্লা মণ্ডল ও বোন তারা বানুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল। ১০ হাজার টাকা



সন্ধ্যা নামার মুখে...

সিউড়িতে শুক্রবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

রেলপ্রকল্পে রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ প্রকল্পের মামলায় কাজ কতদূর এগিয়েছে তা নিয়ে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকার। জমি অধিগ্ৰহণ নিয়ে এখনও পৰ্যন্ত নোটিফিকেশনের কাজ কেন হয়নি, সেই বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও রাজ্যকে ভর্ৎসনা করল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ কার্যকর করে রাজ্যকে রিপোর্টও জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ তো বটেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগের জন্য বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেলপথ সম্প্রসারণের मावि मीर्घिमत्नत् विषयि निरय ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন এক আবেদনকারীর দাবি, এই প্রকল্প নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল নেই। অথচ এই প্রকল্প হলে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ, কুশুমন্ডি, হরিরামপুর, `দক্ষিণ দিনাজপুর বুনিয়াদপুর, উত্তরবঙ্গের মানুষ

বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ

আদালত সূত্রে খবর, প্রকল্পের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। এদিন এই সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রের অভিযোগ, তাদের তরফে বরাদ্দ হওয়া টাকা খরচ করেনি রাজ্য। আবেদনকারীদের জমি অধিগ্রহণ অভিযোগ, নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও নোটিফিকেশন দেয়নি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। যদিও সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকের তরফে আইনজীবী জানান, এখনও পর্যন্ত নোটিফিকেশন তৈরি করা হয়নি। তারা আদালতের কাছে দু'সপ্তাহ সময় চায়। এই প্রসঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, 'এখনও পর্যন্ত কেন নোটিফিকেশন দেওয়া হয়নি। কী পদক্ষেপ করেছে রাজ্য? এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে আদালতে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে।'

আবেদনকারীর আইনজীবী কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, 'এটি দীর্ঘদিনের প্রকল্প। কোনও পদক্ষেপ করা না হলে বিষয়টি বিশবাঁও জলে চলে যাবে। মাত্র ৩১ কিলোমিটার প্রকল্প দুবছরে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। ল্যান্ড সিডিউল হয়েছিল। সিডিউলেও মার্কেট ভ্যালুও ধার্য করার কথা। উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন নোটিফিকেশন দিলেও দক্ষিণ দিনাজপুরের তরফে ৬ মাস ধরে তা করা হয়নি। এই বিষয়টি নিয়ে আদালত পদক্ষেপ করতে

দিনাজপুর দক্ষিণ জেলা থেকে শিলিগুড়ি কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতের যে কোনও রাজ্যে যেতে হলে ট্রেনে মালদা যেতে হয়। সেখান থেকে ইঞ্জিন ঘুরিয়ে শিলিগুডির উদ্দেশে রওনা দিতে হয়। বরাবর দাবির মধ্যে থাকা এই প্রকল্পের জন্য ২০১৭ সালে বরাদ্দ মেলে। প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ টাকায় জমি অধিগ্রহণ করার কথা ছিল। পরবর্তীতে লাইন সম্প্রসারণ ও অন্যান্য কাজ করার কথা। কিন্তু বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জের কয়েক কিলোমিটার সম্প্রসারণের কাজ এখনও থমকে রয়েছে।

ডেডলাইন বাঁধল কমিশন

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর এসআইআরের এনুমারেশন ফর্ম বিলি ও পুরণ করা ফর্ম দ্রুত ফেরানোর জন্য কমিশনের তাড়ায় কার্যত দিশাহারা অস্বাভাবিক চাপে কখনও কেঁদে ফেলছেন, আবার কখনও মানসিক চাপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছেন তাঁরা। এরই মধ্যে হাওড়া শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মুচিপাড়া এলাকায় দেখা গিয়েছে, কোলে একরত্তি সন্তানকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি করছেন এক মহিলা বিএলও। কখনও মায়ের সঙ্গে হেঁটে, কখনও কোলে চড়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে তাঁর সন্তানও। ইতিমধ্যেই নিয়ম করে প্রতিদিন রাত ১২টায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে জেলা শাসক এবং ইআরওদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করছে কমিশন। ফর্ম পুরণ করে আপলোডের জন্য ৪ ডিসেম্বর ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এদিকে কমিশনের সিস্টেম হ্যাং করে যাওয়ায় আপলোডের সমস্যা হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

ঘোষণার থেকে এনুমারেশন ফর্ম বিলি, তা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে আমজনতা ও বিএলওদের মধ্যে। এই প্রেক্ষিতে কোলাঘাটের রামচন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়া বুথে এনুমারেশন ফর্ম দেখে চোখ কিপালে উঠেছে স্থানীয়দের। পুরুষদের ফর্মে মহিলাদের ও মহিলাদের ফর্মে পুরুষদের ছবি রয়েছে। ফলে স্থানীয়দের আতঙ্ক তৈরি হলেও বিএলও দাবি করেছেন, ভুল ছবির জায়গায় নিজের ছবি দিয়ে ফিলাপ করলেও পরে ভল সংশোধনের জায়গা রয়েছে। পাশাপাশি পাটুলির বৈষ্ণবঘাটায় এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকে চিন্তায় ৩৫৮টি পরিবার। জানা গিয়েছে, মেট্রোলাইন সম্প্রসারণের জন্য ওই এলাকা থেকে তাঁদের সরানো হয়েছিল। তাই ২০০২ সালের তালিকায় তাঁদের

নাম না থাকায় দৃশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলা ণাসকদের নির্দেশ দিয়েছে, ৪ ভোটারের ফর্ম পূরণ করে আপলোড করতে হবে। বার্তা পেয়ে জেলাশাসকরা ইআরওদের চাপ বাডাচ্ছেন। যার প্রভাব পড়েছে বিএলওদের ওপরও। দফার

কেন চাপ

- ৪ ডিসেম্বর ডেডলাইন কমিশনের
- তার মধ্যে ৮ লক্ষ ফর্ম জমা দেওয়ার নির্দেশ
- জেলা শাসকদের চাপে ইআরও-রা
- ফর্ম বিলি ও সময়ের মধ্যে আপলোড করা নিয়ে চাপ
- সোমবার নির্বাচন কমিশন অভিযানের ডাক দিয়েছে শিক্ষকদের একাংশ

বাড়ছে বিএলও-দের

ফর্ম ইতিমধ্যেই বিলি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কত ফর্ম ফিরেছে, তা নিয়ে মুখ খুলছে না কমিশন। এদিনই হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিএলওরা। ডিজিটাইজেশনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বয়কট করেন। এদিনই ডেটা এনট্রির কাজে বিএলওদের বাধ্য না করা, এসআইআরের ফর্ম জমা পুরণ করা, নথি না থাকা নিয়ে নানা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি, অন ডিউটির স্পষ্ট নোটিশ প্রকাশের দাবিতে ও শিক্ষা বহির্ভত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আঁগামী সোমবার কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের দপ্তর অভিযানের ডাক দিয়েছে শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চ। এই দাবিতে বিএলওদের একাংশ ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনকে চিঠি

বিএলওরা বাডি বাডি গিয়ে সেই ঠিকানায় নিবাচককে খঁজেই পাচ্ছেন না। রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সাহায্য নিলে তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আবার পুরণ করা ফর্ম দিনের শেষে আপলোড করতে গিয়েও সমস্যায় পরছেন তাঁরা। মানছেন কমিশনের আধিকারিকরাও। তাঁদের মতে, প্রত্যেকরই কাজের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। দায়িত্ব নিলে তা পূরণ করতেই হয়। কমিশন সময় না বাডানো পর্যন্ত ৪ ডিসেম্বরকে ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রায় ৮ কোটি লক্ষ্মণরেখা এগোতে হচ্ছে। আগামী নভেম্বর রাজ্যে ১৯ উপনিব্যচন ভারতী। ২১ তারিখ প্রথম চেকিংয়ের ইভিএম কমিশনের দাবি, ৯৭.৩৩ শতাংশ কাজ খতিয়ে দেখবেন তিনি।

১৪ নভেম্বর : শনিবার ভাগ্য নিধর্রণ হতে পারে একাদশ-দ্বাদশ 'যোগ্য'দের। স্তরের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করতে পারে স্কুল সার্ভিস কমিশন। প্রথমে ১২,৫১৪টি শূন্যপদ থাকলেও ৬৯টি কমে এখন এই স্তরে শূন্যপদ রয়েছে ১২,৪৪৫টি। ১০০টি শুন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ১৬০ জন। ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়ার কথা প্রায় ২০ হাজার চাকরিপ্রার্থীর। তবে এই ইন্টারভিউয়ের তালিকায় যেসব 'যোগ্য' চাকরিহারারা সুযোগ পাবেন না, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? এই নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন পুনর্নিয়োগে অংশগ্রহণকারী চাকরিহারারা।

পেলে আবার আইনি জটে পড়তে

পারে নিয়োগ প্রক্রিয়া। একই সহে জোরদার হতে পারে আন্দোলনও। চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলমের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, যোগ্যদের জন্য তিনি ভাববেন। আমরা এখনও রাজ্য সরকারের ওপর ভরসা রাখছি।' এসএসসি জানিয়েছে, নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ হতে পারে আগামী সপ্তাহে। এই স্তরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি থাকায় ফল প্রস্তুত ও প্রকাশে সময় লাগছে। একাদশ-দ্বাদশ স্তরের পরীক্ষার্থীদের নথি যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হবে শীঘ্রই। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়া নিয়ে আদালত জানিয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে রায়ের ওপরে। তাই এখনও সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সমাপ্তি নিয়ে ধন্দে রয়েছে কমিশন।

চাকরিহারা শিক্ষিকা সংগীতা একাদশ-দ্বাদশ

আজ ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা

হাতে আর বাকি ১ মাসের কিছু বেশি সময়।তাঁদের চিন্তা, ইন্টারভিউয়ের তালিকায় নাম না এলে ৩১ ডিসেম্বরের পর তাঁদের চাকরি আর থাকবে না। এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের কাছে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুললেও কোনও সদুত্তর পাননি তাঁরা। শিক্ষামহলের আশঙ্কা, 'যোগ্য' চাকরিহারার মধ্যে একজনও পুনর্নিয়োগে স্যোগ না

এসএসসি

সাহা বলেন, 'নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পরও যদি দেখা যায় কোনও যোগ্য চাকরিহারা বঞ্চিত হয়েছেন তাহলে তাঁদের সুরাহার জন্য রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হতেই হবে। আগামী সপ্তাহ থেকে এসএসসি ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু করবে।

রাজ্যে প্রথম পশু চিকিৎসার বেসরকারি শেষের বাতা কলেজ শুরু

বিহারের নির্বাচনে বিজেপির ফলাফলে কলকাতায় উচ্ছাস। শুক্রবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

পশু চিকিৎসা নিয়ে পড়াশোনা করার সযোগ হাতেগোনা। এদিকে এই চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেশে পশু চিকিৎসকের সংখ্যা নগণ্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে ভেটেরিনারি শিক্ষার জন্য চালু হল প্রথম বেসরকারি কলেজ জেআইএস কলেজ অফ ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস। ২০২৫-'২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য প্রথম দফার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

হুগলির মগরায় ৩০ একর

জমিতে তৈরি এই কলেজে স্নাতক

স্তরের পড়াশোনা চলবে বলে শুক্রবার

জানিয়েছেন জেআইএস ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং, ডেপুটি ডিরেক্টর বিদ্যুৎ মজুমদার, কলেজের প্রিন্সিপাল মোজাম্মেল হক ও প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর প্রমিত ঘোষাল। নিট উত্তীর্ণ হলে ও দ্বাদশের পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান ও ইংরেজিতে ন্যুনতম ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। ৫ বছর ৬ মাসের কোর্সে থাকবে বাধ্যতামূলক এক বছরের ইন্টার্নশিপের সুযোগও। ভেটেরিনারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার নিয়ম মেনে কোর্সটি পরিচালিত হবে। কলেজটি ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিমেল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সেসের অধীনে থাকবে।

দুগাপুরে সিনার্জি

দুগাপুর, ১৪ দক্ষিণবঙ্গের চার জেলা পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পপতিদের সমস্যা জানতে ও সেগুলি সমাধান করার লক্ষ্যে এবং নতুন শিল্প আনতে দুগাপুরের সুজনী প্রেক্ষাগৃহে শুক্রবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হল 'সিনার্জি' ২০২৫-২৬।

উপস্থিত এখানে ক্ষুদ্র, মাঝারি, কটির শিল্প তথা কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজমদার, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের মন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু, চার জেলার জেলাশাসক, বিধায়ক জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

শুভেন্দুর মুখে

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : বিহার নির্বাচনের ফলে পরিবারবাদ শেষ হওয়ার বার্তা, এমনটাই মনে করছে রাজ্য বিজেপি। সেই তিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর মতে, বিহারের এই ফল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁব দলেব জন্য অশনি সংকেত।

বিহাবে মহাজোটেব ধবাশায়ী হওয়ার পর এরাজ্যে কংগ্রেস থেকে আরও দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেছে তৃণমূল। বিহারে বিপর্যয়ের জন্য কংশ্রেসকেই দুষছে তারা। তৃণমূলের মতে, বিহারে বিপর্যয়ের জন্য কংগ্রেসই দায়ী। কংগ্রেসই বিজেপিকে রুখতে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে। যদিও শুভেন্দর মতে, ব্যর্থতা ঢাকতে কংগ্রেসকে ঢাল করছেন মমতা। এদিন তিনি বলেন তেজস্বী যাদব, লালুপ্রসাদরাই বিজেপি ও নীতীশকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। সেই লড়াইয়ে হেরে গিয়েছেন লালু-তেজস্বীরা। আসলে বিহারের মানুষ লালু-তেজস্বীর পরিবারবাদী রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবারের নির্বাচনে। লালুর দুর্নীতির কথা মাথায় রেখে দুর্নীতি মুক্ত বিহারের পক্ষে রায় দিয়েছে বিহারের মানুষ। এরাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একইরকম পরিবারবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। দুই পরিবারের মধ্যে সখ্যতাও রয়েছে। বিহারের এই হারের দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এড়াতে পারেন না। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিহারে লালু জমানার মতো এখানেও

বিহারে এনডিএ-র অভূতপূর্ব সাফল্যের পর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছেন, এটা পারফরমেন্স এবং উন্নয়নের জয়। অনেকেই মনে এসআইআরের সাফল্যকেও ইঙ্গিত যেতে পারে।

মমতার রাজ্যপাট শেষ হবে।

বিহারের মানুষ লালু-তেজস্বীর পরিবারবাদী রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবারের নিবার্চনে। লালুর দুর্নীতির কথা মাথায় রেখে দুর্নীতিমুক্ত বিহারের পক্ষে রায় দিয়েছে বিহারের মানুষ। এরাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একইরকম পরিবারবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। দুই পরিবারের মধ্যে সখ্যও রয়েছে। বিহারের এই হারের দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এড়াতে পারেন না। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিহারে লালু জমানার মতো এখানেও মমতার রাজ্যপাট শেষ হবে।

শুভেন্দু অধিকারী

করেছেন অমিত শা। এদিন বিহার নির্বাচনের ফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে অমিত শা দাবি করেছেন, বিহারের এই সাফল্য আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাডুর ভোটেও অব্যাহত থাকবে। সমালোচকদের মতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিহার নিবর্চনে সাফল্যের সঙ্গে সরাসরি এসআইআরের সাফল্যকে যুক্ত না করলেও ঠারেঠোরে সেটাই বলতে চেয়েছেন তিনি।

যদিও আধিকারিকের মতে, এসআইআরের সঙ্গে নির্বাচনের ফলের কোনও সম্পর্ক নেই। বিহারের মতোই এরাজ্যে এসআইআর হলে এখানেও ফল বিজেপির পক্ষে যাবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। বিহারের ফল নিয়ে এমন দাবি করার পক্ষে নয় বিজেপিও। করছেন, এই পারফরমেন্স বলতে বিজেপির মতে, বিহারের ফল বিশ্লেষণ বিহারের নির্বাচনের আগে সেখানে করার পরই এই নিয়ে মন্তব্য করা

ইতিমধ্যেই তৃণমূল রাস্তায় নেমেছে বুথভিত্তিক সমীক্ষা করে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই রিপোর্ট জমা দিতে দলের জেলা সভাপতিদের নির্দেশ দিয়েছেন বক্সী। বিধানসভার অধিবেশন চলতি মাসের ২০ তারিখের পরই হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু সেই সময় অধিবেশন চললে বিধায়করা এলাকায় থাকতে পারবেন না। ফলে তালিকায় নিবিড় সংশোধনের ক্ষেত্রে নজরদারিতে সমস্যা তৈরি হতে পারে। কারণ বিএলএ-২-দের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে বিধায়ক ও ব্লক সভাপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে এই নিয়ে দলের রাজ্য দপ্তরে রিপোর্টও পাঠাতে হচ্ছে। সেই জন্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে করা নিয়ে এখনও সবুজসংকেত দেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআরের ফর্ম জমা দেওয়ার কাজ ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। তারপরই শীতকালীন অধিবেশন শুরু করা হতে পারে বলে মনে করছেন তৃণমূলের অনেকেই।

বাংলা নিয়ে বৈঠকে বিজেপি কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : বিহার

জিতে বাংলা জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল বিজেপি। বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে শুক্রবার রাতেই বৈঠকে বসল রাজ্য বিজেপির কোর কমিটি।সেই বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় আসছেন ভূপেন্দ্র যাদব, সুনীল বনসলরা। বিহার ভোট শেষ হওয়ার পর এবার বাংলার নিবার্চনকেই বিজেপির পাখির চোখ করতে চাইছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, কোর কমিটির বৈঠকে দ্রুত রাজ্য কমিটি চড়ান্ত করতেই বৈঠকে বসছেন কেন্দ্ৰীয় নৈতৃত্ব।

এদিন সকাল থেকেই গণনা শুরু হওয়ার খবর আসতে শুরু করে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে। সাজোসাজো রব পড়ে যায় মুরলীধর সেন লেন ও সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে। গুটিগুটি পায়ে ভিড় জমাতে শুরু করেন নেতা-কর্মীরা। তবে তখনও তাঁরা এতটা বড় ব্যবধানে জয়ের আশা করতে পারেননি। বেলা বাডার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যায়। জয়ের গন্ধ পেয়েই উচ্ছুসিত নেতা-কর্মীরা গেরুয়া আবির খেলতে শুরু করেন। রীতিমতো ঢাকঢোল. কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে রাজ্য দপ্তরের সামনে চলে বিহার জয়ের উদযাপন। দুপুর ২টো নাগাদ বিধানসভায় আসেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কপালে গেরুয়া তিলক কেটে মোদির প্ল্যাকার্ড বুকে নিয়ে গেরুয়া আবির খেলতে খেলতে বিধানসভা প্রাঙ্গণ পরিক্রমা করেন তাঁরা। বিধানসভার গেটের বাইরে চলে লাড্ডু বিতরণ, মিষ্টিমুখ। তা থেকে পথচলতি মানুষরাও বাদ পড়েননি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে আগামী ৩ দিন রাজ্যের সমস্ত মণ্ডলে মণ্ডলে বিহার নির্বাচনে দলের সাফল্যকে তুলে ধরে প্রচার করার কথা বলা হয়েছে রাজ্যকে। তবে রাজ্য কমিটি ঘোষণা নিয়েও টানাপোড়েনের জেরে বিহার জয় নিয়ে মাতামাতি নেই বিজেপিতে। বিজেপির এক রাজ্য নেতা বলেন, বিহারে নিবর্চিন হয়েছে এনডিএ সরকারের অধীনে। এরাজ্যে বিজেপি এখনও বিরোধী। তার ওপর সংগঠনের অবস্থাও বেহাল। ফলে বিহারের ফল দেখে উচ্ছুসিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উচিত টালবাহানা না করে অবিলম্বে দলের রাজ্য কমিটি ঘোষণা করা।

তৃণমূলের পোস্টে চর্চা

কলকাতা. ১৪ নভেম্বর : বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে এ রাজ্যের মানুষের ভবিষ্যৎ কী, সেই সম্পর্কে কটাক্ষ করে ভিডিও পোস্ট করল তৃণমূল।শুক্রবার বিহারে বিজেপির 'ল্যাভিস্লাইড' জয়ের পরই এই অ্যানিমেশন ভিডিও আপলোড করা হয়। এদিন তাদের ফেসবুক পেজে ওই ভিডিও পোস্ট করে দেখানো হয়েছে, 'প্রেমের লাইসেন্স'। প্রথম পর্বের ভিডিওতে গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভালোবাসাকেও অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। বিজেপি শাসিত এলাকায় ফোনে আডিপাতা থেকে শুরু করে সামাজিক মাধ্যমে নজরদারি করে কীভাবে ভালোবাসার অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং সমাজে নীতি পুলিশ চলছে তা বোঝানো হয়েছে ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বিজেপির শাসন শুরু হওয়ার পর এক তরুণ সমাজের অবস্থা দেখে ভেঙে পড়েছেন। আক্ষেপের সুরে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আমরাই একটা বোতাম টিপে ভূলটা করে ফেলেছি।' যদিও বিজেপির দাবি, বিহারের ফল দেখে তৃণমূল ভয় পেয়েছে। তাই তৃণমূল এই ধরনের পোস্ট করছে।

নিয়োগ মামলা ৯ বছর ঝুলে

দত্তাবাদে স্বর্ণব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। তাঁর প্রভাবশালী ভমিকা দীর্ঘদিন ধরে চর্চার বিষয়। তাঁর নিয়োগ নিয়েও একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে ৯ বছর ধরে চলা মামলা নিয়ে পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিডিও বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইংরেজিতে শুন্য পেয়ে ও পরীক্ষায় পাস না করে বিডিও হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন তিনি। এই সংক্রান্ত মামলায় ২০১৭ সাল থেকে হাইকোর্টে ঝুলে রয়েছে। শেষবার ২০২৪ সালে শুনানি

চলতি সপ্তাহে এই মামলাটি পুনরায় শুনানির জন্য আদালতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিশীথা

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রশান্ত বর্মনের নিয়োগ নিয়ে প্রথম হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। এছাড়াও যথাযথ পদ্ধতি না মেনে পাবলিক সার্ভিস চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ সহ

আরেক বিতর্কে রাজগঞ্জের বিডিও

বেশ কয়েকটি ইস্যুতে আরও দুটি মামলা দায়ের করেন। তিনটি মামলা

২০১৭ সালে তৎকালীন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাত্রের ডিভিশন বেঞ্চে প্রথম শুনানি

মামলার শুনানির দিনে স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়।

২০১৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত শুনানির জন্যই ওঠেনি। তৎকালন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের আমলে পিএসসির চেয়ারম্যান নিয়োগ না হওয়ার সমস্যাটি ইস্যু হয়ে উঠলেও বিডিওর বিষয়টি ওঠেনি।

এছাড়াও বহুবার মামলাটি তালিকায় ঠাঁই পায়নি। ৬ জন স্থায়ী সহ অন্তত ১০ জন প্ৰধান বিচারপতি দায়িত্ব নিয়েছেন কিন্তু বিষয়টির এখনও সমাধান হয়নি। মূল আবেদনকারীর আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, 'আমরা মামলাটি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। ডিসেম্বরে শুনানি হবে।'



নীরেন্দ্রনাথ স্মরণ

সম্প্রতি এক মুঠো রোদের উ্দ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় 'উলঙ্গ রাজা' খ্যাত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয় ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরির ফয়েজ আহমেদ কক্ষে। নিশিকান্ত সিনহার সভাপতিত্বে অনষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে শিলিগুড়ি থেকে আগত কবি সিদ্ধার্থ গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী পর্বে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন স্বপ্না উপাধ্যায়। বাঁশির সুরে নীরেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানান প্রাণগোপাল বালা। বাংলা ও ইংরেজি ভাষার এই কর্মসূচিতে উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ার তরুণ, বর্তমানে দিল্লির কলেজ পড়য়া মেরাজুল ইসলামের দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থ 'The Lie You're Living' এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। লেখক বইটির বিষয়ে তাঁর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ওপর বক্তব্য রাখেন দ্বিজেন পোদ্দার। নীরেন্দ্রনাথ, সত্যের খোঁজ ও দর্শন বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন মনোনীতা মৌ। এছাড়াও আলোচনা করেন সিদ্ধার্থ গুপ্ত, বিজয় চৌধুরী, অরুণ শিকদার প্রমুখ দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোচনা করেন সবাশিসকুমার পাল। বক্তব্য রাখেন স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়, সুজিতকুমার মণ্ডল প্রমুখ। দর্শন উপনিষদ ও সত্যের খোঁজ নিয়ে আলোচনা করেন ভবেশ দাস, নারায়ণশংকর দাস প্রমুখ। সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থের লেখককে একটি গ্রন্থেই থেমে না থাকার পরামর্শ দেন সুশান্ত নন্দী। শুরুতে ব্যতিক্রমী বাচিক উপস্থাপনা পরিবেশন করেন অশেষ দাস। সংগীত পরিবেশন করেন নবীন শিল্পী সাদাব মল্লিক হাসান। গিটারে ছিলেন গৌরব দাস। এছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন শম্পা দে সরকার, অর্পিতা দত্ত, পুণ্যশ্লোক শিকদার প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন বিনয়ভূষণ বেরা, সুশান্ত নন্দী, সুজিতকুমার মণ্ডলু প্রমুখ। সঞ্চালক প্রসূন শিকদার বলৈন, 'সাহিত্য ও দর্শনের মেলবন্ধনে এটি নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান।' –রুবাইয়া জুঁই

সাহিত্যসভা

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার লেবুবাগানে হরিণ-চকোয়াখেতি সাহিত্যচক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একটি মনোজ্ঞ সাহিত্যসভা। সভাপতিত্ব করেন কবি শংকরচন্দ্র আইন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক পবিত্রভূষণ সরকার। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট বেহালাবাদক জগন্নাথ শীল। অনুষ্ঠানে সাম্প্রতিক সাহিত্যচূচা ও লিটল ম্যাগাজিনের অতীত-বর্তমান বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন পবিত্রভূষণ সরকার, ভূবন সরকার, শংকরচন্দ্র আইন, নারায়ণ পণ্ডিত, আশিস ঘোষ, অমিতেশ মৈত্র প্রমুখ।

এদিনের সাহিত্যসভায় আলিপুরদুয়ার জেলার চিত্রকলা ও ভাস্কর্যচর্চার ইতিবৃত্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন স্বনামধন্য চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্পী হিমাংশু সিংহ। এদিন হরিণ সাহিত্য পত্রিকার ৩১তম বর্ষের পুজো সংখ্যার আবরণ উন্মোচন করেন কবি ভুবন সরকার। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন উত্তমকুমার মোদক, রুমা ঘোষ, উৎপল অধিকারী, রিনা পণ্ডিত, আশিস ঘোষ, নারায়ণ পণ্ডিত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে একাধিক কবিতা আবৃত্তি করে শোনান বিবেকানন্দ বসাক ও জয়দীপ[`] সাহা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালন করেন তরুণ বাচিকশিল্পী বিবেকানন্দ বসাক। –মানবেন্দ্র দাস

গল্প বলে সেরা

বিদ্যাভারতী পরিচালিত সংস্কৃত মহোৎসবে গল্পকথা প্রতিযোগিতায় অখিল ভারতীয় স্তরে প্রথম স্থান অর্জন করল রায়গঞ্জের মেয়ে সমাদৃতা রায়। রায়গঞ্জ শহরের রমেন্দ্রপল্লির বাসিন্দা সমাদৃতা রায়গঞ্জের সারদা বিদ্যামন্দির (বাংলামাধ্যম) বিদ্যালয়ের অস্টম শ্রেণির ছাত্রী। গত ৭ নভেম্বর বিহারের সীতামারিতে সংস্কৃত মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানে গল্পকথা প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে ১১ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। রায়গঞ্জের সমাদৃতা প্রথম স্থান অধিকার করে। এই সাফল্যের জন্য বাবা-মা, স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আবৃত্তি শিক্ষকদের কৃতিত্ব দিয়েছে সে। মা রিপা সেন রায় বললেন, 'আমরা খুব খুশি।' -দীপঙ্কর মিত্র



সম্প্রতি শিলিগুড়ি সাক্ষী থাকল অনন্য এক শাস্ত্ৰীয় ও উপশাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যার। উপস্থিত ছিলেন

ছন্দা দে মাহাতো

'জোছনা করেছে আডি।' ১৯৭২ সালে রবি গুহ মজুমদারের লেখা ও সুর করা এই গানটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন বেগম আখতার। গজল সম্রাজ্ঞীর প্রয়াণের পর গত পাঁচ দশক ধরে রেকর্ডের বাইরে বেগম আখতার যাঁদের কণ্ঠে বেঁচে আছেন তাঁদের অন্যতম হলেন প্রভাতি মুখোপাধ্যায়। তিনি আশিতেও সুরের সেই ওয়ারিশ বহন করে চলেছেন। সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে তাঁকে বেশ খোশমেজাজে পাওয়া গেল। মঞ্চে উঠে প্রথমেই শুরু করেন, 'জোছনা করেছে আড়ি/ আসে না আমার বাড়ি/ গলি দিয়ে চলে যায়/ লুটিয়ে রুপোলি শাড়ি...।' এ শুধু গান নয়, কথা, ভিজুয়াল, পেশকারি মিলিয়ে এক অনন্য অভিঘাত। ৮০'তেও ৪০'কে হার মানিয়ে দিচ্ছেন। শিল্পীকে তাঁর বিভিন্ন নিবেদনে সহায়তা করেন তবলায় সুবীর ঠাকুর, হারমোনিয়ামে কমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়, পারকাসনে শংকর দেবনাথ এবং কিবোর্ডে সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠান ছিল এই শিল্পীর প্রিয় শিষ্য শিলিগুড়ির রাগিণী সংগীত শিক্ষাকেন্দ্রের কর্ণধার বুলবুল বসুর পরিচালনায় শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যা। মঙ্গলদীপে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বনামধন্য সেতারবাদক পণ্ডিত সুব্রত দে, নৃত্যগুরু সংগীতা চাকি, সংগীত এবং নৃত্যু জগতের যশস্বীদের মধ্যে বণালি বসু, উজ্জ্বল দত্ত, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, মালবিকা চক্রবর্তী, সহেলি বস ঠাকর, নিবেদিতা ভট্টাচার্য. রাগিণীর সভাপতি নন্দিতা চক্রবর্তী। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে রত্না নন্দীর একক ঠুংরি ও অঙ্কিতা সাহার বেহালাবাদনে নিবিড় অনুশীলনের ছাপ ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে

শিক্ষার্থীশিল্পীদের মধ্যে ঋষিতা, অনন্যা, শিঞ্জিনি, অন্বেষা, সায়েসা, দেবারতি, দীপান্বিতা, দুর্গা, নিখিল, রাগিণী, সিদ্ধানি শুচিস্মিতা, অনুষ্কা, সুমিতা, অরুন্ধতী, শর্মিষ্ঠা, তৃষা, পামেলা, কৌশিক, প্রিয়াংশু নজর কেড়েছে।

ভারতীয় রাগ সংগীতে একটি বিরল ও রহস্যময় চলনের রাগ হল গাউতি। একান্ত নিভূত অনুশীলন ছাড়া কেউ সচরাচর প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে এই রাগ পরিবেশনের সাহস করেন না। রাগিণীর এই অনুষ্ঠানে কর্ণধার বুলবুল বসু এই রাগে একটি খেয়াল পরিবেশন করে সকলকে চমকে দেন। শিল্পীকে তবলা, হারমোনিয়াম ও তানপরায় সহায়তা করেন ডঃ ধ্রুপদ রায়, কমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়, ঋষিতা চক্রবর্তী ও প্রিয়াংশু রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে শিল্পীদের সঙ্গে তবলায় আরও যাঁরী সহযোগিতা করেন তাঁদের মধ্যে আছেন অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্টু সাহা, মিঠুন সরকার এবং সুদীপ চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য কথামালায় সাজিয়ে মনমুগ্ধকর সঞ্চালনা করেন দীপক দাস।

ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিত

সামনে রেখে ডিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে সম্প্রতি কুশমণ্ডিতে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা। বংশীহারী ব্লকের ভাঐর গ্রামের তিথি সরকার প্রথম, বদলপুর গ্রামের দিপিকা রায় দ্বিতীয়, ওই ব্লকৈর গোপালপুর গ্রামের সন্ধ্যা বর্মন তৃতীয় এবং কুশমণ্ডি ব্লকের উদয়পুর পঞ্চায়েতের দিয়া রায় চতুর্থ হয়েছেন। প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা, সভাপতি অয়নাংশু সরকার। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক চন্দন সিং। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক জানান, বাংলার সংস্কৃতি বাঁচানোর জন্য এই উদ্যোগ রাজ্যজুড়ে চলছে। *–সৌরভ রায়*

পত্রিকা প্রকাশ

বৃষ্টিমুখর বিকেলে চয়ন সাহিত্য পত্রিকার ৪৮তম বর্ষ, শারদ সংখ্যা প্রকাশ ঘিরে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাকক্ষে বসে এক সাহিত্য আসর। পত্রিকা উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ছাড়াকার তুহিনকুমার চন্দ। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুনীল চন্দ, শিক্ষক অমল বিশ্বাস সহ অনেকেই। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে রয়েছেন সৌরেন চৌধুরী, অরুণ চক্রবর্তী, তপন রায়, দীপক বর্মন এবং পুরুষোত্তম সিংহ। প্রচ্ছদ এঁকেছেন স্থপন মল্লিক। ছিল সাহিত্য পাঠের আসর। স্বরচিত কবিতা পাঠ, অনুগল্প পাঠ, আবৃত্তি এবং সংগীত পরিবৈশনার মধ্য দিয়ে মনোজ্ঞ সাহিত্য অনুষ্ঠান শেষ হয়।

রায়গঞ্জের বিধান মঞ্চে সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল 'তালে বাপ্পা'-র দ্বিতীয় বর্ষের অনুষ্ঠান। মঞ্চ সজ্জায় সকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষকে সাবেকিয়ানা এবং আধুনিকতার নান্দনিক মেলবন্ধন। উদ্বোধনী পর্বে মায়েদের গানের সঙ্গে সংস্থার ৪৫ জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে তবলা বাজিয়ে দর্শকদের মাত করে। বিশ্ববরেণ্য তব্লাবাদক জাকির হোসেনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এছাড়া কিংবদন্তি শিল্পী সলিল চৌধরী. এআর রহমান, মাইকেল জ্যাকসনকেও তবলার ছন্দে শ্রদ্ধা জানানো হয়। আয়োজক সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট তবলাশিল্পী অমিতাভ দারুণ আড্ডা

সম্প্রতি মালদা শহরের কুমুদিনী সভাঘরে বিজয়ার আড্ডা অনুষ্ঠিত হল। প্রিয়াংকা চাকদার, কাবেরী সরকারের আবৃত্তি ও কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে সান্ধ্য আড্ডা রীতিমতো জমে উঠেছিল। স্বপ্নিল, আমন, অনীক দাস, শস্পা মল্লিক সংগীত

অ্যান্ড ড্রিম, বীণাপাণি নৃত্যাঙ্গন ও আঙ্গিকম নৃত্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত পরিবেশনা ছিল বিশেষ

শ্যাম ডান্স অ্যাকাডেমি, প্রিয়া ডান্স

সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত

তিনদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

এবারও সবাইকে মুগ্ধ করল।

আবৃত্তির আসরে মুক্তা সরকার

পৌলোমী সাহা, সমৃতি মণ্ডল,

সৌরভ চক্রবর্তী, অদৃশ সাহা,

জিতোশ্রী প্রামাণিক, সুরশ্রী সরকার

শ্রেয়া দাস, সৌমিলি কুণ্ডু, নির্ণীতা

সুমনা দাস, শ্রেয়া সরকার ও সুমি

পালের সঙ্গে নৃত্যশিল্পী রুজিনা পারভিনের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে

কুলপ্রদীপ চক্রবর্তী, শ্যামল দাস,

দীপক দাস, পরিনিধি কুণ্ডু, দিলীপ

সাহা, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, সম্প

সাহা, শঙ্কু দাস, সাত্বিক কর্মকার,

সমৃদ্ধি কর্মকার, বৈশালী সরকার,

সায়ন কর্মকার, রাজন্রী মালাকার

ও রূপ মহন্ত তাঁদের সুমধুর কণ্ঠে

তোলেন। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানই

দর্শকদের উচ্ছাসে মুখরিত হয়।

যোগ্য সংগত দেন তরুণ সরকার

তবলার তালে

ও দেবাশিস সাহা। নৃত্যানুষ্ঠানে

তিনদিনের আসরকে প্রাণবন্ত করে

চৌধুরীদের সঙ্গে সমানতালে অংশ

নেন সাইদা সরদার। নৃত্যের আসরে

নতুন মাত্রা দেয়। সংগীত পরিবেশনে

যা অনুষ্ঠানকে আরও বৈচিত্র্যুময় করে তোলে। সঞ্চালনায় বাপি ঘোষ ও শ্যাম সাহার দক্ষ উপস্থিতি পুরো অনুষ্ঠানে প্রাণ সঞ্চার করে। কর্মিটির



প্রাণবস্ত।। পতিরামে জমজমাট সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।

আকর্ষণ। পাশাপাশি একতা, কহেলি সরকার ও সায়ন্তিকা রায়ের একক নত্য সবাব মন জয় কবে নেয়। সংগীতশিল্পী অভি মুখোপাধ্যায়ের মতো স্থানীয় প্রতিভাদের সঙ্গে বহিরাগত শিল্পীরাও মঞ্চে আসেন,

এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে

একটি অনুষ্ঠান, যা দেখে দর্শকরা

যাতে মুগ্ধ হন, তাই করার একটি

চেষ্টা করেছি।' রায়গঞ্জের মতো

ছোট একটি শহরে এই ধরনের

তবলাকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান সত্যিই একটি

বাড়তি পাওনা বলে জানান দর্শক

সৌরভ গুহ। নতুন প্রজন্মের তবলা

শিক্ষার্থী সঞ্জীবন সরকারের কথায়,

'এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে

অনেক কিছু শিখলাম আর মনের

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন

শুভঙ্কর দাস।

করে তোলেন।

সাহস অনেকটা বেড়ে গেল।' সমগ্র

পরিবেশন করেন। স্বরচিত কবিতা

বাচিকশিল্পী মধমিতা কর্মকার এবং

আয়োজক কণ্ঠশিল্পী শুচিমিতা তাঁর

নিজস্ব গায়কিতে সংগীত পরিবেশন

করে বিজয়ার অনুষ্ঠানকে বর্ণময়

অধ্যাপিকা, নাট্যকার অনুরাধা কুন্ডার

পাঠ করেন মালশ্রী মজুমদার।

অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল বিশিষ্ট

সংগীত পরিবেশন। অনুষ্ঠানের

–সুকুমার বাড়ই

–সৌকর্য সোম

এবং শুধু তবলাকে কেন্দ্র করে

সম্পাদক সাগরকুমার সরকারের বক্তব্য, 'পতিরামের সকলকে শামিল করার উদ্দেশ্যেই পতিরামের সকল শিল্পীদের সমন্বয়ে তিনদিনের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। –বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কর্মশালা

মালদার রবীন্দ্র অনুরাগী 'ছাতিম মালদা'-র উদ্যোগে আয়োজিত হল বেসরকারি উদ্যোগে প্রথম রবীন্দ্রসংগীত কর্মশালা। মালদা আইএমএ ভবনে। কর্মশালায় সূচনা পর্বে প্রশিক্ষক হিসেবে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে আলোচনা করেন কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ গৌরব চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্র, সৃস্মিতা সোম ও শিল্পী ত্রিদিব সান্যাল। ছাতিমের সদস্যবৃন্দের সমবেত সংগীত পরিবেশনে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন ছাতিমের সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী। ৬০ জনেরও বেশি কিশোর-কিশোৱী থেকে শুরু করে মহিলারাও অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সকল শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। –সৌকর্য সোম

বর্ণিল অনুষ্ঠান্

দিবস ও ভগিনী মানভম নিবেদিতার ১৫৯তম জন্মদিবস পালিত হল শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে আন্তজাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃত শিলিগুড়ি সমিতির শাখার আয়োজনে। কথায়, গানে, কবিতার ছন্দে এক আবেগময় পরিবেশের সষ্টি হয়েছিল। বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সম্পাদক সজলকুমার গুহ, উত্তরের প্রয়াস পত্রিকার সম্পাদক অনিল সাহা, ডঃ দুলাল দত্ত, ডঃ অসমঞ্জ সরকার, তেজেস রায় প্রমুখ। কবিতা পাঠে ছিলেন ডঃ দুলাল দত্ত, অনিল সাহা প্রমখ। গানে ছিলেন পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য, বাসন্তী ঘোষ পাল প্রমুখ।

বিশ্বাস, জয়াশিস বণিক, রাজদীপ সাহা

দিলীপ দে সরকার, গৌরব



মূল্যবোধের ব

রায়গঞ্জের ৫৫ বছর পার করা বিবেকানন্দ নাট্যচক্র আয়োজিত এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় কিছুদিন আগে রায়গঞ্জ নাট্যমেলায় মোট ছ'টি নাটকে মূল্যবোধ এবং শুদ্ধিকরণের বার্তা ভেসে এল। প্রথম সন্ধ্যায় আয়োজক সংস্থার নাটক 'লাঠি'। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটক মূল্যবোধের জীবনবৃক্ষে ঘা মারে। দ্বিতীয় নাটক 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বনিয়াদপুরের সহচরী নাট্য অ্যাকাডেমির এই নাটকে হাল সময়ের প্রতিচ্ছবিতে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র ফুটে ওঠে। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় হুগলির উত্তরপাড়া বিশ্বায়নের নাটক 'অন্তর্গত আগুন'। তীর্থঙ্কর চন্দের নাটকটি বিদেশি প্রেক্ষাপটে তৈরি তবে এই নাটক এদেশের

পরিস্থিতির সাক্ষ্যবহন করে। সেদিনের দ্বিতীয নাটক বহরমপুরের যোগাগ্নির 'শুদ্ধিকরণ'। সৌমেন পালের নাটকটির সম্পাদনা শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের। এই নাটকে শুদ্ধিকরণ এবং নারী জাগরণের বার্তা রয়েছে। পরে নাটক বিষয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় 'বাংলা থিয়েটার ও আগামী প্রজন্ম'। আলোচক হিসেবে ছিলেন অভিনেত্রী সৌমী ঘোষ, পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন অভিনেতা সুমন সিংহ রায়। শেষ সন্ধ্যার প্রথম নাটক হুগলির ভদ্রেশ্বর সহমনিয়ার নাটক 'পিঞ্জর'। সম্প্রীতির আবহে নাট্যমেলার শেষ নাটক মূর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থিয়েটার গ্রুপের 'ঘরে ফেরা'। –সুকুমার বাড়ই

আলোকচিত্র

নভেম্বর মাসের বিষয়

ন ক্যানভাস

(শুধুমাত্র সাদা-কালো ছবি)



ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর 2026









নির্বাচিত ছবি প্রকশিত হবে ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ সংস্কৃতি বিভাগে।

 ডিজিউল কর্মাটে ছবির মাশ হবে ১৮০০ x ১২০০ শিল্পেল। ছবির সঙ্গে অবশাই পাঠতে হবে – Photo Caption, কামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথা।
 ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে ত বাতিল হবে। সোণ্যাল মিডিয়ায় পোন্ট করা ছবি পাঠাবেন ন।

ছবির সঙ্গে অবশাই অপনার পুরে নাম, ঠিঝান ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অনাথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
 উত্তরবন্ধ সংবাদের ঝোনও কর্মী বা তার পরিবারের ঝোনও সদস্য এই প্রতিরোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

আঁধারে আলো

মহিলাদের অনেকে শিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিকতাকে সমর্থন করেন। রিমি দে সম্পাদিত কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকা পদ্য-র উৎসব সংখ্যা উলটোপথে হেঁটে মহিলাদের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার বার্তা দিয়েছে। প্রতিবারের মতো পত্রিকার এই সংখ্যাও সুচিন্তনের বাতবাহী। এনহেডুয়ানা পর্ব থেকে শুরু করে সুকুমারী ভট্টাচার্য পর্ব, মোট ১৮টি পর্বে উর্মিলা চক্রবর্তী, জয়া চৌধুরী, অনুরাধা কুন্ডা, যশোধরা রায় চৌধুরীর মতো অনেকেই কলম ধরেছেন। প্রতিটি লেখা শুধু পড়ারই নয়. উপলব্ধি করে মনের ভিতরে চিরকালের মতো রেখে দেওয়ার। মহুলা ঘোষের আঁকা প্রচ্ছদটি অনন্য।

অপেক্ষার অবসান



বিবৃতি সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য প্রতিবারই পাঠকদের অধীর অপেক্ষা থাকে।সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে পত্রিকার শারদ সংখ্যা এবারও দারুণ চেহারায় পাঠক দরবারে হাজির হয়েছে। অর্ণব সেনের লেখা ''লিটল ম্যাগাজিন : 'গল্প কবিতা' ও অন্যান্য'' পাঠকদের বেশ ভালো লাগবে। কাজিমান গোলের কবিতা নিয়ে শৌভিক রায়ের লেখাটির কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করতেই হয়। একগুচ্ছ কবিতা ও গল্প বেশ ভালো। নবীন–প্রবীণদের লেখাকে একসঙ্গে পরিবেশনের ধারা এই সংখ্যাতেও রয়েছে বলে সম্পাদক দেবাশিস দাস জানিয়েছেন। শ্রীহরি দত্তের আঁকা প্রচ্ছদটি আলাদাভাবে চোখ টানে।

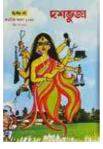
টিকের প্রচ্ছদে

অন্য ভাবনা

নাট্য শরীর

কথায় বলে 'ডোন্ট জাজ এ বুক বাই ইটস কভার'। কথাটি সত্যি হয়তো নয়। প্রচ্ছদ দেখেই বেশিরভাগ পাঠক বইয়ের দিকে হাত বাডান। আশিস রায়ের লেখা <mark>নাটকের</mark> প্রচ্ছদে নাট্য শরীর-ও সেই দলেই পড়বে। একেবারে অন্য ধরনের এক প্রচ্ছদ। বইটির বিষয়বস্তুও। বিভিন্ন নাটকের বইয়ের প্রচ্ছদের ভাবনা নিয়েই এই বই। আলোচনায় ঠাঁই পেয়েছে 'শুরুর আগে', 'অন্তরাল', 'মোকাবিলা' থেকে শুরু করে 'মা মাটি মানুষ', 'পাথরে চোখ'–এর মতো নানা সৃষ্টি। যে সমস্ত নাটকের প্রচ্ছদ নিয়ে আলোচনা, সেগুলিও বইটিতে রয়েছে। চিরকালের মতো

দারুণ উদ্যোগ



পুজো সংখ্যার ভিড়ে গতবার থেকে শামিল হয়েছে মহিলাদের পত্ৰিকা দশভুজা। এবারে আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত পত্রিকার দ্বিতীয় শারদ সংকলন পাঠকদের হাতে এসেছে। ঝর্ণা চক্রবর্তীর লেখা 'দুর্গা রহস্য' লেখাটি বেশ। 'মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামসকে সুনীতা বালার চিঠি' লেখাটি একদম অন্য ধরনের। রয়েছে একগুচ্ছ গল্প ও কবিতা। ডঃ মৌসুমি সরকার ও সোমা বসাকের লেখা ভ্রমণকাহিনীগুলি পড়তে বেশ ভালো লাগে। রয়েছে বিশেষ রেসিপি বিভাগও। শিপ্রা বসু তালুকদার সম্পাদিত এই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ এর অলংকরণ। যথারীতি এবারও সুন্দর। অনীতা দাস বণিকের আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ।



–সুকুমার বাড়ই

এবারও বেশ

প্রতিবারের মতো চন্দননগর থেকে প্রকাশিত গোধুলি মন পত্রিকার শারদ সংখ্যাটি এবারও পাঠকদের বেশ ভালো লাগবে। মনোজ মিত্রকে নিয়ে ডঃ মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে ডঃ বিশ্বনাথ দাসের লেখাগুলি বেশ তথ্যবহুল। জীবনমৃত্যুর মাঝের সূক্ষ্ম রেখা নিয়ে তিথি মখোপাধ্যায়ের লেখাটি পাঠকমনকে বেশ ভাবায়। আরতি ঘোষ তাঁর কলমে চার্লি চ্যাপলিনকে অন্য আঙ্গিকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। মৃদুল দাশগুপ্ত. বনশ্রী রায় দাস সহ একগুচ্ছ কবির সৃষ্টিতে পত্রিকার এই শারদ সংখ্যাটি সন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। প্রচ্ছদে তিয়াস চট্টোপাধ্যায়ের আলোকচিত্র বেশ সুন্দর। সনৎ দে'র অলংকরণও উল্লেখ করার মতো।

সংকলনে রাখার বই।

সতে ফের নীতীশ নে জেডিই

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : এনডিএ-কে বিপুল ভোটে জিতিয়ে ক্ষমতায় আনার লক্ষ্যপূরণ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে একটানা দশমবারের জন্য ৭৪ বছর বয়সি নীতীশ কমার বসবেন কি না সেটা শুক্রবার জনাদেশ ঘোষণার পরও স্পষ্ট হল না। উলটে বিপল জয়ের উচ্ছাসের মধ্যেও এই প্রশ্নের উত্তর ঘিরে বিজেপি জেডিইউ নেতৃত্বের মধ্যে ধন্দ পুরোদমে বজায় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা. বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ গেরুয়া শিবিরের প্রায় সমস্ত নেতানেত্রী বিহারের জয়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ

কুমারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁকেই ফের মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কি না সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। শুক্রবার দুপুরে বেশকয়েক রাউন্ড গণনার ফল ঘোষণার পর জেডিইউয়ের তরফে নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করে এক্সে একটি পোস্ট করা হয়েছিল। তাতে গেরুয়াময় বিহারের একটি মানচিত্রের

সামনে নীতীশ কুমারের হাসিমুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছবি ছিল। ওই পোস্টে লেখা হয়েছিল, 'ন ভুতো ন ভবিষ্যতি নীতীশ কুমার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আছেন আর থাকবেন।'

কিন্তু পরে পোস্টটি মুছে ফেলা হয় জেডিইউয়ের তরফে। কেন ওই পোস্টটি করা হল, কেনই বা সেটি মুছে ফেলা হল, কারও নির্দেশে এমনটা করা হল কি না তা নিয়ে পাটনা তো বটেই. নয়াদিল্লির রাজনৈতিক মহলেও গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। তেজস্বী যাদব, রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা বারবার দাবি করেছিলেন, ভোটের পর নীতীশ কমারকে আর মুখ্যমন্ত্রী করা হবে না। মহারাষ্ট্রে যেভাবে একনাথ শিন্ডের ডানা ছাঁটা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই ব্রাত্য করে ফেলা হবে নীতীশকে।

প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপির নেতারা বারবার দাবি করেছেন, নীতীশ কুমারের নেতৃত্বেই বিহারে এনডিএ লড়ছে। কিন্তু তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কি না সেই কথা স্পষ্টভাবে বলতে শোনা যায়নি বিজেপি নেতাদের এবারের আসনসংখ্যা এবং প্রাপ্ত ভোটের হার দটোতেই বিজেপি-জেডিইউ কাছাকাছি রয়েছে। দুই দলই এবার ১০১টি আসনে লড়েছিল। শেষ পাওয়া খবরে, বিজেপি ৯০টি এবং জেডিইউ ৮৫টি আসনে হয় জিতেছে নয়তো এগিয়ে। বিজেপি ২০.১১ শতাংশ, জেডিইউ পেয়েছে ১৯.২৬ শতাংশ ভোট। জেডিইউয়ের দাবি, নীতীশ কুমারকে সামনে রেখে ভোটযুদ্ধে নেমেছিল বলেই এনডিএ-র পক্ষে নিরক্ষণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া নীতীশের দলের সমর্থনে

পরিসংখ্যান বলছে

- ৯ বার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন নীতীশ কুমার
- মাঝে কিছু সময় বাদ দিলে ২০০৫ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্ৰী পদে বহাল আছেন
 - বিহারের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী মুখ্যমন্ত্রী।
 - ২০২৪ সালের জানয়ারিতে নবম বারের জন্য এনডিএ'র মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন

কেন্দ্রে মোদির সরকার টিকে রয়েছে। তাই একনাথ শিল্ডেকে ছেঁটে ফেলা সম্ভব হয়েছিল বলে নীতীশেরও তেমন দশা হবে এমনটা ভাবা সঠিক নয় বলেই ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। এই সত্যতা জানে বলেই শুক্রবাব পাট্নাব রাস্তায় পোস্টার পড়েছে, '২৫ সে ৩০, ফির সে

মগধভূমে নিরস্কুশ এনডিএ

ধরাশায়ী আরজেডি, উড়ে গেল কংগ্রেস-বাম

পাটনা. ১৪ নভেম্বর : বুড়ো হাড়ে ভেক্কি দেখানো বোধহয় একৈই মখ্যমন্ত্ৰী পদপ্ৰাৰ্থী তেজস্বী যাদব। বলে। বিহারে মখ্যমন্ত্রী নীতীশ কমারের নেতত্বাধীন এনডিএ সর্কার্কে ভোটপ্রচাবে বেবিয়ে লাগাতাব 'খাটাবা (জরাজীর্ণ) সরকার' বলে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদর। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে থাকা এনডিএ সরকারকে উৎখাত করতে এবার কোমর বেঁধে নিবার্চনি সংগ্রামে নেমেছিল বিরোধী মহাজোট। কিন্তু বিহারের জনাদেশে স্পষ্ট, তেজস্বীদের সেই আহ্বানে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেননি রাজ্যের ভোটাররা।

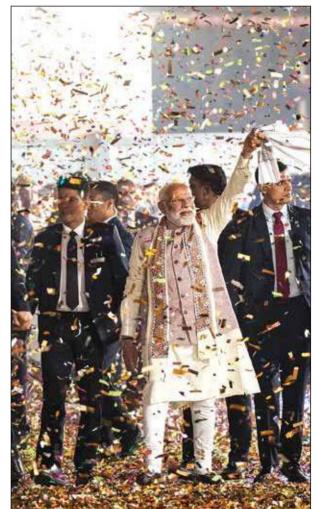
শুক্রবার সকালে একের পর এক ভোট গণনাকেন্দ্রে ইভিএম খোলার পর থেকেই এনডিএ-র প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত। তখনও অবশ্য এনডিএ-র থেকে বিরোধী মহাজোটের আসনসংখ্যার ফারাক কম থাকলেও বেলা গডানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবিটা আমূল বদলে যায়। দিনের শেষে বিহারের জনাদেশে স্পষ্ট, এনডিএ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আরও একবার রাজ্যে সরকার গড়তে চলেছে।

সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে এনডিএ-র ঝুলিতে গিয়েছে ২০২টি আসন। বিজেপি ৯০টি, নীতীশ কমারের জেডিইউ পেয়েছে ৮৪টি আসন। চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রামবিলাস) ১৯টি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝির হাম (এস) ৫ এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএম পেয়েছে ৪টি আসন। বিহারে সরকার গড়ার জন্য প্রয়োজন ১২২ জন বিধায়কের সমর্থন। ঠিক উলটো ছবি দেখা গিয়েছে বিরোধী মহাজোটে। গতবারের একক বৃহত্তম আরজেডির আসনসংখ্যা এবার কমে হয়েছে ২৫। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর যদুবংশের 'গড়' বলে পরিচিত

রাঘোপরে জয়ী হয়েছেন বিরোধীদের

ভোট চুরির অভিযোগ তুলে এবার বিহারের হাওয়া গরম করেছিল কংগ্রেস এবং তাদেব নেতা বাহুল গান্ধি। কিন্তু শুক্রবারের জনাদেশ বুঝিয়ে দিয়েছে, লোকসভার বিরোধী দলনেতার সেই অভিযোগে আমল দেয়নি বিহার। কংগ্রেস মাত্র ৬টি আসন জিতেছে এবার। গতবার বিরোধীদের মধ্যে সবথেকে ভালো স্ট্রাইক রেট ছিল সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের। তারা পেয়েছে তিনটি আসন। সিপিএম পেয়েছে মাত্র ১টি আসন। বিহারে এবার সবথেকে সাড়া জাগিয়ে তোলা প্রাক্তন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) জন সুরজ পার্টি খাতাই খুলতে পারল না। এবারও পাঁচটি আসন জিতে তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করেছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইমিম।

বিহারে সম্মানরক্ষার লড়াইয়ে দই-ততীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার স্বাভাবিকভাবেই বাঁধভাঙা উচ্ছাস বিজেপি ও জেডিইউ শিবিরে। উলটোদিকে শূন্যতা গ্রাস করেছে আরজেডি ও কংগ্রেসকে। বিহারে বিপুল জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সহ এনডিএ-র শরিক নেতাদের জয়ের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বিহারবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'বিহারের মানুষ এনডিএ-কে বিপুল জয় দিয়েছে। আমি তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিহারে আর কাট্টা সরকার ফিরবে না। কথায় বলে লোহা দিয়ে লোহা কাটা হয়। বিহারের মান্য মসলিম-যাদবের এম-ওয়াই সমীকরণের জবাবে নতুন এম-ওয়াই খুঁজে বের করেছেন। সেটা হল মহিলা এবং যুব সম্প্রদায়।' এক্স বার্তায় তিনি লিখেছেন, 'সুশাসনের জয় এসেছে। উন্নয়নের জয় এসেছে। জনকল্যাণের



জয়ের আনন্দ... বিহার জয়ের পর দিল্লিতে অন্য মেজাজে নরেন্দ্র মোদি।

আকাঙ্ক্ষার জয় এসেছে। সামাজিক ন্যায়ের জয় এসেছে।' অপরদিকে নীতীশ কুমার বলেন, 'রাজ্যের মানুষ বিপুল সমর্থন করে এই সরকারের ওপর আস্থা রেখেছেন। আমি সমস্ত ভোটারের সামনে মাথানত করছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন নীতীশ কুমার। নীতীশ কুমারকেই দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসতে চলেছেন।

রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনায় মহিলাদের হাতে ১০ হাজার টাকা দেওয়া এবং আরজেডি-কংগ্রেসের মহাজোট ক্ষমতায় এলে কাটা, জঙ্গলরাজের সরকার ফের আসবে বলে প্রচার এনডিএ-র পালে হাওয়া টানতে সাহায্য করেছে। ১০ হাজার টাকার প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন বিহারের ১.৩ কোটি মহিলা। এমনিতেই মহিলা ভোটারদের মধ্যে নীতীশ কুমারের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট। গরিব[®] ঘরের ছাত্রীদের সাইকেল বিলি থেকে মহিলাদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া, সবেতেই মহিলা ভোটব্যাংক তুষ্ট করার প্রবণতা স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, ১২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, ১.২ কোটি প্রবীণ নাগরিকের পেনশন ৪০০ টাকা থেকে ১১০০ টাকা করাও ছিল নীতীশ কুমারের সরকারের অন্যতম বাজি। সবেতেই বাজিমাত করেছে এনডিএ। এর পাশাপাশি সবথেকে অনগ্রসর জাতি বা ইবিসি ভোটব্যাংকও এবার নীতীশ তথা এনডিএ-র সঙ্গে গিয়েছে। এই ভোটব্যাংক বরাবরই নীতী**শে**র সঙ্গে থাকে। আরজেডি যখন মুসলিম-যাদব সমীকরণে এনডিএ-কে হারাতে ব্যস্ত, তখন নীতীশের পালটা মহিলা ও ইবিসি ভোটব্যাংক মহাজোটের কফিনে পেরেক পুঁতে দিতে সক্ষম হয়েছে।

বিধানসভায়

ফিকে লাল

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : ২০২০-পুনরাবৃত্তি ঘটল না '২৫-এ।

বিহার বিধানসভা নিবচিনে জিতে

সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়

জাদু সংখ্যা ছুঁতে এবার বামেদের

ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল

আরজেডি। সেই কারণে বিহারে

বড় বাম দল সিপিআইএমএল-

লিবারেশনকে গতবারের চেয়ে বেশি

আসন ছেড়েছিলেন তেজস্বী যাদবরা।

তবে লিবারেশনের ফল বিরোধী

জোটকে হতাশ করেছে। ফল খারাপ

হয়েছে অপর দুই বাম দল সিপিআই

আরজেডি, কংগ্রেসের সঙ্গে

সংগতি রেখে বামেদের আসনে

বর্ড ধস নেমেছে। ২০২০-র

বিধানসভা নিবাচনে ১৯টি আসনে

প্রার্থী দিয়েছিল লিবারেশন। ১২টি

আসনে জয়ী হয়েছিল। সিপিআই

২টিতে। ৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে

কেন্দ্রে। শুক্রবার শেষ পাওয়া

খবর অনুযায়ী, সিপিআইএমএল

লিবারেশন মাত্র ২টি কেন্দ্রে এগিয়ে

রয়েছে। সেগুলি হল পিলিগঞ্জ

বিভৃতিপুর আসনে জয়ের পথে।

ঝুলি শূন্য হতে পারে সিপিআইয়ের।

অথাৎ, বিহারে ৩৩টি আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র ৩টিতে আশার আলো

জিতেছিল

क्रिट्र किल

সিপিআইএম

এবং সিপিআইএম-এরও।

৬টি আসনে লডে

সিপিআইএম

এবং ^{কারাকট।}

ভোট কাটুয়া তকমা | মুছে কামাল চিরাগের

যোগ্য উত্তরসূরি হতে পারবেন কিং চিরাগ পাসোয়ানকে নিয়ে প্রশ্ন তলেছিল রাজনৈতিক মহল। কিন্তু যাবতীয় সমালোচনা, প্রশ্নবাণকে মাঠের বাইরে ফেলে দিলেন তরুণ

বিহারের এবারের বিধানসভা নিবর্চনের ফলাফলে সবচেয়ে বড চমক দিল চিরাগের লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)। ২০২০ সালে যেখানে দলটির দখলে ছিল মাত্র একটি আসন, সেখানে এবার লড়াই করে ২৮টির মধ্যে ১৯টিতেই এগিয়ে এলজেপি (আরভি)। পাঁচ বছরেই এই উত্থান শুধু এনডিএ জোটে চিরাগের গুরুত্ব বাড়ায়নি, বদলে দিয়েছে বিহারের রাজনৈতিক

২০২০-র নিবচিনে আসনবণ্টন করেন। ২০২৪-এর লোকসভায় ভেঙে দু'ভাগ হয়।

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : বাবার আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে পাঁচটি আসনের পাঁচটিতেই জিতে তিনি নিজের অবস্থান দঢ় করেন এনডিএ-তে।

এবারের বিধানসভা নিবাচনে ২৮টি আসন দেওয়া হলে চিরাগ তা সহজভাবে মেনে নিয়ে 'নীতীশ কমারকে বিহারের প্রয়োজন' বলে জোটে সম্প্রীতির বার্তা দেন। নিবর্চন কমিশনের প্রক্রিয়া অনুযায়ী সগৌলি, গোবিন্দগঞ্জ, বেলসান্ড, বখতিয়ারপুর, দেউরি, ওবরা. বোধগয়া সহ বহু আসনে এগিয়ে রয়েছে চিরাগের দল

এলজেপির এই উত্থান বিজেপি-জেডিইউ-র ভোটব্যাংকেও নতুন জোয়ার এনেছে. বিশেষত দলিত ও ইবিসি অঞ্চলে যেখানে আগে আরজেডি শক্তিশালী ছিল।

প্রতিষ্ঠিত সালে এলজেপি নানা সময়ে এনডিএ ও নিয়ে বিরোধের জেরে চিরাগ ১৩৭ ইউপিএ—দুই শিবিরেই থেকেছে। আসনে একক লড়াই করে মাত্র রামবিলাস পাসোয়ানের মৃত্যুর পর একটি আসন পান ঠিকই, কিন্তু চিরাগ ও পশুপতি কুমার পারসের জেডিইউ-র ২৯টি আসনে বড় ক্ষতি টানাপোডেনে ২০২১ সালে দল



একটু মিষ্টি হয়ে যাক...

শুক্রবার মায়ের সঙ্গে চিরাগ পাসোয়ান।

'সব দেখছেন চাচা নেহৰু'

বিধানসভা নিবাচনে বিপুল ভোটে এনডিএ-র জয়ের পর ঝরা-পাতা বন্যা বইছে নেটপাড়ায়। সেখানে রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদবদের পাশে মজাদার মিম ছডিয়ে দেওয়া হয়েছে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে নিয়েও।

শুক্রবার ফল ঘোষণার শুরু থেকেই বুদ্ধিদীপ্ত সব ছবি আর ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিয়েছেন নেটিজেনরা। এক এক্স ব্যবহারকারী যেমন নেহরুর একটি মুখভঙ্গির ছবি ব্যবহার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'কংগ্রেসের ভরাড়ুবি ওপর থেকে বসে সব দেখছেন নেহরুজি।' 'থ্রি ইডিয়টস' ছবির একটি দৃশ্য ব্যবহার করে নির্বাচনি ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) তুলে ধরা হয়েছে আর একটি মিমে।

হালকা মজা মিশিয়ে গভীর কথাও বলা হয়েছে কোনও কোনও কাড়ছে নেহরুজির মিম।

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : বিহার মিমে। যেমন একজন লিখেছেন 'আজকের দিনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই বলছে, আমরা জিতছি। আর মহাজোটের নেতাদের নিয়ে মিমের বাস্তবতা হল, আপনারা সবাই মিলে চেষ্টা করেও জিততে পারছেন না।' আর একজন তেজস্বী যাদবকে

মিমের বন্যা নেটদুনিয়ায়

কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'যখন ভাবছি মুখ্যমন্ত্রী হব, তখনই সত্যি হতে হল বুথফেরত সমীক্ষাকে!' এবার বিহার বিধানসভা ভোটে বিজেপি-জেডিইউ জোটের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে আরজেডি ও কংগ্রেস। আসাউদ্দিন ওয়েইসির মিম যে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে বড থাবা বসিয়েছে ভোটের ফলে তা স্পষ্ট। এমন সময় নেটদুনিয়ায় নজর

মুখ থুবড়ে পড়ল বিরোধী মহাজোট

আরও পাঁচ বছরের জন্য শিকেয় তুলে রাখতে হল আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের ছোট ছেলে তেজস্বী যাদবকে। এ যাত্রায় উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়া হল না মাল্লা পুত্র তথা ভিআইপি নেতা মুকেশ সাহনিরও। বিহারে মহাজোটকে ক্ষমতায় এনে ইন্ডিয়া জোটের হাত শক্ত করার যে স্বপ্ন কংগ্রেস দেখতে শুরু করেছিল তাও এবার এনডিএ-র ঝড়ে খানখান হয়ে গেল। তথৈবচ দশা বামেদেরও।

শুক্রবার ছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ১৩৭ তম জন্মদিবস। তাঁর জন্মদিনে বিহারের ভোটে আবজেডি কংগ্রেস বামেদেব হয়ে গেল তাতে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যত নিয়ে। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আরজেডি এবার মাত্র ২৫টি ও কংগ্রেস মাত্র ৬টি আসন জিতেছে। পারেনি। ২০২০ সালের বিধানসভা সিপিআই(এম-এল) লিবারেশন ২টি, সিপিএম ১টি এবং আইআইপি মাত্র আসন প্রেন্থে। আরজেডির গড় বলে পরিচিত আসন। কিন্তু এবার এনডিএ-র ঝড়ে শরিকের দ্বন্দ্ব সামনে চলে এসেছিল। বোমা ফাটাতে গিয়ে বলে বসেন, রাঘোপুরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের বিরোধী মহাজোট খড়কুটোর মতো পরে অবশ্য কংগ্রেস হাইকমান্ডের হরিয়ানার ধাঁচে বিহারেও ভোট চুরির

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু মিলে

গিয়েছিল। গত বিধানসভা ভোটে

এরাজ্যে ৩ সংখ্যায় পৌঁছাতে

কিশোরের (পিকে) পূর্বাভাস।

শুক্রবার বিহার বিধানসভা ভোটের

ফল ঘোষণার পর নিজের হাতে

গড়া দল জন সরজ পার্টির সঙ্গেই

পিকের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও

যেন প্রশ্ন উঠে গেল। এদিন গণনার

প্রথম পর্বে ২টি আসনে এগিয়ে

গিয়েছিলেন জন সুরজ পার্টির

প্রার্থীরা। কিন্তু গণনা ৪ রাউন্ড পার

হতে না হতে উভয় আসনেই তাঁরা

পিছিয়ে পড়েন। আরও ৩টি আসনে

জন সুরজ গণনাপর্বের বেশিরভাগ

সময় দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে ছিল।

কিন্তু কখনোই জয়ের আশা জাগাতে

পারেনি। দলের প্রাপ্ত ভোট নিয়েও

ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে কিছু আসনের

ভোট কেটে জেডিইউ-বিজেপিকে

বিজেপি। নিজের রাজ্য

বিহারে অবশ্য মিলল না প্রশান্ত মেলেনি।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন আপাতত কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার কাটুম্বা আসনে পরাজিত হয়েছেন। শতাংশের বিচারে আরজেডি পেয়েছে ১১৯৭ শতাংশ ভোট। কংগ্রেস পেয়েছে ৮.৭৩ শতাংশ ভোট। মুকেশ সাহনির ভিআইপি অবশ্য এবার একটিও আসন জিততে

উঠেছে জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কেন এমন শোচনীয় পরাজয় তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা

বিরোধী মহাজোটে এবারে সমন্বয়ের অভাব সবথেকে বেশি চোখে পডেছে। প্রথমে আসনবণ্টন



ভোট প্রচারে দুই শরিকের মতানৈক্য

বারবার সামনে এসেছে। রাহুল

গান্ধি, তেজস্বী যাদব, মুকেশ সাহনি

ও বাম নেতারা ভোটার অধিকার

যাত্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তায়

নেমেছিলেন। কিন্তু ভোটের প্রচারে

সেই যৌথ নেতৃত্বের বিষয়টিই উবে

উড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শুধরোয়। কিন্তু

শুনসান কংগ্রেসের সদর দপ্তর। শুক্রবার নযাদিল্লিতে।

ভোটে আরজেডি পেয়েছিল ৭৫টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছিল ১৯টি আসন। লিবারেশন পেয়েছিল ১২টি

গণনার আগে পিকে দাবি

করেছিলেন, তাঁর দল হয় ১০টি

আসন পাবে, নয়তো ১৫০টিতে

জিতবে। জোড়া দাবির একটাও

হয়নি জেডিইউকে নিয়ে ভোট

পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তর মল্যায়ন

ভোটপ্রচারে তিনি জোর গলীয় দাবি

করেছিলেন, জেডিইউ বিহারে

পঁচিশটির বেশি আসন পাবে না।

নীতীশ কুমার আর মুখ্যমন্ত্রী হতে

পারবেন না। ভোটের ফল বলছে,

সন্ধ্যা পর্যন্ত জেতা ও এগিয়ে থাকার

নিরিখে জেডিইউ পেতে পারে

৮৪টি আসন। ২০২০-র বিধানসভা

নিবাচনে পাওয়া আসনের থেকে

যা প্রায় দ্বিগুণ। নীতীশ কুমারের

জোট সঙ্গী বিজেপিও ৯২-এ পৌঁছে

গিয়েছে। ভালো ফল করেছে

বিপরীতে ৩৫-এর নীচে

এলজেপি-আরভিও (২১টি)।

বামেদের মহাজোট।

একইভাবে

নিয়ে আরজেডি-কংগ্রেসের মধ্যে টানাপোডেন তৈরি হয়েছিল। তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্ৰী পদপ্ৰাৰ্থী হিসেবে ঘোষণা করা নিয়েও দুই

গিয়েছিল। যৌথ প্রচারও হয়েছে খব কম। তাছাডা প্রথম দফার ভোট প্রচারের ঠিক আগের দিন রাহুল গান্ধি ভোট চুরি নিয়ে হাইড্রোজেন

আশঙ্কা রয়েছে। বিজেপি নেতারা এই সুযোগে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগেই হার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে পালটা সুর চড়ান। শুধু তাই নয়, রাহুল গান্ধি ভোটার

অধিকার যাত্রার পর বিহার থেকে বেশ কিছুটা সময় দূরে ছিলেন। এই ধারাবাহিকতার অভাব মহাজোটের হারের অন্যতম কারণ বলেই ধারণা ওয়াতিবহাল মহলের। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট এদিন দাবি করেন, মহিলাদের ১০ হাজার টাকা দেওয়ার যে ঘোষণা নীতীশ কুমার করেছিলেন সেদিকে নজর দেয়নি নিবৰ্চন কমিশন। ভূপেশ বাঘেল কাঠগড়ায় তুলেছেন এসআইআরের মাধ্যমে বিহারের ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া ও ২১ লক্ষ নাম নতুন করে ঢোকানোর কথা বলতে নারাজ। এদিন অমিত মালব্য একটি পোস্ট করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ২০০৪ সালে রাহুল গান্ধি সক্রিয় রাজনীতিতে আসার পর থেকে ৯৫ বার কংগ্রেস শোচনীয় ফলের মুখোমুখি হয়েছে। রাহুলের নেতত্বে কংগ্রেস দেশের কোন কোন রাজ্যে কতবার ভোটে ধরাশায়ী হয়েছে তার একটি গ্রাফিক্স চিত্র গেরুয়া শিবির তুলে ধরেছে।

ইস্তফা ইসলামাবাদ, ১৪ নভেম্বর

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবসে শ্রদ্ধা। শুক্রবার প্রয়াগরাজে।

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : বিহার বিধানসভা নিবাচনে একচেটিয়া জয় পেয়েছে এনডিএ। তবে ১১ নভেম্বর ৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত জম্ম ও কাশ্মীরের মোট ৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফলে মিশ্র প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। কোথাও শাসকদল ধরাশায়ী হয়েছে। কোথাও আবার গতবার জেতা যে ৬টি রাজ্যে উপনিবর্চনের ফল ঘোষণা হয়েছে সেগুলি হল রাজস্থান, পঞ্জাব, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খণ্ড, মিজোরাম ও ওডিশা।

আধিকারিককে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানোর রাজস্থানের অন্তার বিজেপি বিধায়ক দল। ওডিশার নুয়াপাড়া কেন্দ্রে

কাঁওয়ারলাল মীনা। উপনির্বাচনে আসনটি ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস। সেখানে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছে বিজেপি। বিআরএস ও বিজেপির সঙ্গে মর্যাদার লড়াইয়ে তেলেঙ্গানার জুবিলিহিলস আসনও হাতের দখলে গিয়েছে। বিধায়কের মৃত্যুতে খালি হওয়া ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলা আসনটি এবারও ধরে রেখেছে রাজ্যের শাসক দলই আসন ধরে রেখেছে। শুক্রবার জোটের প্রধান শরিক জেএমএম। একইভাবে মিজোরামের ডাম্পা আসনটি গিয়েছে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের কাছে।

পঞ্জাবের তরন তারন দখলে রেখেছে আপ। সেখানে কংগ্রেস ও বিজেপিকে টেক্কা দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অভিযোগে পদ খুইয়ে ছিলেন উঠে এসেছে শিরোমণি আকালি

নবীন পট্টনায়েকের দলকে হারিয়ে আসনটি ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। জম্ম ও কাশ্মীরের দুই আসনে

গতবার বিজেডি জিতেছিল। এবার

ভোটের ফল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির শাসকদল ন্যাশনাল কনফাবেন্সেব (এনসি) উদ্বেগ বাড়িয়েছে। গত বিধানসভা ভোটে গান্দেরবল ও বদগাম দুই আসন থেকে জিতে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। বদগাম রেখে গান্দেরবল আসন ছেড়ে দেন তিনি।

ওই আসনে উপনিবচিনে এনসিকে হারিয়ে দিয়েছে মেহবুবা মুফতির পিডিপি। জম্মু অঞ্চলের নাগরোটায় জিতেছে বিজেপি। সেখানে এনসিকে ৩ নম্বরে ঠেলে দ্বিতীয় প্যাস্থার্স পার্টি।

দেখছে বামেরা। বিচারপতির

পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি আতাহার মিনাল্লাহ ও মনসুর আলি শাহ পার্লামেন্টে অনুমোদিত সংবিধানের ২৭তম সংশোধনীতে আপত্তি জানিয়ে বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ সংবিধানের এই সংশোধনী বিচারবিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করল ও সবেচ্চি আদালতের ক্ষমতা কমিয়ে দিল। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে জনসাধারণকে সতর্কও দিয়েছেন।

বিচারপতি মিনাল্লাহ সংশোধনীটিকে পাক সংবিধানের ওপর গুরুতর আঘাত বলে ইস্তফাপত্রে অভিহীত করে লিখেছেন, 'যে সংবিধান রক্ষার শপথ আমি নিয়েছিলাম, সেই সংবিধান আর নেই। আমরা যে পোশাক পরি তা অলংকারের চেয়েও অনেক দামি। এই পোশাক আমাদের প্রতি আস্থার স্মারক হিসেবে কাজ করে। এজন্য আমরা ভাগ্যবান। নতুন যে ভিত্তির ওপর সংবিধান তৈরি হচ্ছে তা ওই সংবিধানের কবরের ওপর দাঁড়িয়ে।'

বিচারপতি শাহ লিখেছেন্ 'সংবিধানের সংশোধনী বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। খর্ব করেছে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা। এমন আদালতে তিনি কাজ করতে পারবেন না। বর্তমান সংশোধনীর ফলে পাক সুপ্রিম কোর্টের মাথার ওপরে থাকছে ফেডারাল কনস্টিটিউশনাল কোর্ট (এফসিসি)।

জেলে বসেই জয়

ফলে ইঙ্গিত বিরোধী মহাজোটের নেমে গিয়েছে আরজেডি-কংগ্রেস-

কাছে মোকামা কেন্দ্রে আবারও নিজের দাপট দেখালেন 'বাহুবলী' অনন্তকুমার সিং। ভোটের মাত্র পাঁচ দিন আগে প্রতিপক্ষ দলের কর্মীকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেও জেডিইউ

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : পাটনার আরজেডি প্রার্থী বীণা দেবী. 'বাহুবলী সুরজভান সিংহের স্ত্রী। তিনি অনন্তের কাছে ২৮ হাজারের বেশি ভোটে হেরে গিয়েছেন। তৃতীয় স্থানে পিকের দলের প্রার্থী প্রিয়দর্শী পীযূষ। নানা মামলা ঝুলে থাকা সত্ত্বেও অনন্তের জয়ের প্রার্থী অনন্ত বিপুল ব্যবধানে জিতেছেন। জোয়ারে মোকামা যেন উৎসবমুখর ২০০৫ সাল থেকে মোকামায় তাঁর হয়ে উঠেছে। আবারও প্রমাণ হল, প্রভাব অটুট। দল বদলালেও কখনও এই এলাকায় 'ছোটে সরকার'-এর হারেননি। এবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রভাব অটুট।

লেপচাদের

বাদ্যযন্ত্র পেল



পানামার মিনি-

সিংহ বাদুড়

ঠোঁটওয়ালা বাদুড় যেন লোমশ

পেভুলামের মতো ঝুলে থাকে।

আর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে

ব্যাং শিকার করে! সম্প্রতি এই

আবিষ্কার রাতের শিকারের

ধারণাকে বদলে দিয়েছে। জানা

বাদুড়রা কতটা কৌশলী হতে

ধরা পড়েছে এই দৃশ্য। বাদুড়রা

লেজ গুটিয়ে চুপচাপ ঝুলে

থাকে, তারপর শিকারকে চমকে

দিয়ে ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তারা শব্দের প্রতিধ্বনি ব্যবহার

না করে ব্যাঙের ডাক শুনেই

শিকার করে। প্রধান গবেষক

রাচেল পেজ বলেছেন, 'এরা যেন

বনের ওপরে থাকা মিনি চিতা।

এই বাদুড়রা তাদের আকারের

দ্বিগুণ শিকার করতে পারে। এটি

তাদের বিবর্তনে টিকে থাকার এক

কৌশল। এই আবিষ্কার বন্যপ্রাণীর

অদ্ভুত জগৎকে আবার সামনে

কোহিনুর নিয়ে

দিদিমার খোঁচা

ঐতিহাসিক দুর্গে আসা ব্রিটিশ

পর্যটকদের কলা হাতে নিয়ে ঘিরে

ধরে প্রশ্ন করছেন, 'কোহিনুর

হিরে কবে ফেরত দিচ্ছেন?' এই

ভিডিওটি এখন ভাইরাল, যেখানে

ঔপনিবেশিক ক্ষোভের সঙ্গে

মিশে আছে দিদিমার মিষ্টি হাসি।

ইতিহাস শিক্ষা যে কত মজাদার

বেকল দুর্গে এই ভিডিওটি তোলা

হয়। ৭২ বছরের লক্ষ্মী আম্মা

দুই বিদেশি পর্যটককে দেখেন।

কোনওরকম দ্বিধা না করে তিনি

আমাদের কোহিনুর, গোলমরিচ,

সবকিছু লুট করেছে! হয় ফেরত

দাও, নয়তো কলা কিনে যাও।'

পর্যটকরা হতভম্ব হলেও হেসে

চার্লসের সঙ্গে কথা বলব!

দিদিমার এই হালকা খোঁচা এখন

জবাব দেন, 'আম্রা

'ইংলিশরা

রাজ

সরাসরি বলেন,

নভেম্বরের শুরুতে কেরলের

হতে পারে, তারই প্রমাণ এটি।

কেরলের এক দাপুটে দিদিমা

শিকারের সময়ও

ক্যামেরায়

গিয়েছে.

এনেছে।

পানামার জঙ্গলে ঝালর

বেঙ্গালুরুর সবুজ ধূমকেতু



বেঙ্গালুরুর আকাশপ্রেমীর কচলাচ্ছেন। সম্প্রতি রাতের আকাশে সেখানে দেখা একটি সবুজ-নীল রঙের ধূমকেতু, যা আগে কেউ দেখেননি! এ যেন মহাজাগতিক এক শিল্পী অনুমতি ছাড়াই রং করে দিয়েছে আকাশটাকে। শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রিয়া রাও তাঁর ছাদ থেকে প্রথম এই ধূমকেতুর ছবি তোলেন। দীপাবলির আলোর বিপরীতে উজ্জ্বল সেই বস্তুটি মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। ইসরো-র অবজারভেটরি জানিয়েছে, এটি সম্ভবত উরট ক্লাউড থেকে আসা কোনও ধুমকেতুর অংশ, যা বৃহস্পতির টানে আমাদের দিকে এসেছিল এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুড়ে গিয়েছে। কোনও বুঁকির খবর নেই। তবে এর বণালির বিশ্লেষণ থেকে জানা যাচ্ছে, এতে অদ্ভূত বরফ বা জৈব যৌগ থাকতে পারে। সমাজমাধ্যমে এটি নিয়ে জল্পনা ছড়াচ্ছে। কেউ বলছেন ভিনগ্রহীদের যান, কেউ বলছেন পরীক্ষার জন্য শুভ লক্ষণ!



চিনে কুং-ফু রেস্তোরাঁর যুদ্ধ

ওয়েটাররা তারে সোমারসল্ট খাচ্ছে, কুং-ফু কায়দায় খাবার পরিবেশন করছে, আর অতিথিদের 'তরুণ বীর' বলে ডাকছে! নভেম্বর ২০২৫-এর এই ভাইরাল হওয়া রেস্তোরাঁটি কেবল খাওয়ার জায়গা নয়, এটি যেন এক সরাসরি মাশলি আর্ট উপন্যাস, যেখানে হাসি-তামাশা আর অ্যাক্রোব্যাটিক্সের মিশ্রণ।

চেংডু-র 'হিরো'স ফিস্ট' রেস্তোরাঁর কর্মীরা যেন সিনেমার স্টাইলে টেবিলে লাফিয়ে পড়ছেন, তলোয়ারের ভঙ্গিতে চপস্টিক করছেন। গ্রাহকরা কিউআর কোড স্ক্যান করে নানা চ্যালেঞ্জ জিতে ছাড পান। মালিক ওয়েই বলেছেন. 'খাবার হল নায়ক, তবে এই দর্শনীয়তা মান্যকে টানে।' সমালোচকরা এটিকে বাড়াবাড়ি বললেও ভক্তরা বলছেন, এটা যেন অ্যালগরিদমের যুগে এক দারুণ বিনোদন। যাঁরা একট অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন এবং খেতে খেতে অ্যাকশন দেখতে চান, তাদের জন্য এই রেস্তোরাঁ এক্কেবারে খাপে-খাপ!



ওবিসি মোর্চা

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর: শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির কার্যালয়ে দলের ওবিসি মোচার সাংগঠনিক বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি মিঠু দাস, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্না সহ অন্য নেতারা। বিভিন্ন আসন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। এছাড়া বিশেষ করে এসআইআর নিয়ে দলের কর্মসূচি প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

ইউনিটি মার্চ

कालाकांगे ५८ नाज्यत • श्वकतात कालाकांगे कालाक प्रमात तन्नत्रजां প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে ইউনিটি মার্চ হল। কর্মসূচির উদ্যোক্তা কলেজের এনএসএস (ইউনিট-২)। কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে ইউনিটি মার্চের সূচনা করেন টিআইসি ডঃ প্রদীপকুমার অধিকারী। ক্যাম্পাসে ইউনিটি মার্চ শেষে পড়য়ারা মাঠে জড়ো হন। তাঁদের সামনে বল্লবভাই প্যাটেলের অবদান নিয়ে আলোচনা করেন এনএসএস-এর প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক পাপন সরকার ও টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি অধ্যাপক অভিরঞ্জন বর্মন।

বন্দুক হাতে বিডিও'র গাড়ি চেপে ছিনতাই

ফের বিতর্কে প্রশান্তর নাম

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : পুরোনো একটি ছিনতাই ও নোলাবাজিব মামলায় রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের নাম নিয়ে আবার টানাহ্যাঁচড়া শুরু হয়েছে। সেই মামলায় বিডিও'র তৎকালীন নিরাপত্তারক্ষী এবং গাড়ির চালকের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

২০২৪ সালের ৬ এপ্রিল আমবাড়ি ফাঁড়িতে (বর্তমানে যা ভোরের আলো থানা) একতিয়াশালের বাসিন্দা সমীরকুমার সিংহ নামে এক ব্যক্তি ছিনতাই এবং তোলাবাজির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগ, ওই সময় বিডিও যে ভাড়ার গাড়িতে চড়তেন সেই গাড়ি ব্যবহার করে তোলাবাজি এবং ছিনতাই করা হয়েছিল। আর ওই সময় বিডিও'র যে নিরাপত্তারক্ষীরা ছিলেন, তাঁদের মদতেই গোটা ঘটনা ঘটেছিল। অভিযুক্ত তিনজন নিরাপত্তারক্ষীই আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের অধীনস্ত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে সাসপেন্ড করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছিল। কিন্তু যে গাড়ি ব্যবহার করে কাজ করা হল সেই গাড়ির চালক কিংবা মালিক

বিহারের

জয়ে উৎফুল্ল

বিজেপি

আমল দিচ্ছে না বাংলার শাসকদল

তাদের যুক্তি, বিহার ও বাংলার

আলাদা। প্রধানমন্ত্রীর কথার জবাবে

রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা

ভট্টাচার্য বলেন, 'এত উত্তেজনার

কারণ নেই। প্রধানমন্ত্রী দুঃস্বপ্ন

দেখছেন। এরাজ্যের মানুষকে

বঞ্চিত করে রেখেছে কেন্দ্রীয়

সরকার। আগামী বিধানসভা

নিবর্চিনে তার যোগ্য জবাব রাজ্যের

দেখছেন।

পারেন, কিন্তু বাংলায় ভোট হয়

উন্নয়ন দেখে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা

মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে

দিয়েছেন। ভোটের ফলাফল নির্ভর

করবে সেই প্রেক্ষিতের ওপর।

করে বাংলায় বিজেপি জিততে

ভোটমুখী কেরল, তামিলনাডু,

পুদুচেরি এবং অসমের জন্য

একই বাতা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিহারে বিপুল জয়ের আভাস

পাওয়ার পর সকাল থেকেই ভিড

বাডতে থাকে দিল্লির বিজেপি

সদর দপ্তরে। ব্যান্ড ও ঢাকের

তালে শুরু হয়ে যায় উৎসবের

প্রস্তুতি। দলীয় কর্মীরা খাঁটি বিহারি

ঢঙে গাজা-বাজা নিয়ে নাচতে

বিহারি স্বাদ। ছাতুর পরোটা,

লিট্টি-চোখা এবং জিলিপির মতো

ঐতিহ্যবাহী বিহারি পদ দিয়ে

সন্ধ্যায় মোদির সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত

হন বিজেপি জাতীয় সভাপতি

জেপি নাড্ডা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত

শা ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ

সিং। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে

বলেন, 'আজকের জয় বিহারের

মা-বোনেদের, যারা এতদিন

'এই নিবাচন দেশের নিবাচন

কমিশনের প্রতি জনতার আস্তাকে

আরও শক্তিশালী করেছে।' শেষে

তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার নেতৃত্ব দিয়ে বিহারকে

এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। জিতনরাম

মাঝি, উপেন্দ্র কুশওয়াহা, চিরাগ

নবনীতা মণ্ডল, অরূপ দত্ত ও

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়)

অসাধারণ

(তথ্য সহায়তা :

আরজেডি'র জঙ্গলরাজ

প্রধানমন্ত্রীর

পাসোয়ান সবাই

নেতৃত্ব দিয়েছেন।'

করেছেন।'

আপ্যায়নের আয়োজন

খাবারের ব্যবস্থাতেও ছিল

শুরু করেছিলেন।

বাংলার মতোই আগামী বছর

কমিশনকে হাতিয়ার

শিল্পমন্ত্ৰী

বিজেপি'র এই তত্ত্বে অবশ্য

প্রেক্ষিত

সম্পূৰ্ণ

নেতারা

দেখতে

প্রতিটি

প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক

মানুষ দেবে।'

দিবাস্বপ্ন

নিবচিন

পারবে না।'

রাজ্যের

পাঁজা বলেন, 'বিজেপি

বন্দোপাধাায় বাংলার

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। আপাতত মামলাটির তদন্ত করছে শিলিগুডি পলিশের গোয়েন্দ বিভাগ। কিন্তু ঘটনার পর প্রায় দেড় বছর কেটে গেলেও এখনও কোনও পদক্ষেপ না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

তবে কি প্রভাবশালী বিডিও'র নাম জড়ানোতেই পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি? প্রশ্ন উঠছে। যদি বিডিও'র কোনও যোগ না থাকে, তবে তিনিই বা কেন ঘটনা জানার পর কোনও পদক্ষেপ করেননি, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিডিও প্রশান্ত বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'আমি এই বিষয়ে না জেনে কিছু বলতে পারব না।'

গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্ম দেখেন শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (সদর) তন্ময় সরকার। এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজেরও জবাব দেননি।

২০২৪ সালের ৬ এপ্রিল কাপড় ব্যবসায়ী সমীর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার কাপড় নিয়ে আমাবাড়ি ক্যানাল রোড ধরে বাডি ফিরছিলেন।

কাউকেই এখনও গ্রেপ্তার করতে অভিযোগ. হঠাৎই রাতে একটি নীলবাতির গাড়িতে (ডব্লিউবি ৭২-ডব্লিউ ৯৮৯৩) চেপে তিনজন

কী ঘটেছিল

■২০২৪ সালের ৬ এপ্রিল কাপড় ব্যবসায়ী সমীর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার কাপড় নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন

 অভিযোগ, হঠাৎই একটি নীলবাতির গাড়িতে চেপে তিনজন বন্দুকধারী এবং এক ব্যক্তি এসে তাঁর গাড়ি আটকায়

 একজন তাঁর বুকে বন্দুক ধরে এবং বাকিরা কাপড় লুট করে পালিয়ে যায়

বন্দুকধারী এবং আরও একজন ব্যক্তি এসে তাঁর গাড়ি আটকায়। একজন তাঁর বুকে বন্দুক ধরে এবং বাকিরা সমস্ত কাপড় লুট করে পালিয়ে যায়। সেই ব্যবসায়ী পরের দিন পুলিশের কাছে যান। তাঁকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়। ওই সময় ব্যবসায়ী খবর পান রাজগঞ্জের বিডিও

অফিসে একই নম্বরের গাড়ি দাঁডিয়ে রয়েছে। খবর পেয়ে ব্যবসায়ী সেখানে গিয়ে দেখতে পান যে গাড়িতে দুষ্কৃতীরা এসেছিল সেই গাড়িটি সেখানেই রয়েছে। সামনে 'বিডিও রাজগঞ্জ বোর্ড লাগানো রয়েছে। যারা গিয়েছিল তারাও সেখানে পলিশের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরপরেই তিনি এসে তৎকালীন আমবাড়ি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ঘটনায় পুলিশের লোকই জড়িত রয়েছে। আর বিডিও'র গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। এরপরেই এফআইআর দায়ের হয়। তারপর থেকে মামলাটি হিমঘরে

পড়ে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে **শিলিগু**ড়ির বিরোধীরাও। বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'রাজ্যের একজন প্রথম সারির আমলার বিরুদ্ধে খুন, লুটপাটের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার চুপ। তাহলে কী এর পেছনে বড় কিছু রহস্য রয়েছে। কেঁচো খুড়তে কেউটে বের হয়ে যাবে দেখে কী সরকার প্রভাবশালী আমলার নাম জড়িয়েছে দেখেই হয়তো পুলিশও পদক্ষেপ করেনি।'

তালাবন্ধ

বাগানের লোদো লাইনের

বাসিন্দা ওই শ্রমিক বলেন, 'এর

আগেও বিনা কারণে স্কুল বন্ধ রাখা

হয়েছিল। কয়েক দিন তো মিড-ডে

মিলের খাবার দিয়ে স্কল ছটি দিয়ে

দেওয়া হয়েছে। আমরা অভিযোগ

করলে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে

বলা হয়েছে বাচ্চাদের প্রাইভেট

টিউশনিতে ভর্তি করতে।' এবার

সেখানকার অভিভাবকদের প্রশ্ন,

বাইরে কাজ করে কোনওমতে

সংসার চলে, তার মধ্যে প্রাইভেট

রাখার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে

দাবি করেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক

দিলদার রহমান। তিনি বলেন, 'আমি

প্রায় এক বছর আগে স্কুলের দায়িত্ব

নিয়েছি। আগে স্কুলে ১৬ জন পড়য়া

ছিল। এখন তা বেডে দাঁডিয়েছে

৩৪। আমরা তো অভিভাবকদের

বাড়িতে গিয়ে বলি ছেলেমেয়েদের

নিয়মিত খোলা থাকে বলে দাবি

অভিভাবক মহলের। তবে গত

কয়েক বছরে পড়য়ার সংখ্যা

কমেছে ওই স্কুলে। বাগানের স্টাফ

কোয়ার্টার লাইনের বাসিন্দা তথা

ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র প্রকাশ

লোহার জানালেন, আগে স্কুলে

প্রায় ২০০ জন পড়য়া ছিল। এখন

কমে হয়েছে ৩২ জন। সেই স্কলের

প্রধান শিক্ষক জয় আচার্য জানালেন,

আরও একজন শিক্ষক থাকলেও

তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। স্কুলে

আসতে পারেন না। তাই স্কুল

সামলানোর পাশাপাশি অফিশিয়াল

সব কাজ তাঁকেই সামলাতে হয়।

স্কলে শ্রেণিকক্ষ থাকলেও শিক্ষক

কম থাকায় একটি স্কুলঘরেই সব

পড়য়াকে বসাতে হয়।

নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলটি অবশ্য

নিয়মিত স্কুলে পাঠাতে।'

যদিও মাঝে মাঝে স্কুল বন্ধ

কোচিংয়ের খরচ জুটবে কীভাবে?

প্রথম পাতার পর

টুংবুক এবং পুনটুং পালিত যন্ত্ৰ দুটি জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রদান করা হয়েছে। দার্জিলিং চা এবং

১৪ নভেম্বর

ট্যাগ পেল লেপচা জনজাতির অন্যতম দোতারার মতোই

প্রথম উপজাতি ব্যবসায়িক সম্মেলনে কালিম্পং, দার্জিলিং এবং সিকিম

এই দুটি বাদ্যযন্ত্রকে জিআই ট্যাগ পাহাড়েই লেপচা জনজাতির মানুষ

পাহাড়ের মুকুটে যোগ হল নয়া

পালক। ভৌগোলিক নির্দেশক বা

জিওলজিক্যাল ইন্ডিকেশন (জিআই)

দুটি বাদ্যযন্ত্র টুংবুক এবং পুনটুং

পালিত। বুধবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত

আগেই জিআই তকমা পেয়েছিল। ট্যাগ প্রাপ্তিতে উচ্ছসিত সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং (গোলে) সিকিমের লেপচা জনজাতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'ভারত সরকারের স্বীকৃতি আমাদের রাজ্যের জন্য বিরাট গর্বের মুহুর্ত এবং সিকিমের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রমাণ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আদিবাসী ঐতিহ্য

এই স্বীকৃতি নিয়ে লেপচা উন্নয়ন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তথা কালিম্পংয়ের বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা বলেন, 'এটা মূলত সিকিম থেকে আবেদন হয়েছিল। তবে, এই দুটি বাদ্যযন্ত্ৰ জিআই ট্যাগ পাওয়ার ঘটনা সমস্ত লেপচা জনজাতির কাছেই

গর্বের বিষয়।

নিজেদের সংস্কৃতি তুলে ধরতে এই দটি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করে থাকেন। এই দুটি বাদ্যযন্ত্রকে জিআই ট্যাগ এদিকে, দুটি বাদ্যযন্ত্রের জিআই দেওয়ার দাবি জানিয়ে প্রায় তিন বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মৃতাঞ্চি লোম আল সেজুম (এমএলএএস) সংগঠনের সভাপতি উগেন পালজোর লেপচা এবং সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ন্যামগেল লেপচা আবেদন জানিয়েছিলেন।

পাহাডের লেপচা সম্প্রদায়ের অত্যন্ত

পরিচিত বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে টংবক এবং

পুনটুং পালিত। টুংবুক অনেকটা

বাদ্যযন্ত্র। অন্যদিকে, পুনটুং পালিত

হল একটি বাঁশি।

তিনতাবেব

জিআই ট্যাগ পাওয়ার পর এমএলএএস এক প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, অনেক প্রত্যাশার ফল এই জিআই ট্যাগ প্রাপ্তি। প্রায় তিন বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় আবেদন করা, বাদ্যযন্ত্রের প্রদর্শন, অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়ার পরেই এই স্বীকৃতি মিলেছে। এই স্বীকৃতি শুধু গর্বিত করেছে বা আমাদের লেপচারাই কেবলমাত্র এই বাদ্যযম্ত্রের ব্যবহার করতে পারবেন সেটাই নয়, বরং সেগুলিকে সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টাকেও নিয়ে আরও এগিয়ে যেতে সাহস জোগাবে।



জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : সেইমতো বিহারের ভোটে বিজেপির সাফল্যের দিনে বঙ্গ বিজেপিকে চরম হুঁশিয়ারি দিল কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি। নভেম্বরের মধ্যে পৃথক কামতাপুর রাজ্য গঠন এবং সংবিধানের অষ্টম কামতাপুরি ভাষার নিয়ে কেন্দেব সদর্থক অন্তর্ভক্তি পদক্ষেপ চেয়েছে এই সংগঠন। হুঁশিয়ারির কায়দায় বেঁধে দিয়েছে সময়সীমা। এতে কাজ না হলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কেপিপি-র কেন্দ্রীয় কমিটি বৈঠক ডেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে তারা। বর্মনের প্রসঙ্গ উঠে আসে সাংবাদিক শুক্রবার জলপাইগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে। এই বিষয়ে সন্ডোষ বলেন, বৈঠক করে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্রীয় পেয়ে যেতে পারেন না। এদিনের কমিটির প্রচার সচিব সন্তোষকুমার সাংবাদিক বৈঠকে কেপিপি-র

বিজেপিও ভোটের মুখে পৃথক রাজ্য করে দেওয়া সহ অস্তম তফশিলে ভাষাকে অন্তর্ভক্ত করার মতো ভরিভরি আশ্বাস দিয়ে থাকে। নভেম্বর পর্যন্ত বিজেপি ও কেন্দ্র সরকারকে দাবি পুরণের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে কেপিপি

সাংবাদিক সম্মেলনের এই দাবি শুনে বিজেপির উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলার সাংগঠনিক কনভেনার বাপি গোস্বামী বলেন, 'রাজ্য কামতাপুরিদের বঞ্চনা করছে।' এদিন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত রাজবংশী আবেগ তুলে যে কেউ পার বর্মন। ২০০৯ সাল থেকে একাধিক জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি অধীর নির্বাচনে বিজেপিকে উত্তরবঙ্গে বর্মন, আজিজুল ইসলাম সহ আরও



শিশু দিবসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার দিল্লিতে।- পিটিআই

প্রথম পাতার পর

এরপর আজ এখান থেকে জানিসারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।' জানিসারের এমবিবিএস পড়ার খরচ কীভাবে জোগাড় হয়েছে. সে বিষয়েও তদন্তকারী দল তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বলে

পরিবারের অন্য সদস্যরা জানান জানিসার সাধারণত লুধিয়ানাতেই বাবা-মা ও দিদিকে নিয়ে থাকেন। দিদি এমএ পাশ করে সেখানকার একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। দিদির বিয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত করতেই জানিসার মা ও দিদিকে নিয়ে ডিসেম্বরেই দিদির বিয়ের কথা। কিন্তু পরিবার চিন্তায় পড়েছে। এদিন ভরসা করছে।

কোনাল গ্রামে জানিসারের বাড়িতে গেলে তাঁর মা ও দিদিকে পাওয়া যায়নি। গ্রেপ্থারের খবর শোনার পর থেকেই তাঁরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বলে এক আত্মীয় জানান।

স্থানীয় বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ বলেন 'জানিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ওঁর আত্মীয় আবুল কাশিমের কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারি। এনআইএ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শিলিগুড়িতে নিয়ে গেছে বলে প্রশাসনিক মহল থেকে জানতে পেরেছি। এর বেশি কিছু জানি না। আবুলের অবশ্য আশা, 'তদন্তকারী বুধবার গ্রামে এসেছিলেন। আগামী দল ওকে ছেড়ে দেবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।' আপাতত ওই তার আগেই জানিসার গ্রেপ্তার হওয়ায় চিকিৎসকের পরিবার এই আশাতেই

সেই ভিত্তিতেই ওর তালিকায় নাম এসে থাকতে পারে। তাই এবিষয়ে আমার কিছ জানার কথা নয়।' দিনহাটা-২'এর বিডিও নীতীশ তামাংও এবিষয়ে কিছুই জানেন ना বলে দায় এডিয়েছেন। দিল্লির *नानरिक्चात अमृ*रत विरश्मातर्गत পরই দেশজুড়ে এনআইএ হানা দেয়। গত বুধবার ভোরে এনআইএ'র তিন সদস্যের বিশেষ টিম হানা দেয় দিনহাটা মহকুমার সীমান্ত গ্রাম নয়ারহাটের নান্দিনায়। সেখানে আরিফ হোসেন নামে এক তরুণের বাডিতে চার ঘণ্টার বেশি বিশেষ অভিযান চালায়। সেখানে আরিফের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ তার যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষানিরীক্ষা করে। কার্ড বাজেয়াপ্ত করে এনআইএ। আর এনআইএ'র অভিযানের দেওয়া 'সিজার লিস্টে' আরিফের বিরুদ্ধে রাখলেন তা নিয়ে বাড়ছে জল্পনা।

ধারা দেওয়া হয়েছে তার

বেশিরভাগটাই জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ। এনআইএ'র সূত্রে জানা গিয়েছে আরিফের বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে ঘাঁটি গাড়ার কথা। এর আগে ২০২৩ সালে গুজরাটের একটি কাপড় মিলে হানা দিয়ে চারজনকে অনুপ্রবেশকাবী হিসেবে ধরে এনআইএ। যারা জঙ্গি সংগঠনকে ফান্ডিং করত। আর সেই সূত্র ধরেই আরিফের কাছে পৌঁছায় তারা। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার আরিফের বাংলাদেশের পরিচয় স্বীকার করে নিয়েছেন তার শাশুডি সায়রা বিবি নিজেই। স্বাভাবিকভাবেই একদিকে যখন এসআইআরের আবহ, তখন বাংলাদেশি সন্দেহভাজন জঙ্গি কী তার একটি মোবাইল ফোন ও সিম করে এতরকম সুবিধা লাভ করতে পারে? আর সর্বাই সব জেনেও প্রশাসনকে কেনই বা অন্ধকারে

সমর্থন করেছেন কামতাপুরিরা। অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবস উপলক্ষ্যে আলিপ্রদুয়ার জংশন ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালে শুক্রবার ধাপে ডায়াবিটিসের বোঝা এবং উপস্থিত হাসপাতালের সিএমএস ডাঃ এএম স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনষ্ঠিত হয়।

রাম সহ অন্যান্য চিকিৎসক, নার্স এবং সাধারণ মানুষ। হাসপাতালের সিনিয়ার মেডিকেল অফিসার ডাঃ একটি সচেত্রতামলক সেমিনারের জীবেশকমার সরকার জানান. আয়োজন করা হয়। এই বছরের ভায়াবিটিস কেবল একটি রোগ নয়, থিম, 'ডায়াবিটিস অ্যাক্রস লাইফ এটি সারাজীবন নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো স্টেজেস'। এদিন জীবনের প্রতিটি একটি অবস্থা। শিশু থেকে প্রবীণ, প্রতিটি বয়সেই এর প্রভাব ভিন্ন, সেটি নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব নিয়ে বিশদ তাই সচেতনতা ও নিয়মিত চিকিৎসা আলোচনা করেন চিকিৎসকরা। গুরুত্বপূর্ণ।সেমিনারের শেষে উপস্থিত ছিলেন রোগীদের জন্য বিশেষ সেশন এবং

ভোট দাও, নারীর প্রাপ্তি অতটুকুই

ক্ষমতায় আসার পর বিহারে নীতীশের মদ নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তও দেহাতি মহিলাদের অকণ্ঠ সমর্থন কড়িয়েছিল। পঞ্চায়েতে ৫০ শতাংশ নারী সংরক্ষণের ভূমিকাও কম নয়। বাংলায় মুমুতা বন্দোপাধায়েব পাথির চোখও মহিলারা। তাঁর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বোড়ে যে মহিলা ভোটব্যাংক তৈরির খেলায় কিস্তিমাত করেছে, গত কয়েকটি নির্বাচন প্রমাণ করে দিয়েছে। সামান্য করে হলেও ভাণ্ডারের ভাতার পরিমাণ বাড়ছে। ২০২৬-এর বিধানসভা নিবাচনের আগে আরও এক দফা বাডবে নিঃসন্দেহে। এই খেলা বিরোধীরাও বোঝে, খেলে। বিহারে মহাগঠবন্ধনের নির্বাচনি ইস্তাহারে তাই লক্ষ্মীর দিয়েছে ১৩ জন করে মহিলা প্রার্থী।

মাসে ২৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। শুভেন্দু অধিকারীও কখনো-কখনো বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা বেড়ে ২৫০০ টাকা হবে। স্বনির্ভরতা আর আত্মমর্যাদার নামে এই ভাতা বা অনুদান দিয়ে যে মহিলা ভোট পক্ষে আনা যায়, তা প্রমাণিত।

যে বৈপরীত্যের কথা বলছিলাম. তা হল- মহিলা ভোটার ধরতে ঘোরে, তা হল- মহিলা বলে নয়, জয়ী রাজনৈতিক দলগুলির এই তৎপরতার দশ ভাগের এক ভাগও প্রার্থী বাছাইয়ের অগ্রাধিকারে নেই। বিহারে তাচ্ছিল্যের এর চেয়ে বড় প্রতিফলন এবারের ভোটে লডাইয়ে ছিলেন ২,৩৫৭ জন পুরুষ প্রার্থী। কিন্তু মহিলা মাত্র ২৫৮ জন। বিজেপি ও জেডিইউ

ভাণ্ডারের ধাঁচে মাই-বহিন যোজনায় কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থী মাত্র ৫, আরজেডি'র ২৩। বাংলায় ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যান ধরলে মোট প্রার্থীর ১১ শতাংশ মহিলা। তবু তৃণমূলের মহিলা অগ্রাধিকারের নীতিতে এরাজ্যে অবস্থাটা সামান্য ভালো। তার মানে? ভোটে জিততে যাঁদের দরকার, তাঁদের জনপ্রতিনিধি করায় তত গা নেই। এজন্য বিহারে যে যক্তি প্রায় সব দলের মখে মখে হওয়ার সম্ভাবনা বিচার করে প্রার্থী ঠিক করা হয়েছে। মেয়েদের প্রতি আর কী হতে পারে! মেয়েরা পারবে না জাতীয় এই মনোভাব বাংলাতেই কি কিছ কম! নারীর ক্ষমতায়নের গালভরা কথা বলে পঞ্চায়েতে মহিলা

সংরক্ষণ চালু হয়েছিল বাংলায়। বাস্তবে অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধানের দায়িত্ব সামলান তাঁদের স্বামীরা। তাঁরা প্রধানের চেয়ারে বসার আস্পর্ধাও দেখান। মোদ্দা গল্পটা হল, নারীর ক্ষমতায়ন মানে কিছ অনুদান, কিছ ভাতা।জনপ্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতার ভাগ দেওয়ার বেলায় লবডঙ্কা।

নারী ভোটে জেতানোর যন্ত্র মাত্র। এই যন্ত্র হিসাবে কাজ করার জন্য মহিলাদের প্রাপ্য ভাতা বা অনদান বা কোনও সামাজিক প্রকল্প। কিন্তু জীবিকা? পুরুষেরই কর্মসংস্থান নেই, মহিলার হবে কোখেকে! পুরুষরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিনরাজ্যে যাবেন। মহিলারা সংসার সামলাবেন ঘরে। সেই নারী ভাতা নেবে, বিনিময়ে শাসককে ভোট দেবে। যদিও বলতে

কল্যাণে মহিলাদের আত্মমর্যাদা বোধ কিছু তৈরি হয়েছে। স্বনির্ভরতার স্যোগ তার অন্যতম কারণ।

বিহার ঘুরে আসা সাংবাদিকদের কাছে শুনলাম, সেখানে পুরুষরা আক্ষেপ করেন, নীতীশের ভাতা পেয়ে ঘরের মহিলারা আর তাঁদের কথা শোনে না। জাতপাত না মেনে ভোট দেয়। নিজেদের ইচ্ছেমতো খরচ করে। ভোটের স্বার্থে খেলার সযোগে এটা নিশ্চয়ই নারীর সাফল্য। তবে সেই সাফল্যের ওপর ভর করে তৈরি ক্ষমতার ইমারত থেকে মহিলারা দরেই থাকেন। একজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা একজন রেখা গুপ্তা থাকা মানেই তো ক্ষমতায়নে নারীর যথার্থ অংশীদাবি নয়।

রয়েছে। শহরজডে চলছে তল্লাশি.

দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর তিনি বাড়িতে এসেছিলেন। অন্যদিকে, মিডিয়ায় বিস্ফোরণের শুক্রবার পর্যন্ত ওই সংখ্যা ২০।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা দাবি করেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিচ্ছে। সুইৎজারল্যান্ড-ভিত্তিক এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপ থ্রিমারের মাধ্যমে উমর, মুজাম্মিল গনাই এবং শাহিনা সইদ যোগাযোগের তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে। উমর আবার কয়েকজনকে নিয়ে একটি ছোট সিগন্যাল গ্রুপ পরিচালনা করতেন। যে গ্রুপে গোপন বার্তা, বিস্ফোরক তৈরির উপকরণ সংগ্রহ ও অপারেশনের তথ্য আদানপ্রদান হত।

ঘটনার পর পাঁচদিন কেটে গেলেও দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায়

নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে সংসদ ভবন, ইন্ডিয়া গেট, সুপ্রিম কোর্ট, সমর্থনে পোস্ট করার অভিযোগে রেড ফোর্ট সহ দিল্লির সুব গুরুত্বপূর্ণ অসমে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়ছে। এলাকায়। উমরের বিস্ফোরণের আগের দিনের প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যালোচনা করতে গিয়ে দিল্লি পুলিশের হাতে ৫০টিরও বেশি সিঁসিটিভি ফুটেজ এসেছে, যাতে তাঁর শেষ রাতের রোডম্যাপ স্পষ্ট। ফরিদাবাদ থেকে রওনা হয়ে নুহ জেলার ফিরোজপুর ঝিরকায় গাড়ি থামিয়ে রাস্তার ধারের দোকান থেকে খাবার কেনা, দীর্ঘসময় গাড়িতে কেনাকাটা এত ধীরে ও বিচ্ছিন্নভাবে সকালে বাদরপুর সীমান্ত দিয়ে দিল্লিতে

বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত উমরের পাঁচটি মোবাইল বন্ধ ছিল। ফরিদাবাদের এখনও আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুটি ঘর থেকে উদ্ধার ডায়েরি ও আনা হয়েছিল বলেও প্রমাণ মিলেছে।

ঢোকার ছবি ওতে ধরা পড়েছে।

চেকপোস্টগুলিতে কড়া নজরদারি। নোটে সংখ্যার ধারাবাহিকতা, কোড, তারিখ ইত্যাদিতে একাধিক হামলার পরিকল্পনার ইঙ্গিত আছে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।

উমরের হাতে সংগৃহীত নগদ ২৬ লক্ষ টাকায় প্রায় ২৬ কইন্টাল এনপিকে সার কেনা হয়েছিল। ক্ষক ও খনিক্মীর পরিচয় দিয়ে তিন-চার মাস ধরে হরিয়ানার নুহ, ফরিদাবাদ, গুরুগ্রাম ও উত্তরপ্রদেশের সাহারনপরের বিভিন্ন দোকান থেকে অল্প অল্প করে কেনা হয় ওই রাসায়নিক। তদন্তকারীরা বলছেন, অপেক্ষা এবং অবশেষে ১০ নভেম্বর করা হয়েছে যেন দোকানদারদের সন্দেহ না হয়। অন্তত তিনজন সার ডিলারকে চিহ্নিত করা হয়েছে. যাঁরা অনলাইনে টাকা পেয়েছিলেন।

উমরদের ২০ লক্ষ টাকার তহবিলের একাংশ দিয়ে শ্রীনগর আল ফালাহ মেডিকেল কলেজের থেকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও কার্তুজ





মাংসভাত. বসগোল্লায় ভুরিভোজ শিশু দিবসে

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : শুক্রবার নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আলিপুরদুয়ারে শিশু দিবস পালিত হল। সুর্যনগর আরআর প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোগে এদিন স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে দুজন ডাক্তার ৫০ জন পড়ুয়ার সুগার, প্রেশার টেস্ট সহ নানা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষ্ধ দেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় অভিভাবকদেরও। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর সহ অন্যরা। এরপর পড়য়াদের মাংসভাত খাওয়ানো হয়, শেষ পাতে রসগোল্লার ব্যবস্থাও ছিল।

শান্তিনগর আরআর প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোগেও এদিন নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জওহরলাল নেহরুর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর পড়য়ারা কেক কেটে উদযাপন করে। তারপর পড়য়ারাই নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। পড়য়া সানভী[^]রায়, পুজা মাহাতো, প্রিয়াংশী মণ্ডল জানায়, আজকে শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে

নানা কর্মসচি

অংশ নিয়ে খুব ভালো লাগছে। শুক্রবার নিউটাউন এলাকার একটি বেসরকারি স্কলেও নেহরুর জীবনী আলোচনার পাশাপাশি গান, আবৃত্তি পরিবেশনের পাশাপাশি নেহরু সেজেও এসেছিল অনেকে। আবার, জংশন নিবাসী খুদে প্রজ্ঞা দাস শিশু দিবস উপলক্ষ্যে জংশন এলাকার দুঃস্থ মানুষদের খাবার তুলে দেয়।

পাশাপাশি, কোচবিহার উদ্যান

ও কানন রেঞ্জের তরফে এদিন আলিপুরদুয়ার পার্কে জীববৈচিত্র্যের ধারণা ও গাছের বিষয়ে কর্মশালা উত্তরপাড়া সেখানে জিএসএফপি স্কুলের পড়য়ারা অংশ নেয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে নেতাজি বিদ্যাপীঠের অস্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের আলিপুরদুয়ার জেলা সমাজকল্যাণ বিভাগের সৌজন্যে এবং আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিশোর-কিশোরীদের চাইল্ড রাইট নিয়েও অবগত করানো হয়। উপস্থিত ছিলেন জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সদস্য অনিমেষ রায়, ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটের সামাজিক কার্যকর্তা বীণা বর্মন, চাইল্ড হেল্প লাইনের সুপারভাইজার মনোজকুমার রায় সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।



পার্কে বন্ধদের সঙ্গে আনন্দ। (নীচে) নাচের তালে খদেরা। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার শহরে। ছবি : আয়ুত্মান চক্রবর্তী

ভাঙা রাস্তায় পুলোয় নাকাল

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : ভাঙাচোরা রাস্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে আলিপরদয়ার শহরের বাসিন্দাদের। পুরসভার তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বর্ষা কেটে গেলেই রাস্তা সংস্কারে হাত দেওয়া হবে। কিন্তু সেকথা কেউ রাখেনি, বলছেন শহরের বাসিন্দারা। নাগরিকদের একটা বড অংশ আশা করেছিল. হয়তো পুজোর আগে সংস্কারের কাজ হবে। বৃষ্টি থামার পর সেই সুযোগও কিন্তু পেয়েছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তখনও কাজ হয়নি। আর দুর্গাপুজোর পর কালীপুজো-জগদ্ধাত্ৰীপজো শেষ হয়ে গিয়ে এখন কার্তিকপুজো আসতে চলেছে, কিন্তু রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

তবে আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রসেনজিৎ বলেছেন, 'আমরা পুজোর আগে যতটুকু সম্ভব জোড়াতালি দিয়ে রাস্তা ঠিক করার চেষ্টা করেছি। খুব শিগগিরই রাস্তা সারাইয়ের কাজ শুরু হবে।'

স্থানীয়রা অবশ্য আশ্বাসে আর ভরসা করতে পারছেন না। কারণ প্রসভার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হওয়ায় বহু রাস্তায় ধুলোবালিজনিত অস্বস্তি সঙ্গী হচ্ছে পথচারীদের। পুজোর আগে শহরের কয়েকটি ভাঙা রাস্তা তড়িঘড়ি করে জোড়াতালি মারা হয়েছিল। সেসময় পুরসভা জানিয়েছিল, বৃষ্টি কমলে পুঁজোর আগে রাস্তা মসৃণ করে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই কাজ আর হয়নি। মায়া টকিজ রোডে দেখা হল কলেজ

পড়য়া রূপম দে'র সঙ্গে। তিনি বললেন, 'রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় হাঁফিয়ে উঠতে হচ্ছে। চারপাশ থেকে ধুলো উডছে। জুতো-মোজা সাদা হয়ে যাচ্ছে। মনে ইচ্ছে যেন আলিপুরদুয়ার নয়, মরুভূমির পথে হেঁটে চলেছি।' একই অভিজ্ঞতা কলেজ

রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় হাঁফিয়ে উঠতে হচ্ছে। চারপাশ থেকে ধুলো উড়ছে। জুতো-মোজা সাদা হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আলিপুরদুয়ার নয়, মরুভূমির পথে হেঁটে চলৈছি।

ক্রপম দে কলেজ পড়য়া



ভাঙাচোরা রাস্তায় ভোগান্তি চরমে ৷

মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনাল সংস্কারে গতি নেই

পেভার্স ব্লকেই ৫০ লক্ষের কাজ শেষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : একেই হয়তো বলে ৫০ লক্ষের কাজ। পেভার্স ব্লক বসানো ছাড়া আর কিছুই হয়নি। মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনালের উন্নয়ন নিয়ে নেতা-জনপ্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবের মধ্যে বিশাল ফারাক। বর্তমানে সেই আগের মতোই সেখানে ভগ্নপ্রায় বসার জায়গা, ফুটো টিনের ছাউনি। স্বাভাবিকভাবেই বাস টার্মিনালের কাজের পরিস্থিতি দেখে ক্ষৰ যাত্ৰীরা। ওই বাস[্]টার্মিনাল থেকে নিয়মিত অসম রুটে যাতায়াত করেন সঞ্জীব ঘোষ। তাঁর কথায়, 'শুরুতে বলা হয়েছিল আধুনিক টার্মিনাল বানানো হবে। তাতে নতুন বসার জায়গা, আলো, জল, রাস্তা থাকবে। এখন যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে. শুধ একট রংচং আর উপর উপর কাজ হয়েছে। বড় অংশটায় তো হাত লাগানোই হয়নি।'

আলিপুরদুয়ার সহ আশপাশের গ্রামাঞ্জের হাজারো মানুষ প্রতিদি**ন** ওই টার্মিনাল থেকে যাতায়াত করেন। তাই বাসস্ট্যান্ডটির সংস্কার ঘিরে প্রত্যাশাও ছিল অনেক। কিন্তু কাজ থমকে যাওয়ায় সকলেই হতাশ।

এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ক্রকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 'শীঘ্রই মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ডের কাজ শুরু হবে। আবার কর্তৃপক্ষের কাছে টাকার জন্য আবেদন করা হবে।'

৩০ মে বড়সড়ো ঘোষণার মধ্য দিয়ে সংস্কার শুরু হয়েছিল ওই বাস টার্মিনালের। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ দপ্তর থেকে প্রাথমিকভাবে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় সেই কাজের জন্য। বাসস্ট্যান্ডে পেভার্স ব্লক বসানো, কংক্রিট রাস্তা নির্মাণ, যাত্রীদের বসার স্থান আধুনিকীকরণ, পানীয় জল ও আলো সহ অন্যান্য জরুরি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিল, এক মাসের মধ্যে কাজের অগ্রগতি দেখে ডিপিআর পরিবহণ দপ্তরে পাঠানো হবে। প্রয়োজনে আরও তহবিল চাওয়া হবে। কিন্তু কয়েক মাস কেটে গেলেও বাসস্ট্যান্ডের পুরোনো



মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনালের ভাঙা টিনের ছাউনি।



বামদিকে যেখানে বাস দাঁডায় সেই অংশটার অবস্থা এখনও একই রকম ভগ্নপ্রায়। গর্ত, ভাঙাচোরা রাস্তা, কোনও ছাউনি নেই। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। এটা তো টার্মিনাল! এখানে তো যাত্রীদের নিরাপদে ওঠানামা করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

তপন রায় যাত্রী



বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম পুজোর পর আবার কাজ শুরু হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

> ফলে যাত্ৰী ভোগান্তি সেই আগের মতোই। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, টার্মিনালের ভেতর বষ্টির জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

এক যাত্রী তপন রায়ের কথায় 'বামদিকে যেখানে বাস দাঁড়ায় সেই অংশটার অবস্থা এখনও একই রকম ভগ্নপ্রায়। গর্ত, ভাঙাচোরা রাস্তা, কোনও ছাউনি নেই। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। এটা তো টার্মিনাল! এখানে তো যাত্রীদের নিরাপদে ওঠানামা করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।' উন্নয়ন নিয়ে ঘোষণার জৌলুসে যে আশার আলো জ্বলে উঠেছিল, বাস্তবের চিত্র ততটাই অন্ধকার। ৫০ লক্ষ টাকার কাজের ফলে যাত্রীদের প্রকৃত সুবিধা মিলবে কি না তা নির্ভর করছে কর্তৃপক্ষের

যেখানে

পরিবহণ দপ্তর থেকে প্রাথমিকভাবে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় বাস টার্মিনালের সংস্কারের জন্য

বাসস্ট্যান্ডে পেভার্স ব্লক বসানো, কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়েছিল

তবে ১২০ মিটার অংশে পেভার্স ব্লক বসানোর পরই কাজ থেমে যায়

> এরপর থেকে আর কোনও অগ্রগতির চিহ্ন নেই

আগের মতোই সেখানে গর্ত, ভাঙাচোরা রাস্তা, ফুটো ছাউনি

সামান্য বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়

> ফলে যাত্ৰী ভোগান্তি চরমে





'সাফাই

সলিড বীরপাডায় ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় চালু করা হয়েছে। তবে এলাকা থেকেই বেশিরভাগ আবর্জনা তুলে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করা হয়নি। পথেঘাটে, বাজারে জমেছে আবর্জনার স্তুপ। অনেক সময় এলাকার ব্যবসায়ীরা সমাধান হিসেবে বেছে নিচ্ছেন আবর্জনার স্থূপ জ্বালানোকে। এতে বীরপাড়ায় বাড়ছে দৃষণ। কারণ আবর্জনার একটা বড় অংশই প্লাস্টিকজাত পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের ব্যবসায়ী গাঙ্গেশ ঠাকর বলেন, 'পুড়িয়ে ফেলা ছাড়া উপীয় নেই। না হলে দোকানের আশপাশে আবর্জনা জমে থাকে।' পুরোনো বাসস্ট্যান্ড ছাড়াও বীরপাড়া চৌপথি এবং রেললাইন সংলগ্ন এলাকাগুলিতে দিনভর পুড়তে থাকে আবর্জনা।

•্রংদার



রিক্তসিক্ত

হেমন্ত শেষে হলদে-সবুজ ধানখেতের ম্যাজিক-রং প্রতিদিনই একটু একটু করে বদলাচ্ছে। তার আগমনী স্পর্শও এখন স্পষ্ট। নবজীবনের মতোই স্মৃতিমিশ্র এই ঋতু কখনও চিরবিদায়ের প্রতীকও। তবে নগরায়ণ ও দুষণের চাপে শীতও আজ যেন নিজম্ব ছন্দ হারাতে বসেছে।

> প্রচ্ছদ কাহিনী সূত্রপা সাহা, সৌগত ভট্টাচার্য ও শ্রীপর্ণা মিত্র ছোটগল্প সম্পা পাল ট্রাভেল রগ রুমি বাগচী

কবিতা মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, গৌতম বাড়ই, মলয় চক্রবর্তী, সুনীতা দত্ত, আশিস চক্রবর্তী, বনশ্রী ঘোষ ও মনোজ চক্রবর্তী

রাইডের টানে খুদেরা



কারও। তাই কেউ কেউ বাবা-মায়ের কাছে জেদ ধরে বারবার মেলায়

তাই সন্ধ্যা থেকেই ভিড় জমে যায় মেলায়। বেলুন, বল ইত্যাদি কেনা তো চলছেই। সেই পর্ব শেষে বিভিন্ন রাইডের দাবি পুরণ করতে হচ্ছে অভিভাবকদের। এদিন অক্ষিত এমনকি মন্দিরের নাটমঞ্চে প্রতিদিনই মেলায় এসে বেজায় খুশি।

কেননা মেলায় যে এবার নতুন কার রাইড এসেছে। তাই প্রথমবার গাডি চালাবে বলে বাবার কাছে আবদার তার। বাবাও ছেলের কথা ফেরাননি। তাকে কার রাইড করালেন।

এমনিতেই এখন শুষ্ক আবহাওয়া।

তার মধ্যে ভাঙা রাস্তায় ধুলোর

উপদ্রবে তিনি রীতিমতো বিরক্ত।

বেরিয়েছিলাম। আমার কাশি হচ্ছে।

আর ধুলোয় ভাইয়ের চোখ জ্বলছে।

রাস্তা,

এলাকার একাধিক রাস্তা, ৭ নম্বর

ওয়ার্ডের একাধিক রাস্তা বেহাল।

আর তার জেরে পথচারীদের

সমস্যায়

বাজার এলাকা ধুলোয় আচ্ছন্ন।

ব্যবসায়ী সুশীল রায় সরকারের

কথায়, 'ক্রেতারা বাজারে এলেও

ধুলোয় অত্যাচারে তাড়াহুড়ো করে

চলে যাচ্ছেন। এভাবে আমাদের

মানুষ ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছে,

পুজোর আগে সুযোগ থাকলেও

কেন রাস্তা মেরামত করে দেওয়া হল

না ? অনেকের অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি

অন্যদিকে, শহরের একাংশ

ব্যবসায় লোকসান হয়ে যাবে।'

নিউটাউন

ইটখোলার

'ভাইকে সঙ্গে নিয়ে

রোড

শহরের

থেকে

শান্তিনগর

মন্দিরের ভেতর রাধাকুঞ্জের লীলার পাশাপাশি পুতনা রাক্ষসী হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পীর সাংস্কৃতিক



কার রাইডে খুদে। আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ির রাসমেলায়।

অনুষ্ঠান। সেইসঙ্গে চলছে জমজমাট রাসমেলা। চলবে ১৫ দিন ধরে। আর ওই মেলায় বিভিন্ন খাবারের দোকানের পাশাপাশি রয়েছে ছোটদের খেলনা সহ বিভিন্ন রাইড। আর এসবের টানেই সেখানে খুদেরা ভিড় জমাচ্ছে। কী নেই (स्रिथात्न? ট্র্যামপোলিন, নাগরদোলা, কার রাইড, এরোপ্লেন রাইড আরও কত কী। ওই মেলায় নাগরদোলা, ট্যামপোলিন রাইড নিয়ে এসেছেন রতন সাহা। তাঁর কথায়, 'ছোটদের বিভিন্ন রাইড রয়েছে ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকার মধ্যে। টুকটাক ভিড় হচ্ছে। আগামীতে আরও ভিড় বাড়বে বলে মনে করি।' এদিন বীরপাড়ার বাসিন্দা সৌমিক সরকার তাঁর ছোট মেয়েকে মেলায় শুধু এরোপ্লেন রাইড করাতে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেন, বাড়ি সামনে থাকায় আগে দু'দিন এসেছি। তবে মেয়ের আবদার সে আজও এরোপ্লেন রাইড করবে, তাই হাতে সময় না থাকায় শুধু এই রাইড করাতেই মেলায় ওকে নিয়ে এসেছি।'





বাইরেও তিনি বিকশিত. প্রসারিত। নানা ধরনের কাজের মাধ্যমে পাশ্চাত্যেও তিনি এখন পরিচিত নাম। মা হওয়ার পর বিরতি নিয়েছিলেন কয়েক মাস। কাজে ফিরেছেন এখন। ইতিমধ্যে পেশাগত কারণে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। পাত্তা দেননি। সব সময় থেকেছেন গুগল সহ সোশ্যাল মিডিয়ার সার্চিং সেনসেশনে। বিশ্বজোড়া ভক্তদের কথায়, দীপিকা সত্যিই অনন্যা।

জেন্ডায়া

তিনি শুধু বাইরেই সুন্দর নন, অন্তর থেকৈ সুন্দর। মার্জিত ও আধুনিকতার প্রতীক। রেড কার্পেট হোক বা স্ট্রিট ফ্যাশন, স্পাইডারম্যানখ্যাত এই অভিনেত্রীর মধ্যে প্রতি মুহুর্তে ফুটে ওঠে আত্মবিশ্বাসের ছাপ। লালগালিচার ফ্যাশন আইকন হিসেবে নিজেকে তুলে ধরছেন নতুন নতুন রূপে। কাজের মাধ্যমেই জয় করে নিয়েছেন ভক্তদের মন।

গ্যাল

গ্যাদত



আনা দে আরমস

কিউবান-স্প্যানিশ এই তারকা 'নাইভস আউট' আর 'মেরিলিন মনরো' চরিত্রে অভিনয়ের পর পেয়েছেন বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা। কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল অভিনেত্রী আনা দে আরমাসের সঙ্গে প্রেম করছেন টম ক্রুজ। কিন্তু নয় মাসের সম্পর্কের পর তাঁরা পথক হয়েছেন। কোমল বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক আভিজাত্যের কারণে অনেকেই তাঁকে খোঁজেন নেট দুনিয়ায়। তিনি এ কারণে অন্যতম জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবেই আছেন



অনলাইন ও অফলাইনে।



অভিনেত্রী মার্গট রবি। ২০২৩ সালের ফ্যান্টাসি-

আলোচনার কেন্দ্রে। তাঁর নীল চোখ, নিখুঁত হাসি,

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্টাইলিশ উপস্থাপনা—এসব

কমেডিভিত্তিক ছবি 'বার্বি'তে অভিনয় করে

গত বছর পপ তারকা টেইলর সুইফটের ২১ মাসব্যাপী ্যর´ শেষ হয়েছে। তার এই ট্যুর বা কনসাটকে বিশ্বসংগীতের ইতিহাসে বৃহত্তম কনসার্ট বলে তকমা দেওয়া হয়। সম্প্রতি তাঁর ১২তম স্টুডিও অ্যালবাম 'দ্য লাইফ অফ আ শো গার্ল' আলোর মুখ দেখেছে।



গিগি হাদিদ

সুপারমডেল, মা ও ফ্যাশন আইকন—সব পরিচয়েই উজ্জ্বল গিগি হাদিদ। রানওয়ে লুক হোক বা সাধারণ জীবনযাত্রায় সরল উপস্থিতি। গিগির সহজাত স্টাইল সবসময় আলোচনায় থাকে। ফিটনেস, উজ্জ্বল ত্বক ও আত্মবিশ্বাসের কারণেই ভক্তদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার প্রতীক।

দিশা

ভারতীয় অভিনেত্রী। সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও স্টাইলের কারণে ইন্টারনেট দুনিয়ার আলোচনায় থাকেন সব সময়। দিশার আত্মবিশ্বাস. উজ্জল উপস্থিতি ও সহজ-সরল ভঙ্গি তাঁকে তরুণদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় করেছে।

> মডেল, অভিনেত্রী ও লেখিকা এমিলি রাতাজকাওস্কি। পরিচিত তাঁর সাহস ও আত্মবিশ্বাসের কারণে। তিনি নিজের যৌনতা ও ব্যক্তিত্বকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছেন। কোনও ভয়-ভীতি ছাড়াই। ফ্যাশন শো,



স্কারলেট জোহানসন

হলিউড তারকা স্কারলেট জোহানসন পা দিয়েছেন ৪০ বছরে। কিন্তু তারপরও তিনি যেন চিরন্তন ক্ল্যাসিক সৌন্দর্য। গভীর কণ্ঠস্বর, পরিপূর্ণ ঠোঁট ও প্রাকৃতিক গঠন—সব মিলিয়ে স্কারলেটের আবেদন শতাব্দীকাল ধরে অম্লান। লালগালিচা হোক বা সিনেমার পর্দা—তাঁর স্বাভাবিক উপস্থিতি ও অভিনয়শৈলী সব সময়ই মুগ্ধ করেছে ভক্তদের।



মনের অন্তর থেকে ঘরের অন্দর— উজ্জ্বল হয়ে উঠুক

আপনার ঘর। ভরে উঠুক তারুণ্যে। জলপাই সবুজ, টিয়ারং কিংবা লেবু রং ব্যবহার করতে পারেন। দেয়াল, সোফা, কুশনকভার প্রভৃতিতে এই ধরনের প্রাণবন্ত রং অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। ঘরের সবচেয়ে বড় দেয়ালটিকে মাথায় রাখুন। সেখানেই হোক বসার আয়োজন। তাহলে বেশি মানুষ

তখন তিনি ১৮। সেই বয়সেই মিস ইজরায়েলের মুকুট

পরেছিলেন। কাজ করেছেন সে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতেও।

এখন তিনি হলিউডের শক্তিশালী অভিনয় শিল্পী—গ্যাল গ্যাদত।

'ওয়ান্ডার উওম্যান' হিসেবেই বিশ্বজোড়া পরিচিতি তাঁর।

সব সময় চেয়েছেন একজন স্বাধীন, শক্তিশালী নারী

করে তুলেছে সবার কাছে আরও প্রিয়। যদিও ইজরায়েলের

পক্ষে কথা বলার কারণে জড়িয়েছেন বিতর্কেও।

চরিত্রে অভিনয় করতে। একদিকে দৃঢ়, সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী;

অন্যদিকে কোমল, মার্জিত ভঙ্গি আর হাস্যোজ্জল চেহারা তাঁকে

বসার সুযোগ পাবেন। আয়েস করে হেলান দিয়ে বসার মতো সোফা পাতুন। সোফার কোণ বরাবর একটা ডিভানও রাখতে পারেন। সোফা কাম বেড রাখতে পারেন। উষ্ণ রঙের আলো বেছে নিন। যখন টেলিভিশন চালানো হবে, সে সময়ে জ্বালানোর জন্য টেলিভিশনের

উলটো দিকে আলোর ব্যবস্থা রাখুন। টেলিভিশন দেখার সময় টেলিভিশনের দিকের দেয়ালের আলো জ্বালানো হলে চোখে আলো লাগবে। অন্দরের নানা জায়গায় রাখতে পারেন সতেজ গাছ।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা যাতে বজায় থাকে, সেদিকে খেয়াল রেখে কাচের পার্টিশন দিতে পারেন। প্রয়োজনমতো ঠেলে বা টেনে সরিয়ে নিতে পারবেন। সাদামাটা সাউন্ড সিস্টেমের চেয়ে তরুণদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয় আরজিবি (রেড, গ্রিন, ব্লু) সাউন্ড সিস্টেম।



টুকটাকে বাজিমাত

ফ্রিজে একটি পাতিলেবু টুকরো টুকরো করে কেটে রেখে দিন। দেখবেন ফ্রিজের ভেতরে কোনও গন্ধ নেই।

দুধ উথলে পড়ে?

পাত্রের কানায় সামান্য মাখন বা গ্লিসারিন লাগিয়ে দিলে দুধ উথলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

সবজিতে হাত কালো?

কিছু কিছু সবজি কাটলে হাতে কালচে দাগ হয়, তাই সেই সবজি কাটার আগে হাতে সরষের তেল মাখলে কালচে দাগ আর হবে না অথবা ভিনিগার কিংবা লেবুর রসে লবণ মিশিয়ে আঙুলে লাগিয়ে রেখে ধুয়ে নিলেও দাগ উঠে যায়।

চায়ের কাপে বাদামি রং?

চায়ের কাপে লেগে থাকা বাদামি রংয়ের দাগ লবণ দিয়ে ঘষলে উঠে যায়।



মশামাছির উৎপাত?

জলে সামান্য কেরোসিন তেল মিশিয়ে রান্নাঘর মুছলে মাশামাছি ও পিঁপড়ের উৎপাত কর্মবে।

বাড়তি মশলায় তেল

বাড়তি বাটা মশলা সামান্য তেল ও লবণ মাখিয়ে রেখে দিলে কয়েকদিন পরও ব্যবহার করা যায়।

কর্পূরে যাবে ছারপোকা কর্পুর ছিটিয়ে দিলে ছারপোকা কমবে।



বুমরাহর পাঁচে ্রে বাভুমারা

দক্ষিণ আফ্রিকা-১৫৯ ভারত-৩৭/১ (প্রথম দিনের শেষে)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : আশা করি একমাত্র টস জয়টা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পাব!

ইডেন গার্ডেন্সে টসে হারার পর কথাগুলি বলছিলেন শুভুমান গিল। অধিনায়ক হিসেবে অষ্টম ম্যাচে সপ্তমবার কয়েন যুদ্ধে হার। যদিও টস-আক্ষেপ ছাপিয়ে টিমের ওপর ভরসা। টস-ফ্যাক্টর উড়িয়ে এখন থেকেই ডব্লিউটিসি ফাইনালের টিকিট পাওয়ার আত্মবিশ্বাস!

জসপ্রীত বুমরাহর আগুনে বোলিংয়ে ইডেন দৈরথের প্রথম দিনে সেই বিশ্বাসের ঝলক। ৭-৪-৯-২, দুরন্ত প্রথম স্পেলেই রিংটোন সেট। বাকি দিনে যে ঝাঁঝ বজায় রেখে পাঁচ শিকার জসসির। দোসরের ভূমিকায় কুলদীপ যাদব। পেস-স্পিনের যে সাঁড়াশি আক্রমণে দিনভর হাঁসফাঁস হাল প্রোটিয়া ব্রিগেডের। ৫৫ ওভারেই ১৫৯ রানে গুটিয়ে যাওয়া।

'ফ্রিডম' সিরিজে প্রথম বল পড়ার আগেই অবশ্য চমক গৌতম গম্ভীরের। দলে চার স্পিনার! রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দরের সঙ্গে কুলদীপ। শেষবার এমনটা হয়েছিল ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টে (২০১২, নাগপুর)। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, প্রজ্ঞান ওঝা, পীযৃষ চাওলা, জাদেজা। দ্বিতীয় ইনিংসে পার্টটাইম স্পিনার হিসেবে বল ঘোরান স্বয়ং গম্ভীরও!

শুক্রবার সেই গম্ভীরের হাত ধরে ফের চার স্পিনারের স্ট্র্যাটেজি। সঙ্গে ৯৩ বছরের টেস্ট ইতিহাসে প্রথমবার দলে ৬ জন বাঁহাতি ব্যাটারও! তিন নম্বরে বি সাই সুদর্শনকে বসিয়ে সুন্দর! নজির, চমক ছাপিয়ে বুমরাহর ইডেন শো। ইংল্যান্ড সফরে প্রথম টেস্ট বাদ দিলে অনেকটাই স্লান। ঘরের মাঠে গত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজও প্রত্যাশা মেটেনি।

৫-০-১৪-১ ও ২-১-৪-২) টেস্ট চ্যাম্পিয়নদের ব্যাটিংয়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেন। পুরস্কারস্বরূপ, ম্যাচের প্রথম দিনেই ১৬ নম্বর ৫ শিকার। শুরুটা ওপেনিং জটিতে (৫৭) ক্রমশ ভয়ংকর

> হয়ে ওঠা রায়ান রিকেলটন (২৩), আইডেন মার্করামকে (৩১) সাজঘরের রাস্তা দেখিয়ে। রিকেল্টন লাইন মিস করে লেগবিফোর।

> মার্করাম আউট 'আনপ্লেয়বল ডেলিভারিতে। ২৩তম বলে রানের খাতা খোলার পর টপগিয়ারে ব্যাট ঘোরাচ্ছিলেন মার্করাম। কিন্তু গুডলেংথ থেকে ওঠা বাড়তি বাউন্স থেকে ব্যাট সরাতে পারেননি। ডানদিকে ঝাঁপিয়ে বাকি কাজ সেরে নেন ঋষভ পন্ত। কলদীপের শিকার অধিনায়ক বাভুমা (৩)।

৫৭/০ থেকে ৩৩ বলের মধ্যে ৭১/৩। যে ভাঙন আর রোধ করতে পারেননি শুকরি কনরাডের ছাত্ররা। লাঞ্চে ১০৫/৩। লাঞ্চের

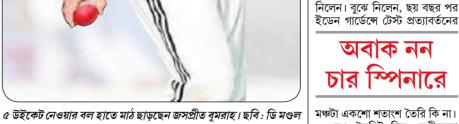


আনইভেন বাউন্স। বল লাফাচ্ছে, কোনওটা আবার নীচু। ভারতীয় ব্যাটারদের কাজ সহজ হবে না। আর চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করবে ভারত, যেখানে ১৫০ তাড়া করাও কঠিন।

অ্যাশওয়েল প্রিন্স দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং কোচ

পরও বজায় কুলদীপের স্পিন-জাল। শেষ টেন্স্টে ৮ **উই**কেট নেওয়ার পরও খেলা নিয়ে সংশয় ছিল! জবাব দিলেন ইডেনের বাইশ গজে। রিভার্স সুইপে কুলদীপের লাইন-লেংথ ভোঁতা করতে গিয়ে উইকেট খোয়ান উইয়ান মুল্ডার

জুরেল আর কিছুটা তৎপর হলে কাইল ভেরেইনির উইকেটও কুলদীপ পেয়ে যেতেন। থেকে তিন স্পেলে (৭-৪-৯-২. হাতের নাগালে ক্যাচ পেয়েও



ধরে রাখতে পারেননি। শেষপর্যন্ত ৯ উইকেট। ব্যবধান আর ১২২। ভেরেইনিকে ফেরান (১৬) মহম্মদ সিরাজ। কয়েক বল বাদে রিভার্স সুইংয়ে মাকো জানসেনের উইকেট ছিটকে দিয়ে 'সিউউ সেলিব্রেশন'-এ উত্তাপ বাড়িয়ে দেন ৩৫-৪০ হাজার দর্শকের গ্যালারির। অক্ষরের ঝোলায় কাগিসো রাবাদার (পাঁজরের চোটে ছিটকে যান ইডেন

প্রতিপক্ষকে ১৫৪/৮ করে স্বস্তির চায়ে চুমুক। চায়ের পর ১৫৯ গুটিয়ে দিয়ে যোলোকলা নন্দনকাননে বুমরাহর। প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমে ৫ শিকারে স্মারক বল নিয়ে ফেরা। বুমরাহর কথায়, ধৈর্য, পরিস্থিতি বুঝে পরিকল্পনা এবং তার সঠিক বাস্তবায়নের সুফল। জবাবে দিনের শেষে ভারত ৩৭/১। জানসেনের বল কানায় লাগিয়ে উইকেটে টেনে আনে যশস্বী জয়সওয়াল (১২)।

টেস্ট থেকে) দলে আসা করবিন বশ

প্রবেশ সুন্দরের। চেতেশ্বর পূজারার 'বিদায়ের' পর তিন নম্বরে ষষ্ঠ ব্যাটার! ৩৮ বল খেলে দিনের শেষে অপরাজিত ৬। শনিবার ফের নামবেন থিংকট্যাংকের ভাবনার মর্যাদা রাখতে। সঙ্গী লোকেশ রাহুল খেলছেন ১৩ রানে। হাতে দেখার।

প্রোটিয়া শিবির যদিও হাল ছাড়তে

ব্যাটিং কোচ অ্যাশওয়েল প্রিন্সের কথায়, আনইভেন বাউন্স। লাফাচ্ছে, কোনওটা আবার

হারলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটিংয়ের শুরুটা হয়েছিল আগ্রাসনে ভরা। আইডেন মার্করাম ও রায়ান

লাচ্ছে,	কোনওটা	আবার	রিকেলটন	শুরুতেই	দলের	রানের		
টেস্টে ভারতের হয়ে সবাধিক								
৫ উই কেট (এক ইনিংসে)								

৫ উইকেটের সংখ্যা	বোলার	টেস্ট
৩৭	রবিচন্দ্রন অশ্বীন	১০৬
৩৫	অনিল কুম্বলে	১৩২
২ ৫	হরভজন সিং	>00
২৩	কপিল দেব	202
১৬	জসপ্রীত বুমরাহ	৫১

নীচ। ভারতীয় ব্যাটারদের কাজ সহজ হবে না। আর চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করবে ভারত, যেখানে ১৫০ তাডা করাও কঠিন। প্রিন্সের বিশ্বাসের মর্যাদা রেখে প্রোটিয়া বোলাররা ভারতের দাপটে ব্রেক পারেন কিনা, সেটাই লাগাতে

গতিটা ঊর্ধ্বমুখী করে দিয়েছিলেন। টানে প্রোটিয়াদের রানের গতিতে রাশ টানলেন জসপ্রীত বুমরাহ। সকালের ইডেনে বরাবরই বল নড়ে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রোটিয়া শিবিরে ধাক্কা দেন বুমরাহ। তাঁর বোলিংয়ে মুগ্ধ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতের আগমনী বার্তায় কলকাতা

তখন জাগছে। দৈনন্দিন জীবন শুরু

সামান্য পরে তিনি হাজির হলেন

ক্রিকেটের নন্দনকাননে। সভাপতি

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইডেন গার্ডেন্সে

ঢুকেই যাবতীয় ব্যবস্থাপনার খোঁজ

নিলেন। বুঝে নিলেন, ছয় বছর পর

অবাক নন

চার স্পিনারে

মঞ্চ তৈরিই ছিল। কশীলবরা

হাজির হওয়ার পর ভারত অধিনায়ক

শুভমান গিল তাঁর 'ঐতিহ্য' মেনে টস

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর :

ভারত অধিনায়ক ইডেন টেস্টের প্রথম দিনের খেলা চলার মাঝে বলছিলেন, 'বুমরাহ অসাধারণ। যে বোলারের স্কিল ও দক্ষতা বিশ্বমানের হয়, সেই বোলার সব পিচেই সফল

প্রশংসায় সো

একসঙ্গে। সেই ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান কোচ গৌতম গল্পীবও স্পিনার হিসেবে দুই ওভার বল করেছিলেন। এমন পরিসংখ্যানের কথা শুনে হেসে ফেললেন সৌরভ।



ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম দিনের খেলা দেখলেন সস্ত্রীক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।



বুমরাহ অসাধারণ। যে বোলারের স্কিল ও দক্ষতা বিশ্বমানের হয়. সেই বোলার সব পিচেই সফল হয়। বুমরাহকে নিয়ে নতুন করে খুব বেশি বলার নেই আর। বুমরাহ অন্য পর্যায়ের জোরে বোলার।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

হয়। বুমরাহকে নিয়ে নতুন করে খুব বেশি বলার নেই আর। বুমরাহ অন্য পর্যায়ের জোরে বোলার।

দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে বুমরাহ ধাকা শুরুর আগে ক্রিকেট দুনিয়ায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ নিবাচন নিয়ে। ১৩ বছর পর কোনও টেস্টে চার স্পিনারে খেলছে শুভমান গিলের ভারত। ২০১২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নাগপুরে শেষবার এমন কাণ্ড করেছিল টিম ইন্ডিয়া। রবীন্দ্র মহারাজও। টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, প্রজ্ঞান

সিএবি সভাপতি বলে দিলেন, 'চার স্পিনার খেলানোর সিদ্ধান্ত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। মনে রাখতে হবে, চার স্পিনারের মধ্যে জনা দুয়েক অলরাউন্ডারও রয়েছে। তবে হ্যাঁ, চার স্পিনারের সিদ্ধান্তে আমি অন্তত অবাক নই একেবারেই। চার স্পিনার খেলাতে গিয়ে বি সাই সদর্শনকে বাদ দিতে হয়েছে। তিন নম্বরে ব্যাটিং করলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। সৌরভ বলছেন, 'ওয়াসি কেমন করে, সেটাই দেখার।

ছয় বছর আগে যখন শেষবার ইডেনে টেস্ট হয়েছিল, তখন মহারাজ ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি। এখন তিনি বাংলা ক্রিকেট সংস্থার শীর্ষপদে। মাঝের সময়ে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে ক্রিকেটে। করোনার দাপট দেখে ফেলেছে দুনিয়া। পাল্লা দিয়ে দেশের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কমেছে। মাঠে দর্শক হাজিরার সংখ্যাও কমেছে। চলতি ইডেন টেস্ট দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে, দেশের বাকি অংশের সঙ্গে কলকাতায় টেস্ট ম্যাচের আসরকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

আজ বাংলা অনুশীলনে সামি

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : ইডেন গার্ডেন্সে পাঁচ উইকেট নিয়ে জসপ্রীত বুমরাহ যেদিন টিম ইন্ডিয়াকে ভরসা দিলেন। ঠিক সেদিন সন্ধ্যাতেই কলকাতায় পা রাখলেন মহম্মদ সামি।

রবিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অসমের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির পাঁচ নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলা দল। তার মাজ সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌছে শনিবার সকালে কল্যাণী যাচ্ছেন সামি। আগামীকাল সতীর্থদের সঙ্গে তাঁর অনুশীলন করারও কথা। সামি কল্যাণী পৌঁছানোর আগে আজই অসম ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে



বাংলা ক্রিক<u>ে</u>ট অ্যাকাডেমির মাঠের পিচে ঘাস রয়েছে। তিন পেসারে অসম অভিযানে নামার পরিকল্পনা রয়েছে অধিনায়ক অভিমন্য ঈশ্বরণের। তার আগে শুক্রবার সকালের অনুশীলনে দীর্ঘসময় ব্যাটিং চর্চায় ডুবে ছিলেন বাংলা অধিনায়ক। অসমের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বেশ সাবধানি বাংলা। চার ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'সি'-র শীর্ষে রয়েছে টিম বাংলা। অসম দলের হয়ে রিয়ান পরাগের খেলার কথা। রিয়ানকে নিয়ে বাংলা ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা করতে শুরু করেছে। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'অসম ভালো দল। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সাফল্যের ছন্দ ধরে রাখাই আমাদের মূল লক্ষ্য এখন।'

সেমিফাইনালে

কুমামোতো, ১৪ নভেম্বর : প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে জাপানের কুমামোতো মাস্টার্সে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেলেন লক্ষ্য সেন। সিঙ্গাপুরের লো কিয়েন ইউ-কে স্ট্রেট গেমে হারালেন ভারতের তারকা শাটলার। ম্যাচের ফল লক্ষ্যর পক্ষে ২১-১৩, ২১-১৭। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিযোগিতার সপ্তম বাছাই লক্ষ্যর সামনে মাত্র ৩৯ মিনিট টিকেছিলেন জিয়া হেং। এদিন লক্ষ্যর বিরুদ্ধে কোয়ার্টারে লো কিয়েনের লড়াই স্থায়ী হল ৪০ মিনিট। সেমিফাইনালে লক্ষ্যর প্রতিপক্ষ কেন্ডো নিশিমোতো।

পিচ বিতর্কে বুমরাহর ইয়কর্র

'দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঁচ সেশনে শেষ হয় টেস্ট'

অরিন্দম বন্দ্যোপাখ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : তিনি তৃপ্ত। তিনি সম্ভষ্ট।

টেম্বা বাভুমাকে ফিরিয়ে লাফ কুলদীপ যাদবের। ছবি : ডি মণ্ডল

নানা প্রশ্ন। 'এখন তো টেলএন্ডারদের

উইকেট নেয়', এমন তীর্যক মন্তব্যও

বাকি ছিল না। এদিন যা ঠান্ডা ঘরে

পাঠিয়ে দিলেন। ক্লাবহাউস প্রান্ত

চাপ তৈরি হচ্ছিল। উঠছিল

তিনি বল হাতে বিপক্ষের উইকেট সম্মেলনে কঠিন প্রশ্নের সামনে পালটা হয় কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে মাঠে দিতেও জানেন তিনি জসপ্রীত বুমরাহ। টিম ইন্ডিয়ার

সেরা বোলার।ইডেন গার্ডেন্সের নয়া নায়ক। জীবনে প্রথমবার ক্রিকেটের নন্দনকাননে টেস্ট খেলতে নেমেই পাঁচ উইকেট তুলে নিয়েছেন। আইডেন মার্করামদের রানের গতি কমিয়ে পালটা দেওয়ার কাজটাও তিনিই শুরু করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টেব প্রথম দিনেব নায়ক খেলাব মাঝে টেম্বা বাভুমাকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেও সংবাদ শিরোনামে। কিন্তু এমন সব বিষয়কে থোড়াই কেয়ার করেন বুমরাহ।

ইডেন টেস্টেব প্রথম ওভাবেই বল নীচু হয়েছিল। আবার আচমকা লাফিয়েও উঠেছিল। এমন পিচে ধৈর্য ধরে নির্দিষ্ট লাইনে বোলিং করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বুমরাহ সেটাই করেছেন। সফলও হয়েছেন। আবার পিচ বিতর্কে প্রোটিয়াদের পালটা ইয়র্কারও দিয়েছেন সাংবাদিক সম্মেলনে। বুমরাহর কথায়, 'আমরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলাম, পাঁচ সেশনে টেস্ট শেষ হয়েছিল। তাই পিচ কেমন, ভালো না খারাপ, এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ বিষয় নয়। আসল কথা হল, পরিবেশ-

এমন কথা বলছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বুমরাহ। টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলার বলৈছেন, 'ভারতের পরিবেশ একরকম। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের ছবিটা আবার আলাদা। সব জায়গার চ্যালেঞ্জটাও ভিন্ন। তলে নিতে যেমন দক্ষ, তেমনই সাংবাদিক তাই দল হিসেবে আমাদের তৈরি থাকতে



যে ফরম্যাটে যখনই খেলি না কেন, মাঠে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাই। যে বা যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের জবাব দেওয়ার কোনও দায় নেই আমার। শরীরের যত্ন নিয়ে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাই আমি।

জসপ্রীত বমরাহ

নিজেদের স্ট্র্যাটেজি কাজে লাগানো হবে। তার জন্য ধৈর্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট

শুরু করে মাঝেমধ্যেই পাওয়া চোট, নানা বিষয়ে বুমরাহ সবসময়ই সংবাদ শিরোনামে থাকেন। শেষ আইপিএলে তিনি পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া।' কেন চোট সারিয়ে ফিরেছিলেন। পরে ইংল্যান্ড করি সফল হতে।'

সিরিজে বাছাই করে তিন টেস্ট খেলে পেয়েছিলেন ১৪ উইকেট। পরে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে পেয়েছিলেন সাত উইকেট। ক্রিকেট সমাজের একটা বড় অংশ বুমরাহর ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন তলেছিল। আজ সেইসব সমালোচকদেরও একহাত নিলেন ভারতীয় পেসার। বলে দিলেন, 'যে ফরম্যাটে যখনই খেলি না কেন, মাঠে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাই। যে বা যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের জবাব দেওয়ার কোনও দায় নেই

টেস্টের প্রথম ওভার থেকেই ইডেনে বল নীচ হওয়ার পাশে লাফিয়েছেও। প্রথম ওভারের পরই বুমরাহ বুঝে গিয়েছিলেন, এমন পিচে শৃঙ্খলার বোলিং প্রয়োজন। তিনি সেটাই করেছেন। বুমরাহর কথায়, 'উইকেটের বাউন্স অসমান থাকলেও পিচ থেকে সাহায্য ছিল। এমন পিচে ধৈর্য ও শৃঙ্খলা সবসময়ই এক্স ফ্যাক্টর। আমি সেটাই क्तात रुष्टा ठालिस्य शिस्य ।'

আমার। শরীরের যতু নিয়ে নিজের সেরাটা

দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাই আমি।

ইডেনে প্রথমবার পাঁচ উইকেট পাওয়া। এমন সাফল্য কেরিয়ারের ঠিক কোন স্তরে রাখবেন? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র বুমরাহ বলে দিলেন, 'দেশের মাটিতে খেলা হলে বেশিরভাগ সময়ই স্পিনারদের উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পেসারদের জন্য ছোট স্পেলে যতটা সুযোগ পাওয়া যায়, সেটাই কাজে লাগাতে হয়। আমি সেভাবেই পরিকল্পনা করে চেষ্টা



৩ রানে আউট হয়ে ফেরার আগে টেম্বা বাভুমাকে কটাক্ষ করেন জসপ্রীত বুমরাহ ও ঋষভ পস্থ।

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : সাফল্যের দিন। তিন স্পেলে প্রতিপক্ষকে বেলাইন করে ফেরা

কুড়িয়ে নিলেন দক্ষিণ প্রশংসা আফ্রিকার কিংবদন্তি স্পিডস্টার ডেল স্টেইনের। ইডেন গার্ডেন্সে উপস্থিত স্টেইনের কথায়, নিখঁত নিশানা, ইউনিক

সাইট স্ক্রিন নিয়ে অসম্ভষ্ট লোকেশ

অ্যাকশন, সঠিক পরিকল্পনার প্রতিফলন বুমরাহর বোলিংয়ে। জসপ্রীত বুমরাহ নামের মাহাম্ম্যের প্রভাবও পড়েছে প্রোটিয়া ব্যাটারদের ওপর।

সাফল্যের দিনে অবশ্য প্রশংসার সঙ্গে বিতর্কেও জড়ালেন। লেগবিফোরের দাবিতে ডিআরএস নেওয়া নিয়ে ঋষভ পন্থের সঙ্গে আলোচনার মাঝে আলটপকা মন্তব্য করে বসেন বুমরাহ। দক্ষিণ

ঘটনা। সবে ক্রিজে আসা বাভুমা সামলাতে পারেননি বুমরাহর এক্সপ্রেস গতিতে ঢুকে আসা বল[্] পিছনের পায়ে গিয়ে লাগে। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত সিরিজের দ্বিতীয় তথা বুমরাহ নিশ্চিত এলবি। আম্পায়ার সাড়া না দেওয়ায় রিভিউ নিতে চেয়েছিলেন। যদিও ঋষভের সায় নেই। বল উইকেটের ওপর দিয়ে যাবে মনে করেছিলেন। আর এখানেই অসম্ভুষ্ট লোকেশ রাহুল। সাড়ে ৬ ফুটের

নিয়ে তির্যক মুন্দর। এসেই প্রথমবার শুনলাম। জানি না কী তার জেরেই হয়েছে।

সমালোচনার ঝড। কাগিসো রাবাদার ফিটনেস নিয়ে ত্রযোদশ ওভাবের সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার মিডিয়া ম্যানেজার জানান, প্রথম দিনের অনশীলনেই পাঁজরে চোট লাগে। গতকাল

স্ক্যান করানোর পর বিশ্রামের সিদ্ধান্ত। শেষ টেস্টে রাবাদার খেলা নিয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। ্রিদিকে, ইডেনের সাইট ক্ষিন নিয়ে

জসপ্রীত বুমরাহর বল টেম্বা বাভুমা সামলাতে পারেননি। বল পিছনের পায়ে লাগে। আম্পায়ার এলবিডব্লিউয়ের আবেদনে সাডা না দেওয়ায় বুমরাহ রিভিউ নিতে চেয়েছিলেন। যদিও ঋষভের সায় ছিল না। বল উইকেটের ওপর দিয়ে যাবে মনে করেছিলেন। তখনই পালটা প্রতিক্রিয়ায় বাভুমার উচ্চতা কম বোঝাতে গিয়ে বুমরাহ বলে বসেন, 'ও তো বামন...'।

বোঝাতে গিয়ে বেফাঁস মন্তব্য। বুমরাহ বলে স্টাম্প মাইক্রোফোনে যে মন্তব্য ধরা

পড়ে এবং প্রকাশ্যে চলে আসে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বুমরাহর মুণ্ডুপাত চলছে। দাবি উঠছে কড়া পদক্ষেপেরও। দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে যে প্রশ্নের জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং কোচ অ্যাশওয়েল প্রিন্স বলেছেন, 'এই নিয়ে আমাদের মধ্যে আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভূমার শরীর এখনও কোনও আলোচনা হয়নি। এখানে দেওয়া হতে পীরে বলে খবর।

পালটা প্রতিক্রিয়ায় বাভুমার উচ্চতা কম দীর্ঘকায় মার্কো জানসেনকে খেলার সময় সমস্যায় পড়ছিলেন। বল বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। মাঠের আম্পায়ারকে সেই কথাও জানান ভারতীয় ওপেনার। খবর, দিনের খেলা শেষে ভারতীয় টিমের তরফে সিএবি-কে বিষয়টি জানানো হয়েছে। আয়োজকদের তরফে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আগামীকাল সাইট স্ক্রিনের ওপরের দিকে গ্যালারির কিছুটা অংশ সাদা চাদরে ঢেকে

মেহতাব অ্যাকাডেমির বাচ্চাদের গম্ভীর-প

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : শিশু দিবসেই শুরু ইডেন গার্ডেন্স টেস্ট। স্বাভাবিকভাবেই অন্য কিছু নিয়ে ভাবা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। তাই আগেই বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটাতে গৌতম গম্ভীর ডেকে নেন মেহতাব হোসেনের অ্যাকাডেমির কিছ ছেলেকে।

নিজের শহরে নেই কিন্তু মাথায় ছিল যে শিশু দিবসের দিন থেকেই শুরু টেস্ট। সেদিনটা সম্ভব নয় বিশেষ কিছ করার। তাই কলকাতায় এসেই নিজের ম্যানেজারকে বলে দেন, কোনও অ্যাকাডেমির বাচ্চাদের তাঁর

ব্লাস্টার্সের মিডিয়া ম্যানেজার হিসেবে ও অন্যান্য কাজ করতেন। ওখানে লম্বা সময় খেলার সূত্রে তাঁর সঙ্গে ভালোই পরিচয় আছে মেহতাবের। তিনিই ফোন করেন বলে জানালেন প্রাক্তন মিডফিল্ড জেনারেল। মেহতাবের কথায়, 'গম্ভীরের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ও এসেই ফোন করে আমাকে মেহতাব হোসেন আকাডেমির বাচ্চাদের নিয়ে গম্ভীর স্যরের সঙ্গে দেখা করতে বলে। আমার আকাডেমির বাচ্চারাই শুধু ছিল ওখানে।' সেই সময় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হলেও এদিন অবশ্য মেহতাব কাছে নিয়ে আসার জন্য। তাঁর বর্তমান নিজেই এই ছবি সাধারণের সঙ্গে ভাগ



মেহতাব হোসেনের অ্যাকাডেমিতে বাচ্চাদের সঙ্গে গৌতম গম্ভীর।

জানতে চাইলে মেহতাব বলেছেন, 'উনি বাচ্চাদের পরিশ্রম করার কথা বললেন। বলছিলেন, ফাঁকি দিয়ে কোথাও পৌঁছানো যায় না। ওর মতো ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে পাওয়া এই অমূল্য পরামর্শ আমার ছেলেদের কাজে লাগবে।' একদম ছোট যারা অথাৎ অনুধর্ব-১০ বাচ্চারা হয়তো তেমন কিছু বোঝেনি। কিন্তু তাদের থেকে আর একটু বড়রা গম্ভীর স্যরকে পেয়ে তাঁর বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন করে। যার উত্তর দেন তিনি। বাচ্চাদের খাওয়ানও গম্ভীর।

মেহতাব এখন ছোটদের কোচিং



গম্ভীরের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ও এসেই ফোন করে আমাকে মেহতাব হোসেন অ্যাকাডেমির বাচ্চাদের নিয়ে গম্ভীর স্যরের সঙ্গে দেখা করতে বলে। আমার অ্যাকাডেমির বাচ্চারাই শুধু ছিল ওখানে।

মেহতাব হোসেন

এই পেশায় আসার ইচ্ছে আছে। তাই করান। ভবিষ্যতে আরও ভালো করে তিনিও কিছু শেখার সুযোগ হারাতে

চাননি। মেহতাব যোগ করেছেন, 'উনি ভারতীয় দলের কোচ। বলতে গেলে বিশ্বের সেরা দলের। এরকম একটা দলের কোচের উপর সাংঘাতিক চাপ থাকে প্রতিদিন নিজেকে সেরা প্রমাণ করার। সেটা গম্ভীর আর ওর দল করে দেখাচ্ছে। তাই আমি যেহেতু পুরোপুরি কোচিংয়ে আসার কথা ভাবছি। তাই গম্ভীর স্যরের কাছে পরামর্শ চাইলাম কোচ হিসেবে। উনি অনেককিছুই বললেন। উনি বলছিলেন, ছাত্রদের মধ্যে কখনও বিভেদ করো না। এক নম্বর আর দশ নম্বরকে একইরকম চোখে দেখা এবং একইভাবে শেখানো, একজন ভালো কোচের মানসিকতা হওয়াই উচিত। ওর এই কথাটা দারুণ লেগেছে আমার।'

গম্ভীর-পরামর্শে সত্যিই যদি সামান্যও সাহায্য হয়, তাহলে লাভবান হবে বাংলার ফুটবলই।

Uttarbanga Sambad 15 November 2025 Alipurduar 14

টেস্টের 'মরা গাঙে' জোয়ার আনল ইডেন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর আহমেদাবাদ পারে না। নয়াদিল্লি পারে না। কলকাতা পারে!

টেস্ট ক্রিকেট নাকি জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে? অন্তত ভারতের মাটিতে টেস্টের জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছে, এমন অভিযোগ বহু দিনের। ইংল্যান্ড, টেস্টে নিয়মিতভাবে গ্যালারি উপচে পড়ে। হাউসফুল থাকে ম্যাচের পাঁচদিনই। কিন্ত ভারতের মাটিতে টেস্টের ছবিটা ভিন্ন।

কিছদিন আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ এসেছিল ভারত সফরে। আহমেদাবাদ নয়াদিল্লিতে ছিল টেস্ট ম্যাচ। দুই শহরেই টেস্টের সময় গ্যালারির বেশিরভাগ অংশ ছিল ফাঁকা।স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থার কর্তারা বহু চেম্টার পরও গ্যালারির অর্ধেকও ভর্তি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট কভার করতে হাজির হওয়া ভিনরাজ্যের সিনিয়ার সাংবাদিকদের অনেকেই বলছিলেন, আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট মাঠে টেস্ট ম্যাচ কভার স্টেডিয়াম। খাঁখাঁ করছে গ্যালারি। লোকই লডাই আজ নিশ্চিতভাবেই ভারতের



সপ্তাহের কাজের দিনে ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারি ভরিয়ে দেন সমর্থকরা।- ডি মণ্ডল

থাকে না মাঠে। কারও আগ্রহই নেই। মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটকে অক্সিজেন কলকাতার ছবিটা ভিন্ন। শুভমান দিয়ে গেল। টেস্টের মরা গাঙে জোয়ার

নাগাদ যখন জসপ্রীত বুমরাহ বল হাতে ভর্তি ইডেনের গ্যালারিও দেখতে দৌড় শুরু করলেন, তখনই মাঠে অন্তত হাজার দশেক দর্শক। টেস্টের প্রথম ঘণ্টায় সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াল ২২ হাজারে। মধ্যাহ্নভোজের সময় সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াল ৩৫ হাজারে। বুমরাহর পাঁচে প্যাঁচে পড়ে প্রোটিয়ারা অল আউট হওয়ার পর ইডেনের দর্শকাসনের সংখ্যাটা প্রায় ৪০ হাজারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। যা দেখার পর বহু প্রাক্তন ক্রিকেটারই দাবি তুলতে শুরু করেছেন, ইডেনে নিয়মিতভাবে টেস্ট হোক।

শেষ কবে ভারতের কোনও শহরে ৪০ হাজার দর্শক সমাগম হয়েছে? অনেক ভাবার পরও মনে করা যাচ্ছে না। অনিল কুম্বলে ইডেন বেল বাজিয়ে খেলা শুরুর ঘোষণা করেছিলেন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক নিজেও ইডেনের গ্যালারির ছবি দেখে তৃপ্ত। ঠিক তেমনই সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও দারুণ খুশি ইডেনের গ্যালারির হাজিরা দেখে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে মহারাজ বলছিলেন, 'খেলার বাকি দিনগুলিতে কিছুর কথা ভাবাও যায় না।

কেকেআরের বোলিং কোচ সাউদি

সানরাইজার্স ছেডে

ভারতীয় দলে জায়গা হয়নি তাঁর। যদিও স্পিডস্টার মায়াঙ্ক যাদবকে রেখে দেওয়ার

১৫ উইকেট নিয়ে শিরোনামেই রয়েছেন চলেছে রবি বিষ্ণোই ও ডেভিড মিলারকে।

মেগা লিগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সহকারী কোচ হয়েছিলেন শেন ওয়াটসন।

সামিকে ছেড়ে দিতে চাইছে সানরাইজার্স। করল নাইট কর্তৃপক্ষ। ২০২১-'২৩ পর্যন্ত

সুযোগ কাজে লাগিয়ে সামিকে 'ট্রেড' করার কেকেআরে খেলেছিলেন সাউদি।

পেতে পারি আমরা।' কেপটাউন থেকে কলকাতায় হাজির হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার এক বাবা-ছেলে জুটির সঙ্গে আচমকাই দেখা হয়েছিল ক্লাব হাউসের আপার টায়ারে। তাঁরাও অবাক ইডেন টেস্টে গ্যালারির ছবি দেখে।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা এখন প্রাক্তনদের দলে। শুভুমানের টিম ইন্ডিয়ায় তারকা থাকলেও তাঁদের ক্যারিশমা 'রোকো' জুটির মতো নয়। কিন্তু তারপরও কীসের টানে ক্রিকেটের নন্দনকাননে লাল বলের ক্রিকেট দেখতে টেস্টের প্রথম দিনের আঙিনায় ৩৫- হাজির হওয়া? দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জের শুভায়ন চক্রবর্তীর সঙ্গে আচমকাই দেখা হয়ে গিয়েছিল ইডেনের ক্লাব হাউসে। পরিবার নিয়ে প্রথম দিনের খেলা দেখতে সকাল থেকেই হাজির ছিলেন। বলছিলেন, 'টেস্ট ক্রিকেটের অন্তত একটা মায়া রয়েছে। ইডেনে যখনই টেস্ট হয়, তখনই হাজির থাকার চেষ্টা করি।' এমন মায়া, আবেগ কলকাতায় রয়েছে। আহমেদাবাদে এমন

লখনউ সুপার জায়েন্টস। ২৩ বছরের

পথে এলএসজি। যদিও তারা ছেডে দিতে

কলকাতা নাইট রাইডার্সের ডাগআউটে

রদবদল চলছেই। বৃহস্পতিবার কেকেআরের

শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার

টিম সাউদিকে বোলিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত

এদিকে, ২০২৪ সালের চ্যাম্পিয়ন



পনেরো ছক্কায়

এশিয়া কাপ খেলতে এসে সতীর্থ দুই পেসার গুরজাপনিত সিং ও যধবীর সিং চর্কের বয়স নিয়ে রসিকতায় অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল বৈভব সূর্যবংশীকে। সামাজিক মাধ্যমে সেই ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। শুক্রবার ১৪ বছরের বৈভবের সামনে অস্বস্তিতে পড়ার পালা ছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বোলারদের। এমার্জিং এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ৪২ বলে ১৪৪ রান করে দেন বিহারের কিশোর। তিন অঙ্কের রানে পা রাখেন ৩২ বলে। যা টি২০-তে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম শতরানের নিরিখে আছে চার নম্বরে। কুড়ির ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে ব্যক্তিগত সবাধিক রানের তালিকাতেও বৈভবের ১৪৪ আছে চতুর্থ স্থানে। এদিন তাঁর দাপটের একটা চিত্র ধরা পড়েছে ১৫

ছকা ও ১১ বাউন্ডারির পরিসংখ্যানে। এদিন

বাউন্ডারি-ওভার বাউন্ডারি মিলিয়ে তাঁর

সংগ্রহ ১৩৪ রান।

এমন একটা ইনিংসের পরও বৈভব কৃতিত্ব নিতে চাইলেন না। বলেছেন, 'বাউন্ডারি ছোট ছিল। আমার ক্যাচও পডেছে। যার সদ্যবহার করার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় ওভারে প্রিয়াংশ আর্যকে (১০) হারায় ভারতীয় 'এ' দল। কিন্তু নমন ধীরকে (৩৪) সঙ্গী দ্বিতীয় উইকেটে বৈভব ১৬৩ রান যোগ করে পালটা চাপে ফেলে দেন আমিরশাহিকে। এরপর অধিনায়ক জিতেশ শর্মার ৩২ বলে অপরাজিত ৮৩ রানের ইনিংসে ভারত শেষ করে ২৯৭/৪ স্কোরে। পাহাড়সমান রানতাড়ায় নেমে আরব আমিরশাহি থামে ৭ উইকেটে ১৪৯ রানে। গুরজাপনিত ১৮ রানে নেন ৩ উইকেট হর্ষ দুবের (১২/২) দখলে গিয়েছে জোড়া উইকেট। শোহেইব খান (অপরাজিত ৬১) ছাড়া আমিরশাহির তরফে কেউই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেননি। রবিবার ভারত প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে।

আনোয়ার

ইস্যুতে ফিফাকে

চিঠি বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪

ও কোচদের

দেশের জাসতে প্রথম লাল কার্ড রোনাল্ডোর

ডাবলিন, ১৪ নভেম্বর : ম্যাচের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'মাঠে গুড বয় হয়ে থাকব।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল অন্য ছবি। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ডের লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর দেশ পর্তুগালও ২-০ ফলে হেরে যায়।

আয়ারল্যান্ডের বিশ্বকাপের টিকিট জিতলেই নিশ্চিত হয়ে যেত পর্তুগালের। কিন্তু ট্রয় প্যারোটের জোড়া গোলে পর্তুগালকে হারিয়ে অঘটন আইরিশরা। ফলে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য শেষ ম্যাচে আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে জিততে হবে পর্তুগিজদের। তবে বিশ্বকাপে গেলেও পর্তুগালের বিপদ কিন্তু শেষ হচ্ছে না। আইরিশদের বিরুদ্ধে ৬১ মিনিটে দারা ও শিয়াকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন রোনাল্ডো। এটি তাঁর কেরিয়ারে দেশের জার্সিতে প্রথম

রোনাল্ডো সবাধিক তিন ম্যাচ নিবাসিত থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করলেও প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বের প্রথম দুটি ম্যাচে সিআর সেভেনকে ছাড়াই মাঠে নামতে হবে পর্তুগালকে।

বাছাই পর্বের অপর ম্যাচে ইউক্রেনকে ৪-০ গোলে হারিয়ে

আইরিশদের কাছে অপ্রত্যাশিত হার পর্তুগালের

ফ্রান্স। তাদের হয়ে জোড়া গোল করেছেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। যার সুবাদে দেশ ও ক্লাব মিলিয়ে ৪০০ গোলের নজির স্পর্শ করেছেন তিনি। এছাড়াও ফ্রান্সের বাকি দুটি গোল করেন মিকেল ওলিসে ও হুগো একিতিকে।

মলডোভাকে



লাল কার্ড দেখার পর অঙ্গভঙ্গি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।

২-০ গোলে হারিয়েছে ইতালি আজুরিদের হয়ে গোল করেন জিয়ানলকা মানচিনি ও পিও এসপিসোতো। এছাড়াও নরওয়ে হারিয়ে বিশ্বকাপ খেলার দৌড়ে আরও এগিয়ে গিয়েছে। এই ম্যাচে তাদের হয়ে জোড়া করেন ম্যান গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। বাকি দুই গোল আলেকজান্ডার শোরলথের। এস্তোনিয়ার গোলস্কোরার রবি সারমা।

১৮ বছর পর রিকার্ভে সোনা ভারতের

ঢাকা, ১৪ নভেম্বর : ১৮ বছর পর এশিয়ান তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপে রিকার্ভ ইভেন্টে সোনা জিতল ভারতের পুরুষ দল।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজে

এবারের রনজি টুফিতে এখনও পর্যন্ত ৩ ম্যাচে

মহম্মদ সামি। এবার আইপিএলের ট্রেডিং

উইন্ডোতেও টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসারকে

সামিকে নিয়ে উন্মাদনা বাড়ছে। চলতি বছরের

জার্সিতে সামি ৯ ম্যাচে মাত্র ৬ উইকেট

পেয়েছিলেন। একাধিক রিপোর্টের মতে,

শুক্রবার ফাইনালে ভারতীয় দল ৫-৪ ব্যবধানে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েছে। প্রথমে ম্যাচের ফল ছিল

এশিয়ান তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপ

৪-৪। তাই ম্যাচ গড়ায় শুটঅফে। সেখানে দুই দলই ২৯ স্কোর করেছিল। কিন্তু ভারতীয় তিরন্দাজ রাহুলের নিশানা কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে লাগায় ভারতীয় দল জয়ী হয়। সেই সঙ্গে ২০১৩ সালের পর থেকে কিন্তু ভারতের অতনু দাস, যশদীপ

বিরতিতেও দল যাতে ছন্দ হারিয়ে না

ফেলে সেজন্যই ফুটবলারদের কড়া

পেয়েছিলেন সাউল। লাল-হলুদ

সুপার কাপের ডার্বিতে চোট

অনুশীলনের মধ্যে রাখা।



দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে সোনা জিতে অতনু দাস, যশদীপ ভোগে ও রাহুল। জ্যোতি। তিনি ফাইনালে হারান

এই প্রতিযোগিতার রিকার্ভ ইভেন্টে ভোগে ও রাহুলের দাপটে সেই দলের কোচ রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত বাংলাদেশকে হারিয়ে সোনা দক্ষিণ কোরিয়া অপরাজিত ছিল। অপরাজিত তকমা মুছে গিয়েছে।

বলেছেন, 'কোরিয়াকে হারিয়ে জিতেছে।

সোনা জেতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। আমরা অনেকদিন সোনা জিতিন। অবশেষে সেটা পুরণ হয়েছে। এরপর আমাদের লক্ষ্য এশিয়ান গেমস। বহস্পতিবার ভারতের ঝুলিতে

নভেম্বর : অন্ধকার কাটছে। আলোয় ফিরছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ৩টি সোনা ও ২টি রুপো এসেছিল। ফুটবলার মহিলাদের কম্পাউন্ড ইভেন্টে সমস্ত বকেয়া ইতিমধ্যেই মিটিয়ে দলগত বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে সোনা জিতেছিলেন জ্যোতি দিয়েছে মহমেডান। সুত্রের খবর ফিফার তরফে সর্বভারতীয় ফুটবল সুরেখা ভেন্নামরা। তবে পুরুষদের ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে নির্বাসন রিকার্ভে দলগত বিভাগে ভারতকে প্রত্যাহারের নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া রুপো নিয়ে সম্ভুষ্ট থাকতে হয়। হয়েছে। বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ রিকার্ভে মহিলাদের ব্যক্তিগত নিয়ামক সংস্থাও ধাপে ধাপে তাদের বিভাগে সোনা জেতেন ভারতের সতীর্থ প্রীতিকা প্রদীপকে। কম্পাউন্ড সোনা জেতার পর ভারতীয় ইভেন্টে মিক্সড টিম বিভাগে

নিবাসন–মুক্ত হওয়ার পথে মহমেডান

বিভাগীয় দপ্তরগুলি থেকে নিবর্সিন প্রত্যাহার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। আশা করা হচ্ছে আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকেই সম্পূৰ্ণভাবে নিৰ্বাসনমুক্ত হয়ে যাবে মহমেডান। ফলে নতুন ফুটবলার নথিভুক্ত করার পথে তাদের কোনও বাধা থাকবে না।

এদিকে, আনোয়ার আলি ইস্যু নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের টালবাহানায় বিরক্ত মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এবার সরাসরি এই বিষয়ে ফিফার দ্বারস্থ হল সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। গত সেপ্টেম্বরে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে মামলার নিষ্পত্তির নির্দিষ্ট সময়সীমা জানতে চাইলেও সদৃত্তর মেলেনি। যে কারণে এবার এই বিষয়ে ফিফাকেও দীর্ঘ ছয় পাতার চিঠি পাঠাল মোহনবাগান।

আদালতের দারস্থ আইএসএল কার

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : মাঠে নামার কোনও রাস্তা এখনও তাঁদের দেখাতে এআইএফএফ। ফলে মরিয়া ফুটবলাররা এবার সরাসরি আদালতের দ্বারস্ত হলেন।

এদিন আইএসএলের ১২ দলের অধিনায়করা সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেন বলে জানা গিয়েছে। পিটিশনে সই করেন শুভাশিস বসু ঝিংগান, সুনীল

মিকেল জাবাকো. ছেত্ৰী. হালদার, ডেলগাদো, আড়িয়ান লনা, সাউল ক্রেসপো, নিখিল প্রভু, মন্দার রাও দেশাই ও অ্যালেক্স সাজি। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ওডিশা এফসি-র যেহেতু

এখনও দলই হয়নি, তাই তাদের কোনও প্রতিনিধি নেই এই তালিকায়। তাঁদের এই আবেদনে সাড়ো দিয়ে আদালত দ্রুত জট ছাড়ানোর চেষ্টা করে কিনা সেটাই এখন দেখার। আগামী ১৮ নভেম্বর ক্লাবগুলির সঙ্গে ফের আলোচনায়

TAN SUPER LEDE বসবে এআইএফএফ। সেখানে হয়তো একটি বিকল্প লিগের প্রস্তাব দেওয়া হবে। কারণ আইএসএলের সত্বাধিকারী এফএসডিএল।

তবে এরমধ্যে যদি লালিয়ানজুয়ালা আদালত থেকে নতুন করে দরপত্রের কথা বলা হয় তাহলে লিগ শুরু করতে সময় লাগবে। যা এখন ফেডাবেশন তো বটেই কাব এবং ফুটবলাররাও চাইছেন না। সবারই এখন লক্ষ্য, দ্রুত খেলা শুরু করা।



ম্যাচের সেরা হয়ে স্বরূপ চন্দ। ছবি : রাহুল দেব

স্বরূপের শতরান

রায়গঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার বিপিএস ক্লাব ১২৮ রানে বীরনগর উন্নয়ন সমিতিকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে বিপিএস ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে ২২৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা স্বরূপ চন্দ ১১৯ রান করেন। অর্ক দাসের অবদান ৫০। জেভি জ্ঞানেন্দ্র আনন্দ ৩৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বীরনগর ১৫ ওভারে ৯৯ রানে গুটিয়ে যায়। সোনম সরকার ১৫ রান করেন। পাপ্পু যাদব ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। স্বরূপ ৫ রানে নেন ২ উইকেট। সোমবার প্রথম ডিভিশনে খেলবে প্রতিবাদ ও দিনাজপুর ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব।





অস্কার ব্রুজৌ

টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি তাঁর চোট গুরুতর নয়। তবে শুক্রবার পর্যন্ত অনুশীলনে যোগ দেননি তিনি। জানা সোম অথবা মঙ্গলবার প্রস্তুতিতে যোগ

বিহ্যাব করছেন। ব্রুজোঁ জানালেন রবিবার শিবিরে যোগ দেবেন সাউল। তিনি বলেছেন, 'আগামী সপ্তাহে ওর শারীরিক অবস্থার মূল্যায়ন করা হবে। আশা করছি সেমিফাইনালে

তৈরি রাখছেন সাউলের বিকল্প

সাউল খেলতে পারবে। একান্তই যদি খেলতে না পারে সেকথা মাথায় রেখে বিকল্প ভাবনাও তৈরি রাখতে হচ্ছে। গোলকিপার প্রভসুখান সিং গিলও দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন। ব্রুজোঁ জানালেন,

জানা গিয়েছে ভারতীয় ফটবলের বর্তমান অনিশ্চয়তার জন্যই নাকি দায়িত্ব ছেড়েছেন তিনি। এই নিয়ে

অস্কার বলেছেন, 'লিগ নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে আশা করছি সুপার কাপ শেষ হওয়ার আগে সর্বেচ্চি লিগ করে শুরু হবে সেই বিষয় স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাব। আমরা খেলার মধ্যেই রয়েছি, দীর্ঘদিন অনুশীলন করছি। আমাদের মতো দলগুলোর সমস্যা হবে না। সমস্যা বেশি সেই ক্লাবগুলোর যাদের পরিকাঠামো দুর্বল।'

এরইমধ্যে বেঙ্গালরু এফসির

সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন দলের

হেড কোচ জেরার্ড জারাগোজা।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির



09.08.2025 তারিখের ছ্রু তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 47K 47070 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ভিয়ার লটারি জেতা কেবলমাত্র অর্থের জন্য ছিল না, এটি ছিল আমার জীবনের একটি নতুন দিক নির্দেশনা। আমি সর্বদা ভিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ থাকব যারা আমাকে এগিয়ে যেতে এবং আমার ভবিষ্যত গড়ে তুলতে ক্ষমতায়ন করেছেন।" ডিয়ার স্টারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, মর্শিদাবাদ - এর একজন



ট্রফি নিচ্ছেন আরাপুর একাদশ। ছবি : মহম্মদ আনওয়ার উল হক

চ্যাম্পিয়ন আরাপুর একাদশ

বৈষ্ণবনগর, ১৪ নভেম্বর : শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায়, 'অফার' ও মালদার 'এশিয়ান মিশন'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একদিনের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল আরাপুর একাদশ। শুক্রবার ফাইনালে তারা ৮ রানে ইলেভেন স্টারকে হারিয়েছে। আরাপুর পিএন হাইস্কুল মাঠে প্রথমে আরাপুর ৪৬ রান তোলে। জবাবে ইলেভেন স্টার ৩৮ রানে আটকে যায়। ফাইনালের সেরা রানা হালদার। প্রতিযোগিতার সেরা অনিমেষ ঘোষ। সেরা বোলার ইলেভেন স্টারের চিন্ময় দাস। এর আগে নাইন স্টারের বিরুদ্ধে জয় পায় ইলেভেন স্টার। ম্যাচের সেরা দেব হালদার। পিএন হাইস্কুলকে হারিয়েছিল আরাপুর।



আন্তঃ জেলা অনুধৰ্ব-১৭ স্কুল ক্রিকেটের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল দল শুক্রবার গঙ্গারামপুর রওনা হল। প্রতিযোগিতাটি শনিবার শুরু হবে। জেলা ক্রীড়া সংসদের সচিব নীলেন্দু রায় ঘোষিত দলে রয়েছে আবির ঘোষ, প্রিয়াংশু মণ্ডল, বিকি দাস, অভিজিৎ বসু, রোহিত রায়, অভিজিৎ রায়, সুজয় অধিকারী, অঙ্কুর রায়, উৎস প্রধান, শিলাব্রত রায়, শিবমকুমার সাহা, অরিজিৎ রায়, ঈশান কর্মকার, দেবজ্যোতি চৌধুরী, দেবব্রত ধর ও আকাশ সরকার। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে অশোক রায় এবং ইন্দ্রজিৎ রায়।

জিতল রেইনবো, সুকান্ত স্পোর্টিং আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর :

ভুয়ার্স ক্রিকেট আলিপরদয়ার অ্যাকাডেমির উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব ও বলাই মেমোরিয়াল ক্লাবের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত অনুর্ধ্ব-১২ ডুয়ার্স কিডস কাপ ক্রিকেটে শুক্রবার রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৪ উইকেটে ফালাকাটা ডিএসএ-কে হারিয়েছে। ফালাকাটা টসে জিতে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২০ রান তোলে। সৌম্যজিৎ ২৮ রান করে। ম্যাচের সেরা গৌরব রায় ১২ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে রেইনবো ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২১ রান তুলে নেয়। সৌহার্দ্য ভট্টাচার্য ৩৬ করে। বিটেন রায় প্রধান ১৭ রানে ২ উইকেট নেয়।

স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬ উইকেটে প্লেয়ার্স ইলেভেনের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে ম্যাচের সেরা দেবরাজ চক্রবর্তী হেরে প্লেয়ার্স ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৯০ রান তোলে। বসন্ত আয়ুষ ১৯ ৪ উইকেটে ৯২ রান তুলে নেয়। রাজদীপ সরকার ২২ করে। ত্রিশান সেরা অরিসুল ৩০ করে।







শুক্রবার তিনটি ম্যাচের সেরা অরিসুল হক মণ্ডল, দেবরাজ চক্রবর্তী ও গৌরব রায় (বাঁ দিক থেকে)। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ক্রদাক্ষ মজমদার ১৬ করে। বিএমসি মাঠে বারোবিশা ডিসিএ ৬ উইকেটে আলিপুরদুয়ার ডিসিএ-কে ৯ উইকেটে ৯৭ রান তোলে।

জবাবে বারোবিশা ১১.৫ ওভারে

ঘোষ ২৭ রানে নেয় ২ উইকেট। বোরোল্যান্ড ক্রিকেট অ্যাকাডেমি উইকেটে বোনজের ক্রিকেট হারিয়েছে। অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। আলিপুরদুয়ার প্রথমে ২০ ওভারে বোনজের টসে জিতে ৮ উইকেটে ১০৮ রান তোলে। সুপ্রতীক বর্মন ২১ করে। অরিসুল হক মণ্ডল ১২ ১৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বোরোল্যান্ড ১৫.৫ ওভারে ২ করে। জবাবে সুকান্ত ১৭.২ ওভারে ৪ উইকেটে ৯৮ রান তুলে নেয়। উইকেটে ১১৪ তুলে নেয়। ম্যাচের